ম্যাথিউ হেনরী কমেণ্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

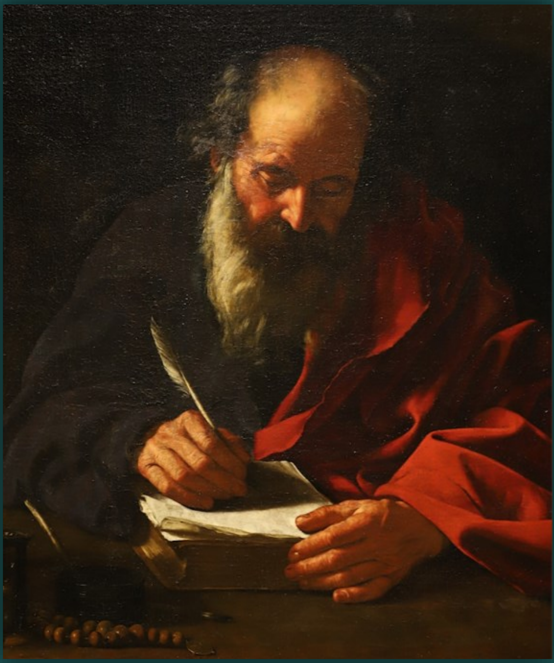

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের টীকাপুস্তক

Commentary on the Letter of Paul to the Colossians

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্টি

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letter of Paul to Colossians

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

ভূমিকা

কলসীয় শহরটি ফরুগীয়া অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। সম্ভবত এই শহরটি লাইদেকিয়া এবং হিয়রাপলি শহর থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না; ৪:১৩ পদে আমরা এই দু'টি শহরের বিষয়ে একই সাথে উল্লেখ দেখতে পাই। শহরটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই পত্রখানার মধ্য দিয়ে এর স্মৃতি খুব যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। যে সমস্ত যিহূদী মৌলবাদীরা আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত ব্যবস্থা পালন করার প্রতি অতিরিক্ত জোর দেয়, তাদের কাছ থেকে বিপদমুক্ত থাকার জন্য সতর্কবাণী দেবার উদ্দেশ্যে এবং খ্রীষ্টীয় নীতির সাথে মৌলবাদী তত্ত্বকে মিলিয়ে না ফেলার জন্য তারা যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে এই বিষয়ে তাদেরকে আরও শক্ত করে তোলার লক্ষ্যে প্রেরিত পৌল এই কলসীয় পত্রখানা সাজিয়েছেন। খ্রীষ্টের শিক্ষায় দৃঢ়ভাবে স্থির থাকা এবং বাধ্যতার মধ্যে যে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তি রয়েছে তা তিনি এই পত্রের মধ্য দিয়ে প্রচার করেন এবং তাদেরকে সেই শিক্ষা অনুসারে নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগের সাথে কাজ করে যাবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। ইফিষীয় এবং ফিলিপীয়দের কাছে যখন তিনি পত্র পাঠিয়েছিলেন প্রায় সেই একই সময়ে, ৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং একই স্থান থেকে, যখন তিনি রোমে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। সে অবস্থায় কলসীয়দের কাছে এই পত্রটিও পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বন্দীত্বের সময় তিনি অলসতায় বসে ছিলেন না, এবং ঈশ্বরের বাক্যও সে সময় বাধাগ্রস্থ হয় নি।

রোমীয় পত্রের মত এই পত্রটিও এমন এক শ্রেণীর লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল যাদেরকে পৌল কখনো দেখেন নি অথবা যাদের সাথে তাঁর কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্বন্ধও ছিল না। কলসীতে যে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা পৌলের প্রচারের মধ্য দিয়ে হয় নি বরং সেই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুসমাচার প্রচারকারী ইপাফ্রা বা ইপাফ্রদিতের মধ্য দিয়ে যার উপর পৌল অ- যিহূদীদের উপর সুসমাচার প্রচার করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আর আমরা দেখতে পাই–

প্রথমত: সেখানে একটি সমৃদ্ধশালী মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল আর সেটি অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং বিখ্যাত ছিল। অনেকে এমনটি মনে করতে পারেন যে, যে মণ্ডলী পৌল নিজে প্রতিষ্ঠা করেন নি সেখান থেকে ভাল কিছু আশা করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখানে আমরা এমন একটি সমৃদ্ধ মণ্ডলী দেখি যা পৌল প্রতিষ্ঠা করেন নি, করেছিলেন ইপাফ্রদিত। ঈশ্বর আনন্দিত ভাবেই অনেক সময় তাঁর মণ্ডলীর জন্য মহান কিছু কাজ করার জন্য এমন কিছু লোককে বেছে নেন যারা অন্যের চোখে কম গুরুত্বপূর্ণ এবং যাদেরকে কম আত্মিক দান প্রদান করা হয়েছে। যে তার কাজ দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে ঈশ্বর তাকেই তাঁর কাজের জন্য ব্যবহার করেন। সেই ব্যক্তিকে যে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে এমনটি নয়, যেন এই মহাশক্তি ঈশ্বরের হয়, আমাদের থেকে নয়, (২ করিন্থীয় ৪:৭)।

দ্বিতীয়ত: যদিও সেই মণ্ডলীটি পৌল স্থাপন করেন নি, তথাপি তিনি সেই মণ্ডলীর প্রতি

অবহেলা প্রদর্শন করেন নি। তাঁর লেখায়ও এমন কিছু প্রকাশ পায় নি যাতে মনে হয় যে, তিনি অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে এই মণ্ডলীর কোন তুলনা করছেন বা আলাদা চোখে দেখেছেন। ফিলিপীয় কিংবা অন্যান্য যেসব মণ্ডলী তাঁর পরিচর্যার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের মতই ইপাফ্রার পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মন ফেরানো কলসীয় মণ্ডলীর লোকেরা পৌলের খুবই প্রিয় ছিল এবং অন্যান্যদের জন্য পৌল যেমন চিন্তা করতেন, তাদের মঙ্গল সাধনের ব্যাপারেও তিনি ঠিক একই রকম সচেতন ছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর চেয়ে নিম্নপদস্থ প্রচারককে সম্মান জানালেন এবং আমাদের শিক্ষা দিলেন যেন আমরা স্বার্থপর না হই, বা এমনটা চিন্তা না করি যে, অন্য কারো জন্যে আমাদের সম্মান কমে যেতে পারে। আমরা এও শিখি যে, অন্যেরা যে গাছ রোপন করেছে তাতে পানি দেবার জন্য অথবা অন্যেরা যে ভিত্তি গেঁথেছে তাতে দালান তুলবার জন্য আমরা যেন কোন রকম অসম্মানবোধ না করিঃ পৌলও সেভাবেই কাজ করেছিলেন, একজন জ্ঞানবান গাঁথকের মত, তিনি ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন, তার উপরে অন্য লোকেরা গেঁথেছে (১ করিন্থীয় ৩:১০)।

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ১

এখানে আমরা–

১) কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের স্বাভাবিক শুভেচ্ছা দেখতে পাই (১-২ পদ)।

২) তিনি তাদের বিশ্বাস, ভালবাসা এবং আশা সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন (৩-৮ পদ)।

৩) তিনি তাদের জ্ঞান, শক্তি এবং ফলদায়ক জীবন কামনা করে প্রার্থনা করেন (৯-১১ পদ)।

৪) খ্রীষ্টীয় ধর্মমতে পবিত্র আত্মার কাজ, ত্রাণকর্তা, পরিত্রাণের কাজ, এবং এসব সম্পর্কে সুসমাচারে যা কিছু প্রচার করা আছে সে সম্পর্কে একটি অমায়িক ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে তিনি এই অধ্যায় শেষ করেন (১২-২৯ পদ)।

কলসীয় ১:১-২ পদ

প্রথমত: এ অধ্যায়ের শুরুতেই প্রেরিতের যে শুভেচ্ছা প্রদান তা অন্যান্য পত্রের মত একই ধাঁচের। শুধুমাত্র লক্ষণীয় হল যে, তিনি নিজেকে "ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত" হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। একজন প্রেরিত খ্রীষ্টের রাজ্যের একজন প্রধান পরিচর্যাকারী খ্রীষ্টের আহ্বানে আহ্বায়িত হবার সাথে সাথেই তাঁকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। স্বতন্ত্রভাবে তাঁর কাজ ছিল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা এবং খ্রীষ্টীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রেরিত হিসেবে তিনি নিজের গুণাবলী, যোগ্যতা অথবা শক্তিকে প্রাধান্য দেন নি, বরং তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছায় এবং তাঁর দয়ার মধ্য দিয়ে তিনি প্রেরিত নিযুক্ত হয়েছেন। প্রেরিত হিসেবে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করতে চান, কারণ ঈশ্বর তাঁকে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হবার জন্য তৈরি করেছেন।

দ্বিতীয়ত: তাঁর কর্তৃত্বে তিনি তীমথিকে নিযুক্ত করেছেন, যেটি তাঁর উদারতার আরো একটি সুন্দর উদাহরণ। আর যদিও তিনি অন্যান্য স্থানে তাঁকে তাঁর সন্তান বলে সম্বোধন করেছেন (২ তীমথিয় ২:১), তথাপি এখানে তিনি তাঁকে তাঁর ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছেন। এটি একটি উদাহরণ যা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রবীণ এবং প্রখ্যাত প্রচারকদের তাদের অধস্তন প্রচারকদের এবং যেসব ভাইয়েরা অখ্যাত ও লোকচোক্ষুর অন্তরালে আছে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ এবং তাদের প্রতি দয়া এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা উচিৎ।

তৃতীয়ত: তিনি কলসীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসী ভাইদেরকে খ্রীষ্টে পবিত্র লোক ও বিশ্বস্ত ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ সকল ভাল প্রচারক, সেই সাথে সকল ভাল বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে একে অন্যের ভাই এবং তারা সকলে একই ভালবাসার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ঈশ্বরের দয়ায় বিশ্বাসীদের পরিশুদ্ধ করা হয়েছে এবং যেহেতু তাদেরকে মহান ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে এবং তাঁর গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে তাই তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে পবিত্রভাবে নিজেদের উপস্থাপন করতে হবে। আর এইভাবে তারা ঈশ্বরের সম্মুখে পবিত্র এবং একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। বিশ্বাসী জীবনে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা হল একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এটি তাদের সবার জন্য গৌরব এবং মুকুটস্বরূপ।

এখানে পৌলের প্রৈরিতিক আশীর্বচন অন্যান্য পত্রগুলোর মতই: "আমাদের পিতা ঈশ্বরের এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বর্ষিত হোক।" তিনি তাদের প্রতি ঈশ্বরের বিনামূল্যের দান *অনুগ্রহ ও শান্তি* এবং এর মধ্য দিয়ে আসা সমস্ত ভাল ফল আকাঙ্ক্ষা করেন; সব ধরনের আত্মিক অনুগ্রহ, এবং তা আসবে যৌথভাবে *আমাদের পিতা ঈশ্বরের, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের* কাছ থেকে এবং অবশ্যই উভয়ের কাছ থেকে সতন্ত্রভাবে।

কলসীয় ১:৩-৮ পদ

এখানে প্রেরিত পৌল পত্রের মূল অংশে চলে গেলেন এবং এর সূচনা করলেন তাদের সম্পর্কে তিনি যা শুনেছেন সে বিষয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে। উল্লেখ্য যে, তিনি তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না এবং তাদের সম্পর্কে অন্যদের কাছ থেকে যা শুনতেন সেই অনুসারেই তাদেরকে গ্রহণ করতেন।

প্রথমত: সেই মণ্ডলীর সদস্যরা যে খ্রীষ্টের সুসমাচারকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে এবং তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ রেখেছে এর জন্য তনি ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানালেন। লক্ষ্য করুন; তাঁর প্রার্থনায় তিনি ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য ধন্যবাদ আদায় করেছিলেন। অবশ্যই ধন্যবাদ আমাদের প্রার্থনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া দরকার; এবং যা কিছুই আনন্দের তার সবকিছুকেই প্রার্থনায় ধন্যবাদের বিষয় বলে গণ্য করা প্রয়োজন। আরও লক্ষ্য করুন, তিনি কার কাছে ধন্যবাদ আদায় করছেন? ঈশ্বরের প্রতি: "যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের কাছে"। আমরা যখন ধন্যবাদ দেব তখন ঈশ্বর যে সত্যিই প্রভু এমনটিই আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। (তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনার পাশাপাশি ধন্যবাদ পাবার যোগ্য), আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, যে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সমস্ত মঙ্গল আমাদের কাছে আসে। ঈশ্বর যেমন আমাদের পিতা, তেমনি তিনি খ্রীষ্টের পিতা। এটি খুবই উৎসাহের বিষয় যে, প্রতিবার ঈশ্বরকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে খ্রীষ্টের পিতা এবং আমাদের পিতা বলে ডাকতে পারি। কারণ খ্রীষ্টের পিতা আমাদেরও পিতা (যোহন ২০:১৭)।

দ্বিতীয়ত: লক্ষ্য করুন; তিনি কেন ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ আদায় করেছিলেন– তাদের প্রতি ঈশ্বর যে অনুগ্রহ করেছিলেন সেই অনুগ্রহের জন্য, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরতা'লার অনুগ্রহ তাদের মধ্যে ছিল: "কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে যে বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি যে ভালবাসা তোমাদের আছে, তার সংবাদ শুনেছি; এর মূল সেই প্রত্যাশিত বিষয়, যা তোমাদের জন্য স্বর্গে রাখা হয়েছে। এই প্রত্যাশিত বিষয় সম্বন্ধে তোমরা ইঞ্জিল, অর্থাৎ সত্যের বাক্য থেকে আগেই শুনতে পেয়েছ" (৪,৫ পদ)। বিশ্বাস, আশা বা প্রত্যাশা এবং ভালবাসা বা ভালবাসা বিশ্বাসীদের জীবনে তিনটি প্রধান অনুগ্রহ এবং এই তিনটি বিষয় ধন্যবাদের উপযুক্ত বিষয়। লক্ষ্য করুন,

(১) যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। কারণ তাদেরকে খ্রীষ্টের সম্মুখে আনা হয়েছিল যাতে তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে এবং হৃদয়ে তাঁর শিক্ষা ও পথকে ধারণ করে, এছাড়া তারা যেন সমস্ত বিপদের মধ্যেও তাদের আত্মাকে খ্রীষ্টের ক্রুশের নিচে রাখে।

(২) তাদের ভালবাসার জন্য– সব মানুষের মধ্যে যে ভালবাসা থাকে সেই ভালবাসার পাশাপাশি পবিত্র লোকদের মধ্যে বা খ্রীষ্টকে বিশ্বাসী ভাইদের মধ্যে আরো একটি বিশেষ ভালবাসা থাকে (১ পিতর ২:১৭)। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। তাদের সাথে আমাদের সামান্য মতের পার্থক্য থাকতে পারে, তাদের মধ্যে সত্যিকারের কোন দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাল লোকদের জন্য অন্তরে বিস্তৃত করুণা এবং সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে। কেউ কেউ মনে করে পত্রটি হচ্ছে পবিত্র লোকদের প্রয়োজনীয় বদান্যতা যা খ্রীষ্টীয় ভালবাসাকে প্রমাণ করে। এবং,

(৩) তাদের প্রত্যাশার জন্য– "এর মূল সেই প্রত্যাশিত বিষয়, যা তোমাদের জন্য স্বর্গে রাখা হয়েছে" (৫ পদ)। স্বর্গ সুখকে তাদের প্রত্যাশা বলা হয়েছে কারণ: "আমরা পরমধন্য আশাসিদ্ধির অপেক্ষা করি এবং মহান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমা প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করি" (তীত ২:১৩)। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য এই পৃথিবীতে যা কিছু রাখা হয়েছে তা যথেষ্ট কিন্তু তাদের জন্য স্বর্গে যা কিছু রাখা হয়েছে তা এর তুলনায় আরো অনেক অনেক বেশি। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যে স্বর্গের বিষয় প্রত্যাশা করে সেই প্রত্যাশার জন্য অথবা ভবিষ্যতের যে মহিমাময় জীবন আমরা আশা করছি সেই জীবনের জন্য অবশ্যই বিশ্বাসীদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করা উচিৎ। খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং পবিত্র লোকদের প্রতি তাদের ভালবাসা সমস্ত কিছুরই লক্ষ্য হল– "সেই প্রত্যাশিত বিষয়, যা তাদের জন্য স্বর্গে রাখা হয়েছে"। পরকালের জীবনের পাওনা বা পুরস্কারের প্রতি আমরা আমাদের দৃষ্টি যত বেশি নিবদ্ধ রাখেতে পারবো আমরা তত বেশি জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবো এবং সব সময় ভাল কিছু করার জন্য মনোযোগী হতে পারবো।

এইসব বিষয়ে তাদের জন্য ধন্যবাদ আদায় করার পর তাঁরা ইতোমধ্যে যে অনুগ্রহগুলো উপভোগ করেছে সেইসব অনুগ্রহের জন্য তিনি তাদের পক্ষ হতে প্রার্থনার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানান এই প্রত্যাশিত বিষয় সম্বন্ধে তোমরা সুখবর, অর্থাৎ সত্যের বাক্য থেকে আগেই

শুনতে পেয়েছ, যে সুখবর তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। ঈশ্বরের সুসমাচারের সত্য বাক্য থেকে তারা শুনেছিল “সেই প্রত্যাশা তাদের জন্য স্বর্গে রাখা হয়েছে”। লক্ষ্য করুন,

১) সুসমাচারই হল সত্যের বাক্য, এবং এর সাহায্যেই আমরা তাদের চির জীবন্ত আত্মাকে নিরাপত্তা দিতে পারি, এই বাক্য সত্য ঈশ্বর এবং সত্য আত্মা থেকে আসে। সেই বাক্য হল নির্ভরযোগ্য বাক্য। তিনি একে সত্যের বাক্য বলে অভিহিত করেছেন (৬ পদ)।

২) সত্যের বাক্য শুনতে পারাটা হল একটি মহান অনুগ্রহ কারণ স্বর্গের মহান সব বিষয় সম্পর্কে আমরা সেই সত্য বাক্য থেকেই জানতে পারি। সুসমাচারের মাধ্যমেই অনন্ত জীবনকে আমাদের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে (২ তিমথীয় ১:১০ পদ)। স্বর্গে তাদের জন্য যে উপহার রাখা আছে সেই আশার কথা সুসমাচারের সত্য বাক্য থেকেই তারা শুনতে পেরেছিল। “যে সুখবর তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। এটি যেমন সমস্ত পৃথিবীতে ফলবান হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি যেদিন তোমরা তা শুনেছিলে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ সত্যিকারভাবে জেনেছিলে, তোমাদের মধ্যেও সেদিন থেকে তা ফলবান হচ্ছে” (৬ পদ)। “এই সুসমাচার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করা হয়েছে এবং তার সুফল বয়ে এনেছে, এখন এটি তোমাদের কাছে আনা হয়েছে, তার শেষ আজ্ঞায় তিনি যেমন আদেশ করেছিলেন, এটি সেই অনুসারেই করা হয়েছে, সমস্ত পৃথিবীতে, এখানে লক্ষ্য করি,

(১) যারা সুসমাচার শোনে তারা সুসমাচারের মধ্য দিয়ে ফলবান হয়, এর অর্থ হল, এর বাধ্য হও, এর নিয়ম অনুসরণ কর এবং সেই অনুসারে জীবন-যাপন কর। এটিই প্রথমে প্রচারিত মতবাদ: অতএব, মন পরিবর্তনের উযোগী ফলে ফলবান হও (মথি ৩:৮)। আমাদের প্রভু বলেন, “এসব যখন তোমরা জান, তোমরা ধন্য, যদি এসব পালন কর (যোহন ১৩:১৭)”।

(২) যখন সুসমাচার আসে তখন ফলস্বরূপ ঈশ্বরের মহিমা এবং সম্মান বয়ে নিয়ে আসে: এটি যেমন সমস্ত পৃথিবীতে ফলবান হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তোমাদের মধ্যেও .... তা ফলবান হচ্ছে। যদি সুসমাচারের মধ্য দিয়ে সুখ এবং সুযোগ আমাদের কাছে আসে তাকে যদি আমরা একচেটিয়া ভাবে আমাদের করে দেখি তবে ভুল হবে। এটি কি শুধু আমাদের জন্য ভাল ফল বয়ে আনে? এটি সকলের জন্য ভাল ফল বয়ে নিয়ে আসে।

তৃতীয়ত: এই পর্যায়ে এসে যারা প্রচারের মাধ্যমে কলসীয় মণ্ডলীতে বিশ্বাসী হয়েছে তার কথা তুলে ধরেছেন– “তোমরা আমাদের প্রিয় সহ-দাস ইপাফ্রার কাছে সেরকম শিক্ষাই পেয়েছ; তিনি তোমাদের পক্ষে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক; পবিত্র আত্মায় তোমাদের ভালবাসার বিষয়ও তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। ইপাফ্রার প্রতি তাদের যে ভালবাসা তাও তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে উল্লেখ করেন।

১. পৌল ইপাফ্রাকে তার সহ-দাস বলে উল্লেখ করেছেন, এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, তারা শুধু একই প্রভুর সেবা করেন না, বরং সেই সাথে তারা একই কাজে নিয়োজিত। যদিও এই দুজনের মধ্যে একজন প্রেরিত এবং আরেকজন সাধারণ প্রচার কারী, তথাপি তাঁরা একই প্রভুর একই কাজে নিয়োজিত।

২. তিনি তাকে তাঁর প্রিয় সহ-দাস হিসেবে ডেকেছেন। তারা যে একই কাজে নিযুক্ত এই বিষয়টি খুবই প্রীতিকর একটি অনুভূতি। প্রেরিত পৌল ইপাফ্রাকে মণ্ডলীর লোকদের সামনে খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত প্রচার কারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যিনি সকল দিক থেকেই বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন এবং তাদের মাঝে তাঁর কাজ চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেছেন। লক্ষ্য করি, খ্রীষ্ট হচ্ছেন আমাদের উপযুক্ত প্রভু এবং আমরা তাঁর সুসমাচার প্রচার কারী। তিনি বলেন নি যিনি তোমাদের প্রচার কারী, বরং বলেছেন "তিনি তোমাদের পক্ষে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক"। যদিও তিনি মানুষের জন্য সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন, তথাপি তার এই দায়িত্ব এসেছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে।

৩. প্রেরিত তাঁর সম্পর্কে আরও বলেন যে, তিনি তাদের সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলেছেন: "পবিত্র আত্মায় তোমাদের ভালবাসার বিষয়ও তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন" (৮ পদ)। বিশ্বস্ত পরিচারকেরা খুশি মনেই তাদের মণ্ডলীর লোকদের সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলে থাকেন।

কলসীয় ১:৯-১১ পদ

এই অংশে এসে প্রেরিত পৌল তাদের জন্য প্রার্থনা করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে শুনেছিলেন যে, তারা ভাল, কিন্তু তিনি প্রার্থনা করলেন যেন তারা উত্তম হয়। তিনি তাদের জন্য প্রার্থনায় নিয়মিত সময় দিতেন। "আমরা তোমাদের জন্য প্রার্থনা ও বিনতি করতে ক্ষান্ত হই নি", এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক যে, পৌল তাদের সম্পর্কে খুব কমই সংবাদ পেতেন। কিন্তু তিনি তাদের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করতেন– যেন তারা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে ঈশ্বরের ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হয়, লক্ষ্য করি, তিনি প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে কি কি চাইতেন–

প্রথমত: তারা যেন প্রজ্ঞাবান খ্রীষ্টীয় হয়– তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে ঈশ্বরের ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও। দেখুন,

১) আমাদের যে দায়িত্ব, আমরা যদি সেই দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি তবে সেটাই হবে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। মহান সত্য সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা থাকা বা একেবারেই জ্ঞান না থাকা কোন কাজের কথা নয়। ঈশ্বরের সদিচ্ছা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হতে হবে প্রায়োগিক। আর আমরা যদি সেই অনুসারে কাজ করতে চাই তবে অবশ্যই আগে তা জানতে হবে। আমাদের জ্ঞান নিশ্চয়ই অনুগ্রহের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে ওঠে যখন তা তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হয় আর এর মাধ্যমে যখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের প্রায়োগিক পরিস্থিতিগুলোতে কিভাবে আমরা আমাদের জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারি আর জরুরী অবস্থায় তা কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি।

২) শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্যই নয়, বরং সেই ইচ্ছা সম্পর্কে গভীরভাবে বুঝবার জন্যই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রজ্ঞা তথা তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হবার জন্য আগ্রহী হওয়া উচিৎ। "আর তোমরা ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হও (যেমনটি লেখা আছে ১০ পদে) এবং "আমাদের প্রভু

ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভ কর” (২ পিতর ৩:১৮)।

দ্বিতীয়ত: যেন তাদের জীবন-যাপন সুন্দর হয়ে ওঠে। ভাল জীবন-যাপন ছাড়া ভাল জ্ঞান কোন লাভ বয়ে নিয়ে আসতে পারে না। আমাদের বিচার বুদ্ধি কেবলমাত্র তখনই আত্মিক বিচারবুদ্ধিতে পরিণত হয় যখন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারি। “যেন তোমরা প্রভুর যোগ্যরূপে জীবন-যাপন ও সর্বতোভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পার,” (১০ পদ), এর অর্থ হয়, যখনই আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, তখনই আমরা তাঁর সম্মুখে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করতে শুরু করি। আমাদের ধর্ম অনুসারে আমরা শুধু উত্তম মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবার জন্যই জীবন কাটাই না বরং একই সাথে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমাদের জীবন কাটাই। আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলাফেরা করি তখন নিশ্চই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতেই চলাফেরা করি। “সমস্ত সৎকর্মে ফলবান হওয়া”– এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। ভাল কাজ ছাড়া ভাল বাক্য নিষ্ফল হয়ে যায়। আমাদের অবশ্যই প্রতিটি কাজেই ভাল কাজের ছাপ রাখতে হবে, ভাল কাজে পরিপূর্ণ হতে হবে: শুধু যে কাজগুলো করা সহজ, নিরাপদ, আমাদেরকে মানায় তেমন ভাল কাজগুলো করাই যথেষ্ট নয়, বরং সব ভাল কাজ করতে হবে। যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলে তাদের অবশ্যই আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া উচিৎ। আর ঠিক তখনই আমরা আমাদের ভাল কাজে অধিক ফলবান হয়ে উঠতে পারি, যখন আমরা ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হই। “যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে, তবে সে এই উপদেশের বিষয়ে জানতে পারবে যে, এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, নাকি আমি নিজের কথা বলি” (যোহন ৭:১৭)।

তৃতীয়ত: যেন তারা শক্তিশালী হয়: তাঁর মহিমার পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হও (১১ পদ), যেন তারা শয়তানের সমস্ত পরীক্ষার বিরুদ্ধে দুর্গ গড়ে তোলে এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাজের জন্য উপযুক্তভাবে সজ্জিত করে। এটা খুবই সান্ত্বনাদায়ক উপলব্ধি যে, শক্তিশালী ঈশ্বর মহিমাময় শক্তিশালী ঈশ্বরই তাঁর লোকদের শক্তি দিয়ে থাকেন। যেখানে আত্মিক জীবন আছে, সেখান অবশ্যই আত্মিক শক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। এই শক্তির মাধ্যমেই আত্মিক জীবনের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয় অর্থাৎ আত্মিক কাজ করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা আত্মিক হতে হয়। শক্তিশালী হওয়ার মানে হল সব ধরণের ভাল কাজ করার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহগুলোকে দিয়ে নিজের জীবনকে সাজানো এবং সেই একই অনুগ্রহ দিয়ে শয়তানের সমস্ত রকম শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এর অর্থ হল আমাদের ভাল কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং একই সাথে আমাদের সাধুতা বা সততা রক্ষা করতে হবে। অনুগ্রহে পূর্ণ আত্মা আমাদের সেই শক্তি দান করেন। কারণ, *তাঁর আত্মার মধ্য দিয়েই আমাদের অন্তর শক্তিশালী হয়* (ইফিষীয় ৩:১৬)। আর ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে তা সে বহন করে থাকে। আর আমাদের অবশ্যই প্রার্থনার মাধ্যমে সেই শক্তি নিয়ে আসতে হবে। প্রেরিত আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন তার উত্তরস্বরূপ তিনি যথেষ্ট শক্তি লাভ করেছিলেন। আমরা যখন আত্মিক শক্তির জন্য প্রার্থনা করি, তখন আমাদের জন্য করা প্রতিজ্ঞাগুলোতে দৃঢ় থাকি না আর তাই

আমরা আমাদের নিজেদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাতেও দৃঢ় থাকতে পারি না। লক্ষ্য করুন,

১) তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তারা পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হয়, মনে হতে পারে, তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু তা নয়, তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা সম্পূর্ণ শক্তিশালী হয়, এবং একে অন্যকে শক্তির সহভাগীতা দিয়ে পূর্ণ করে তোলে।

২) তিনি বলেছিলেন– সমস্ত শক্তিতে। এটা কোন জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে ভীষণ অযৌক্তিক বলে মনে হয় যে, কিভাবে একজনের পক্ষে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হওয়া সম্ভব? এজন্য তো তাকে সর্বশক্তিমান হতে হবে! কিন্তু আসলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যখন আমাদের সামনে উপযুক্ত কারণ থাকবে তখন যেন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি এবং একই সাথে আমাদের সততা ধরে রাখতে পারি– এর জন্য প্রয়োজনীয় সবটুকু শক্তি যেন আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকে। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে দয়া তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত পরীক্ষায় উৎরে যেতে পারি এবং প্রয়োজনের সময় তা আমাদের সঠিকভাবে কাজ করতে শক্তি প্রদান করে।

৩) এই শক্তিমান হবার প্রক্রিয়াটি হবে তাঁর মহিমার পরাক্রম অনুসারে; তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারে: কিন্তু বিশ্বাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ থাকে তাই ঈশ্বরের শক্তি; আর সেই শক্তি হল মহিমান্বিত। এটা খুবই চমৎকার এবং পরিপূর্ণ শক্তি। যখন ঈশ্বর দেন, তখন তিনি তাঁর নিজের মত করেই দেন, আর যখন তিনি কাউকে শক্তিশালী করে তোলেন, তখন তিনি নিজের মত করেই শক্তিশালী করে তোলেন। আমাদের দুর্বলতা দ্বারা এটি কখনো সম্ভব নয়, ঈশ্বরের ক্ষমতাতেই এটি হয়।

৪) এই শক্তি বিশেষভাবে কষ্টকর কাজে ব্যবহৃত হয়, "তোমরা আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করার জন্য তাঁর মহিমার পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হও"; তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করেন, শুধুমাত্র যেন তারা যখন সমস্যায় পড়বে তখন যেন সাহায্য লাভ করে সে জন্য নয়, বরং তাদের দুঃসময় যেন তারা শক্তিশালী থাকে। এর কারণ হল তিনি চেয়েছেন যেন যে কোন রকমের খারাপ পরিস্থিতিতেও ঈশ্বরের কাজ চলতে হবে। আর যারা শক্তিশালী আছে, তাদেরকে ঈশ্বরের মহিমার পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হতে হবে।

"তোমরা আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করার জন্য তাঁর মহিমার পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হও;" সম্পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে (১১), যখন ধৈর্য সম্পূর্ণভাবে কাজ করে, তখন আমরাও আমরাও পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হই। তখন আমরা আমাদের উপর আসা বিপদগুলোকে শুধু ধৈর্য সহকারে সহ্যই করি না, কিন্তু সেগুলোকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া উপহার বলে গণ্য করি, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হই। "তোমাদের খ্রীষ্টের খাতিরে এই অনুগ্রহ দান করা হয়েছে যেন কেবল তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পার তা নয়, কিন্তু তার জন্য দুঃখ ভোগও করতে পার (ফিলিপীয় ১:১৯)। যখন বিপদ আসে, তখন যদিও তা খুব বেশি পরিমাণে আসে, এবং সেই খারাপ অবস্থা খুবই

প্রকোপ আকারে থাকে, তখন যদি আমরা সেই পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে তা সহ্য করি তবে আমরা তখন আমাদের খারাপ পরিস্থিতিকে ভালভাবে মোকাবেলা করি এবং একটি ভাল কারণ যদি আমরা খুঁজে পাই যা আমাদেরকে কোন একটি খারাপ পরিস্থিতিকে ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে শেখায় তবে সেই একটি কারণই আমাদেরকে আরেকটি বিপদেও একইভাবে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা শেখাবে। সম্পূর্ণ ধৈর্য মানে হচ্ছে সব ধরনের ধৈর্য। শুধু ধৈর্য ধারণ করাই নয়, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।

২) এমন কি যখন দীর্ঘ সময় ধরে বিপদ আসে, অর্থাৎ যদি কোন বিপদ লম্বা সময় ধরে চলে, তখন শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য ধৈর্য ধারণ করলে চলবে না, বরং ধৈর্য ধরতে হবে ঈশ্বর যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিপদকে চলতে দেন।

৩) এই ধৈর্য ধারণ হবে আনন্দের সাথে, আমাদের ক্ষতিকে খুব আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে হবে। আনন্দিত হতে হবে এই কারণে যে, আমাদেরকে প্রভুর নামে কষ্টভোগ করার এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করার পাশাপাশি আনন্দ করার জন্য যোগ্যরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। এটা কখনো আমাদের নিজেদের দ্বারা সম্ভব হতো না, আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে শক্তিশালী হয়েছি বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

কলসীয় ১:১২-২৯ পদ

খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিত্রাণের জন্য যে কাজ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে সুসমাচারে যে শিক্ষা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার একটি সারমর্ম আমরা এখানে দেখতে পাই। এখানে এই বিষয়টি কোন বাণী বা হিতোপদেশ আকারে লেখা হয় নি। বরং তা ধন্যবাদ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা যেভাবেই একে দেখি না কেন দেখতে পারবো খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে ধন্যবাদের বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করে রাখা হয়েছে যেন পিতার ধন্যবাদ করি (১২ পদ)। প্রেরিত পৌল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরিত্রাণের কাজ সম্পর্কে ধর্মপোদেশ দেন নি, তাহলে তিনি প্রথমে এটি ক্রয় করা সম্পর্কে আলোচনা করতেন, তারপর তিনি এর প্রয়োগ সম্পর্কে বলতেন। কিন্তু তিনি এর উল্টোটি করেছিলেন। কারণ, আমরা যখন কোন কিছু ক্রয় করার কথা চিন্তা করি তখন প্রথমেই এটি ব্যবহার করার কথা মাথায় আসে বা এর সুযোগ-সুবিধাগুলোর কথা চিন্তা করি, তারপর আমরা মূল উৎসের কাছে যাই। নিম্নলিখিত পন্থায় এই পত্রের উপদেশ সাজানো হয়েছিল:

১) আমাদের উপর পবিত্র আত্মার যে অনুগ্রহপূর্ণ কাজ, সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে এর জন্য ধন্যবাদ দেয়া উচিৎ। কারণ এই অনুগ্রহের জন্যই আমরা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের পথে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছি: "আর পিতার ধন্যবাদ কর (১২ পদ)", বলা হয়েছে যে এটি পিতা-ঈশ্বরের কাজ, কারণ অনুগ্রহের আত্মা হল ঈশ্বরের আত্মা, আর ঈশ্বর আমাদের মধ্যে তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে কাজ করে থাকেন। যাদের মধ্যেই পবিত্র-আত্মা কাজ করেছেন, তাদের প্রত্যেকেরই পিতাকে ধন্যবাদ জানানো

প্রয়োজন। আমরা যদি এর মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে পাই, তবে এর মহিমাও দেখতে পাব। তারপরই আমরা পরিত্রাণের আসল স্বরূপ খুঁজে পাব। "তিনিই আমাদের অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার করেছেন (১৩ পদ)"। তিনি আমাদের অন্ধকার এবং মন্দতা থেকে উদ্ধার করেছেন এবং পাপের কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা করেছেন (১ যোহন ১:৬)। অন্ধকারে পূর্ণ পাপের রাজ্য থেকে তিনি আমাদের তুলে এনেছেন। এই অন্ধকারের পৃথিবীর অধিপতিদের সঙ্গে, আকাশের পাপী আত্মাদের সঙ্গে তিনি আমাদের হয়ে লড়ছেন (ইফিষীয় ৬:১২) এবং তিনি আমাদের নরকের রাজ্য থেকে উদ্ধার করেছেন যেটিকে বাইরের অন্ধকার বলে অভিহিত করা হয়েছে (মথি ১৫:৩০)। ঈশ্বর আমাদেরকে সেই বাইরের অন্ধকার থেকে আশ্চর্য আলোর মধ্যে আহ্বান করেছেন (১ পিতর ২:৯)।

২) তিনি আমাদের তার 'আপন প্রিয় পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করেছেন', আমাদেরকে সুসমাচারের রাজ্যে স্থান দিয়েছেন এবং যে রাজ্য পবিত্র এবং আলোর রাজ্য, সেই রাজ্যের অর্থাৎ খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্য করেছেন (ইফিষীয় ৫: ৮), ... "যিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে তাঁর আশ্চর্য আলোতে মধ্যে আহ্বান করেছেন" (১ পিতর ২:৯)। যারা এক সময় শয়তানের দাস ছিল খ্রীষ্ট তাদেরকেই তাঁর মনোনয়োনের জন্য নির্বাচন করেছেন। একজন পাপীর মন পরিবর্তন হল শয়তানের রাজ্য থেকে তাঁর আত্মার খ্রীষ্টের রাজ্যে রূপান্তর। পাপের শক্তি চূর্ণ করা হয়েছে এবং খ্রীষ্টের শক্তি স্থাপন করা হয়েছে। খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে যে নতুন আত্মিক জীবন সেই জীবনের ব্যবস্থা পুরাতন পাপ এবং মৃত্যুর ব্যবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করে। এটিই ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, আশ্চর্য ভালবাসার পুত্রের রাজ্য (মথি ৩:১৭), তাঁর প্রিয়তম পুত্রের রাজ্য (ইফিষীয় ১:৬)।

৩) ঈশ্বর শুধু সেই কাজ সম্পন্ন করেই বসে রইলেন না, কিন্তু তিনি "পবিত্র লোকদের আলোতে যে উত্তরাধিকার, তাতে আমাদের অংশী হবার জন্য উপযুক্ত করলেন (১২ পদ)। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য স্বর্গের অনন্ত সুখের ব্যবস্থা করেছেন এবং এর প্রাপ্তির বিষয়ে আমাদের সুনিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রথমই এ বিষয়টি উল্লেখ করলেন কারণ, এটিই আমাদের ভবিষ্যতে অনুগ্রহের প্রথম দিক্‌নির্দেশনা যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা এর জন্য কিছু প্রস্তুতি নিতে পারি। ঈশ্বর অনুগ্রহ এবং মহিমা দান করেন এবং আমরা এই পৃথিবীতে সেই অনুগ্রহ আর মহিমা কি তা বলে থাকি।

১) সেই মহিমা কি? তা হল– *পবিত্র লোকদের আলোতে উত্তরাধিকার*। এটি একটি উত্তরাধিকার এবং তা সন্তান হিসেবে পবিত্র লোকদের কাছে অর্পিত হয়। আর তা ভোগের কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (রোমীয় ৮:১৭)। এটি সাধু লোকদের আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করার জন্য উত্তরাধিকার। যারা এই পৃথিবীতে সাধুতা লাভ করতে পারে না, তারা স্বর্গ লাভ করতে পারে না। ঈশ্বর যিনি আলোর ঈশ্বর এবং সমস্ত আলোর পিতা তাঁর সাথে যোগাযোগ সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে সেই আলো, জ্ঞানের উৎকর্ষতা, পবিত্রতা এবং আনন্দের উত্তরাধিকার লাভ করা যায় (যাকোব ১:১৭, যোহন ১:৫)।

২) সেই অনুগ্রহ কি? সেই অনুগ্রহ হল উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি। *তিনি আমাদের সেই উত্তরাধিকারের অংশী হবার জন্য উপযুক্ত করেছেন,* এর অর্থ হল স্বর্গ-রাজ্যের অবস্থার

সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য তিনি আমাদের প্রস্তুত করেছেন। এছাড়া তিনি আমাদেরকে তাঁর শক্তিশালী পবিত্র-আত্মা দিয়ে প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছেন। অন্তরের পরিবর্তন হল স্বর্গীয় সক্ষমতা বা শক্তির একটি প্রভাব এবং তা সরাসরি স্বর্গ থেকেই আসে। লক্ষ্য করুন, যাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের জন্য বাছাই করা হছে, তারা এখন সেখানে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত। যারা অসাধু অবস্থায় এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করে এবং এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তারা নরকে যাবার জন্যই যায় আর যারা এই পৃথিবীতে সাধুতা অর্জন করেছে এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে, তারা যখন এই পৃথিবী ছেড়ে যায়, তারা তখন স্বর্গে যাবার জন্যই যায়। যারা ঈশ্বরের পুত্রের উত্তরাধিকার পেয়েছে এবং এর শিক্ষা লাভ করেছে, তারা দাসত্বের আত্মাকে পায়নি, বরং দত্তক আত্মাকে পেয়েছে যার বলে তারা ঈশ্বরকে পিতা বা আব্বা বলে ডাকে (রোমীয় ৩:১৫)। "আর এই কারণে তোমরা সন্তান, ঈশ্বর তাঁর পুত্রে আত্মাকে নিজের কাছ থেকে আমাদের অন্তরে প্রেরণ করলেন, আর ইনি আব্বা বা পিতা বলে ডাকেন। আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার পাপ্তি আমাদের জন্য প্রতিশ্রুত স্বর্গের আংশিক দান এবং এই দান আমাদের নিশ্চিত করে যে, আমরা সম্পূর্ণ দান পাব। যাদেরকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়েছে, তারা মহিমান্বিতও হবে (রোমীয় ৮:৩০) এবং অনন্তকাল ঈশ্বরের মহিমার অধীনে রাখা হবে যার জন্য তাদের ধার্মিক বলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ত্রাণকর্তা র ব্যক্তিসত্তা নিয়ে কথা বলার সময় এখানে তিনি তাঁর সম্পর্কে বেশ কিছু মহিমাপূর্ণ কথাবার্তা বলেছেন। প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের অনুগ্রহে পূর্ণ ছিলেন, যে কারণে তিনি খ্রীষ্টকে সম্মান দেখানোর সুযোগটি গ্রহণ করলেন। তিনি সতন্ত্রভাবে তাঁর বিষয়ে বর্ণনা করেন– ঈশ্বর হিসেবে এবং একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে।

১) তিনি যখন তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে বলেন, "ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি" (১৫-১৭ আ)। মানুষকে যেভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তেমনভাবে নয়, "ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ তৈরি করলেন" (আদিপুস্তক ১:২৭)। কিন্তু তিনি ব্যক্তি ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি (ইব্রীয় ১:৩) । সুতরাং তিনি একদিকে পুত্র-ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি, অপরদিকে পিতা-ঈশ্বরর, যাঁর মধ্যে পিতা-ঈশ্বরের সমস্ত গুনাগুণ রয়েছে। আর তাই যে তাকে দেখে, সে পিতাকেও দেখে এবং পিতা-ঈশ্বরের মহিমা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মাঝে রয়েছে (যোহন ১:১৪, ১৪:৯)।

২) তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রথমজাত। তার মানে এই নয় যে, তিনি নিজেও একটি সাধারণ সৃষ্টি। কারণ বলা হয়েছে *prototokos pases ktiseos*-- সমস্ত সৃষ্টির আগে জন্মপ্রাপ্ত' সমস্ত সৃষ্টির আগে বলতে কিতাবে অনন্তকালীন সময়কে বোঝানো হয়েছে, যে অনন্তকাল থেকে তিনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

"আমি স্থাপিত হয়েছি অনাদি কাল থেকে, আদি থেকে, পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকে। জলধি যখন হয় নি, তখন আমি জন্মেছিলাম, যখন জলে পূর্ণ সমস্ত ঝর্ণা সৃষ্টি হয় নি। পর্বতগুলো স্থাপিত হওয়ার আগে, উপপর্বতগুলোর আগে আমি জন্মেছিলাম; তখন তিনি পৃথিবী ও এর ভূমি নির্মাণ করেন নি, পৃথিবীর ধুলির প্রথম অনুও গড়েন নি" (গীতসংহিতা ২৩-২৬)।

উপরোক্ত পদগুলো সমস্ত কিছুর উপর খ্রীষ্টের কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করে। একটি পরিবারের প্রথম সন্তান যেমন পরিবারের কর্তা এবং উত্তরাধিকারী হয় এবং সবার কর্তা হয়, তেমনি তিনিও সর্ব বিষয়ের উত্তরাধিকারী (ইব্রীয় ১:২)। *prototokos* শব্দটির উচ্চারণে একটু পরিবর্তন আনলে তা প্রথমজাত সন্তানের দায়িত্ব বা সমস্ত কিছুর স্রষ্টা হিসেবে ইঙ্গিত করে।

৩) "প্রথম থেকেই তিনি নিজে কোন সৃষ্টি নন, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, কারণ: *"স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য বা অদৃশ্য যা কিছু আছে, সিংহাসন হোক বা প্রভুত্ব হোক, বা আধিপত্য হোক, বা কর্তৃত্ব হোক, সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁর জন্য সৃষ্ট হয়েছে"* (১৬ পদ); তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন একেবারে শুন্য থেকে, পৃথিবীতে যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন স্বর্গের সর্বোচ্চ স্বর্গদূত। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, করেছেন উপরের পৃথিবী এবং নিচের পৃথিবী এবং উভয় পৃথিবীর বাসিন্দাদের সৃষ্টি করেছেন। "সকলই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে কিছুই তাঁকে ছাড়া হয় নি" (যোহন ১:৩)। তাঁর কথা শুনে মনে হয় স্বর্গদূতদের পদবিন্যাস রয়েছে। যেখানে রয়েছে কর্তৃত্ব, রাজ্য, প্রভুত্ব অথবা ক্ষমতা সব কিছুই তাঁর দ্বারা এবং তাঁর জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। এই বিষয়গুলো প্রকাশ করে যে সমস্ত ক্ষমতা ও পদবী তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। "যিনি স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে আছেন, যেখানে সমস্ত স্বর্গদূত ও কর্তৃত্বগুলো ও পরাক্রমগুলো তাঁর বশীভূত রয়েছে (১ পিতর ৩:২২)। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের অনন্তকালীন বিজ্ঞতা এবং সেই বিজ্ঞতার দ্বারাই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনিই ঈশ্বরের অনন্ত বাক্য আর সেই বাক্যের দ্বারাই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনিই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আর সেই কর্তৃত্ব দিয়েই পৃথিবী তৈরি করা হয়েছে। "সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁর জন্য সৃষ্ট হয়েছে"; *di autou kai eis auton*। তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়ে সবাই তাঁর জন্য সৃষ্ট হল। তাঁর ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্ট হয়ে সকলে তাঁর ইচ্ছামত এবং তাঁর গৌরব করার জন্য সৃষ্ট হল। তিনি যেমন সমস্ত কিছুর উৎস, তেমনি তাঁর মাঝেই সব কিছুর সমাপ্তি; *"সকলি তাঁর থেকে ও তাঁর দ্বারা ও তাঁর জন্য"* (রোমীয় ১১:৩৬); *eis auton ta panta*। ৪) "তিনিই সকলের আগে আছেন" যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তার আগে থেকেই তিনি আছেন। আর সেই জন্যই তিনি আদি-অনাদি কাল থেকেই আছেন। বিজ্ঞতা পিতার সাথে ছিল এবং তা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তার কাজের শুরু থেকেই পুত্র ওতোপ্রতোভাবে সঙ্গে ছিলেন। "সদাপ্রভু নিজের পথের আরম্ভে আমাকে পেয়েছিলেন, তাঁর কাজগুলোর আগে, পূর্বাবধি (হিতোপদেশ ৮:৭)। শুরুতেই বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সাথেই ছিলেন (যোহন ১:১)। শুধুমাত্র কুমারীর গর্ভে জন্মানোর আগে যে তাঁর অবস্থান ছিল তা নয়, বরং তিনি সমস্ত কিছুর আগে এমনকি সময়েরও আগে থেকে ছিলেন।

৫) "তাঁর মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছু টিকে আছে"; সমস্ত সৃষ্টি তাঁর দ্বারা শুধু যে প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে তা নয়,বরং পরম নির্ভরতায় শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অবস্থান করছে। ঈশ্বর শুধু তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু তৈরি করেই ক্ষান্ত দেন নি, তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু এখনো ঠিকঠাক ভাবে চলছে। তিনি তাঁর পরাক্রমের বাক্য দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি ধারণ করে আছেন। সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে একসাথে অবস্থান করছে এবং

নিয়মতান্ত্রিকভাবে জীবন অতিবাহিত করছে। সৃষ্টির এই ধারায় কোন রকম বিশৃঙ্খলা, ভাঙন অথবা বিভ্রান্তি রাখা হয় নি।

দ্বিতীয়ত: এরপর পৌল দেখালেন যে, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্ট কি ভূমিকা রেখেছেন (১৮,১৯ পদ)।

১) *তিনি দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা:* শুধুমাত্র দিক নির্দেশনা অথবা পরিচালনা দান করার জন্য কোন রাজ্যের রাজার মত তিনি প্রধান নন, যার আইন-কানুন তৈরি করবার ক্ষমতা আছে, বরং তিনি জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেন যেমন মাথা একটি শরীরের প্রধান হিসেবে কাজ করে। কারণ সমস্ত অনুগ্রহ তাঁর মধ্য দিয়েই আসে, আর মণ্ডলী হচ্ছে তাঁর দেহস্বরূপ। *"আর সমস্ত কিছুই তাঁর পায়ের নিচে রাখলেন এবং তাঁকেই সকলের উপরে মস্তকস্বরূপ করে মণ্ডলীকে দান করলেন; সেই মণ্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সমস্ত বিষয়ে সমস্তই পূর্ণ করেন"* (ইফিষীয় ১:২২,২৩)।

২) "তিনিই আদি, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত", *arche, prototokos*- অর্থ মূলসূত্র, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত; এবং আমাদের পুনরুত্থানের মূলসূত্র। যিনি আমাদের পরিত্রাণের রচয়িতা, সেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই আমাদের সমস্ত আশা, আনন্দ উৎসরিত হয়। এমন নয় যে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তিনিই প্রথম যিনি নিজের শক্তির দ্বারা মৃতদের কাছ থেকে উঠে এসেছেন এবং তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র সমস্ত বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি পুনরুত্থানেও প্রধান, আর এর মধ্য তিনি প্রমাণ করেছেন যে আমরাও পুনরুত্থিত হব। যারা মৃত্যুবরণ করেছে তিনি তাদের অগ্রিমাংশ হিসেবে পুনরুত্থিত হয়েছেন (১ করিন্থীয় ১৫:২০)।

৩) তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, পৃথিবী এবং স্বর্গের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হবে এবং স্বর্গের সব শক্তি ও স্বর্গদূতদের চেয়ে তাঁর মর্যাদা বেশি হবে। "তিনি স্বর্গদূতদের চেয়ে যে পরিণামে উৎকৃষ্ট অধিকার পেয়েছেন, তিনি সেই পরিণামে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন" (ইব্রীয় ১:৪)। আর তাই মানুষের মধ্যে কিংবা স্বর্গ-রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে তাঁকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাঁর অনুসারী যত লোক আছে, তিনি তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া মানে তাঁর পিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কারণ "যেন সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকেও সমাদর করে" (যোহন ৫:২৩)।

৪) তিনি সব কিছুতে পরিপূর্ণ, কারণ ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন সমস্ত পূর্ণতা খ্রীষ্টের মধ্যেই বাস করে (১৯ আ), সেই পূর্ণতা শুধু তাঁর মধ্যেই রইল না, তা আমাদের মধ্যেও অনেক বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হল। সেই পূর্ণতা হল যোগ্যতা বা গুণাবলীর পূর্ণতা, ন্যায়পরায়নতা শক্তি এবং দয়ার পরিপূর্ণতা। মাথা যেমন সমস্ত শরীরের প্রধান এবং বুদ্ধি বিবেচনার পরিচালনা দানকারী, তেমনি খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের জন্য পরিচালনা দানকারী। তিনি সমস্ত পরিপূর্ণতার অধিকারী আর ঈশ্বর এতে সন্তুষ্ট। আমরা তাঁর অনুসারী হিসেবে তাঁর কাছ থেকে বিনামূল্যে সেই পরিপূর্ণতার স্বাদ লাভ করে থাকি। তিনি শুধু সেই পূর্ণতা

দেবার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন না বরং তিনি আমাদের উপর যেন সেই পরিপূর্ণতা কার্যকর থাকে সেই জন্যও কাজ করে চলেছেন। “তার পূর্ণতা থেকে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ পাচ্ছি (যোহন ১:১৬), “তার কাছে যে অনুগ্রহ রয়েছে, সেই অনুগ্রহের ভাগীদার হয়েছি। এবং “তিনি সমস্ত বিষয়ে সমস্তই পূর্ণ করেন (ইফিষীয় ১: ২৩)”।

তৃতীয়ত: মুক্তির কাজ বিবেচনা করে পৌল এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, যার মধ্যে ছিল এর গঠন বা অর্থ এবং তা লাভ করার প্রকৃয়া।

১) এটি কি দিয়ে গঠিত: এটি প্রস্তুত করা হয়েছে দু'টি জিনিস দিয়ে–

ক. পাপের ক্ষমা: “এই পুত্রেই আমরা মুক্তি, পাপের ক্ষমা লাভ করেছি” (১৪ পদ)। পাপ আমাদের বিক্রি করে দিয়েছিল, আমাদেরকে দাসত্বে বন্দী করে রেখেছিল: আমরা যদি মুক্ত হই তবে অবশ্যই আমাদের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। এই মুক্তি লাভের পথ হল ক্ষমা, অথবা, শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ। তাই বলা হয়েছে, “তাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা মুক্তি পেয়েছি, অর্থাৎ আমাদের সকল অপরাধের ক্ষমা হয়েছে; এসব তাঁর সেই অনুগ্রহরূপ ধন অনুসারে হয়েছে” (ইফিষীয় ১:৭)।

খ. ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর খ্রীষ্টের ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করে স্বর্গের বা পৃথিবীর সকল বিষয় সম্মিলিত করেন (২০ পদ)। খ্রীষ্ট সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের মধ্যস্থতাকারী। তিনি পাপীদের ক্ষমার সাথে সাথে শান্তিও দান করেন। তিনি তাদেরকে বন্ধুত্ব এবং অনুগ্রহের অধীনে নিয়ে আসেন। সেই অনুগ্রহ তিনি মানুষের সাথে সাথে সমস্ত পবিত্র সৃষ্টি এবং স্বর্গদূতদের একই সাথে দান করবেন। শেষে তিনি তাদের সবাইক নিয়ে একটি গৌরবান্বিত এবং অনুগ্রহে পূর্ণ সমাজ গঠন করবেন। “সমস্ত কিছুই তাতে সংগ্রহ করা যাবে– স্বর্গের সমস্ত কিছু ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু (ইফিষীয় ১:১০)”। খ্রীষ্টতে যারা এক, তাদের সকলকে, স্বর্গ ও পৃথিবীর সবাইকে একত্র করবেন। *anakeph-alaiosasthai* শব্দখানা দিয়ে বোঝানো হয় যে, তিনি তাদের প্রত্যেককে একজন প্রধানের অধীনে নিয়ে আসবেন। যারা পূর্বে অবিশ্বাসী ছিল, যাদের মনে শত্রুভাব ছিল এবং দুষ্কর্ম করতো এবং এখন পাপ থেকে মন ফিরিয়েছে (২১ পদ), দেখুন, বিশ্বাসীদের পূর্বের জীবন কেমন ছিল! তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে ছিল, এবং ঈশ্বরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এখন সেই শত্রুতাকে ধ্বংস করা হয়েছে। একন সেই দূরত্ব কমিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছি। খ্রীষ্ট আমাদের এই পূর্ণমিলনের জন্য ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কারণ তিনি এর জন্য মূল্য পরিশোধ করেছেন, এই সুযোগ আমাদের জন্য ক্রয় করেছেন, একজন নবী হিসেবে সেই কথা সজোরে ঘোষণা করেছেন, রাজা হিসেবে তা প্রয়োগ করেছেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় শত্রু যারা তাঁর কাছ থেকে সব সময় দূরত্বে থেকেছে এবং প্রকাশ্যে অবাধ্যতা দেখিয়েছে, তারাও মুক্তি পেতে পারে যদি সেই অন্যায় তাদের নিজেদের দ্বারা না হয়।

২) কিভাবে সেই মুক্তি অর্জন করা হয়েছে: এটা হয়েছে পুত্রের রক্তের মাধ্যমে (১৪ পদ)

। তিনি তাঁর ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করে সবাইকে সম্মিলিত করেছেন (২০ পদ), মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করেছেন (২২ পদ)। রক্ত দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করা হল কারণ রক্ত হল জীবন আর রক্ত সেচন ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না (ইব্রাণী ৯: ২২)। খ্রীষ্টের রক্তাদানের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তাঁর রক্তের একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নতুন অনুগ্রহের চুক্তিতে নিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁর ইচ্ছার মূল্য দিয়ে খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন যেন যে কেউ তার মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে সে পাপের ক্ষমা পায় এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

চতুর্থতঃ উদ্ধারের বিষয়ে সুসমাচার প্রচারের গুরুত্ব। এখানে লক্ষ্য করি–

১) কাদের কাছে তা প্রচার করা হয়েছিল: "আকাশের নিচে সমস্ত সৃষ্টির কাছে (২৩ *পদ*), এর অর্থ হল তা প্রত্যেক সৃষ্টির কাছে প্রচার করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল (মার্ক ১৬:১৫)। ঈশ্বরের বাক্য সবার কাছেই প্রচার করা যেতে পারে, কারণ পৃথিবীতে এমন কোন জীবিত প্রাণী নেই যাকে এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জাতির কাছে অবশ্যই কম বা বেশি পরিমাণে সুসমাচার পৌঁছে দেয়া হবে। এমন হতে পারে তাদের মধ্যে অনেকে সেই সত্য আলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বা নিয়েছে কিংবা তারা কখনোই সেই আলো উপভোগ করে নি।

২) কাদের দ্বারা তা প্রচার করা হয়েছে: "আমি পৌল যার পরিচারক হয়েছি"। পৌল একজন মহান প্রেরিত ছিলেন। কিন্তু তিনি একজন প্রচার কারী হিসেবে নিজেকে দেখার জন্য বেশি আগ্রহী ছিলেন কারণ খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রচার কারী হতে পারা সবচেয়ে বেশি সম্মানের কাজ। পৌল তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে বলার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি নিজে তাঁর পরিচর্য-পদের গৌরব করেছেন (রোমীয় ১১:১৩)। এখানে লক্ষ্য করুন,

১) কেন পৌল প্রচার কাজ করেছিলেন: ঈশ্বরের যে দেওয়ানী কাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে তিনি মণ্ডলীর পরিচারক হয়েছিলেন (২৫ পদ), ঈশ্বরের ঘরের সম্পদের মিতব্যয় বা বুদ্ধিপূর্বক বিন্যাস। তিনি ঈশ্বরের সম্পদের পরিবেশনকারী এবং একজন প্রধান নির্মাতা ছিলেন। তিনি সেই দায়িত্ব জোর করে নেন নি বা নিজে থেকে নেন নি। তাঁকে সেই কাজ দেয়া হয়েছিল। কোন ঋণ হিসেবে নয়, তিনি এই দায়িত্ব উপহার হিসেবে এবং আশীর্বদস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন।

২) কার স্বার্থে তিনি তাঁর প্রচারের কাজ করেছিলেন: "তোমাদের জন্য, তোমাদের মঙ্গলের জন্য। "বস্তুতঃ আমরা নিজেদের নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট ঈসাকেই প্রভু বলে প্রচার করছি এবং নিজেদেরকে যীশুর জন্য তোমাদের দাস বলে দেখাচ্ছি" (২ করিন্থীয় ৪:৫)। আমরা খ্রীষ্টের লোকদের মঙ্গলার্থে খ্রীষ্টের দাস হয়েছি যেন ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারি। অর্থাৎ তা পুরোপুরিভাবে প্রচার করতে পারি। যার মধ্য দিয়ে তোমরা সকলে মহান সুযোগ লাভ করবে। আমরা যতই আমাদের প্রচার কাজ সম্পন্ন করতে থাকি, কিংবা এর অংশবিশেষ পূর্ণ করি, ততই এর মধ্য দিয়ে অন্য লোকেরা সুবিধাভোগী হবে। তারা আরও বেশি প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে এবং ঈশ্বরের সেবাকাজের জন্য প্রস্তুত হবে।

৩) তিনি কি ধরণের প্রচার কারী ছিলেন, এই সম্পর্কে এখনে বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

১। তিনি ছিলেন দুঃখভোগের প্রচার কারী। তোমাদের জন্য আমার যেসব দুঃখভোগ হয়ে থাকে তাতে আনন্দ করছি (২৪ পদ)। তিনি খ্রীষ্টের জন্য এবং মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য দুঃখভোগ করেছিলেন। তাঁকে তাদের কাছে প্রচার করার জন্য দুঃখভোগ করতে হয়েছিল। আর যখন তিনি কোন ভাল কারণে দুঃখ ভোগ করতেন, তিনি সেই দুঃভোগেও আনন্দ করতে পারতেন। তিনি এই কারণে আনন্দ করতেন যে, তাকে দুঃখভোগ করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং খ্রীষ্টের দুঃখভোগের যে অংশ অপূর্ণ রয়েছে তা তার দেহে খ্রীষ্টের দেহের জন্য পূর্ণ করার সম্মান তাঁকে দেয়া হয়েছে। এমন নয় যে, পৌল কিংবা অন্যান্যরা যে যাতনা ভোগ করেছিলেন তা মানবজাতির পাপের শাস্তিস্বরূপ ছিল না, যেমনটি গ্রহণ করেছিলেন খ্রীষ্ট। তাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছুই ছিল না, তাদের নিজেদের দ্বারা কিছু করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সকল মানুষের পরিত্রাণের দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায়পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করা আর সেই লক্ষের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু পৌল এবং অন্যান্য প্রচার কারীদের যাতনা ভোগের মধ্য দিয়ে অন্য সকলের খ্রীষ্টের কাছে পৌঁছানো সহজ হল। আর তাদের ত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা খ্রীষ্টকে আরও তাড়াতাড়ি অনুসরণ করতে সক্ষম হল। এই বিষয়টিকেই তিনি বলছেন খ্রীষ্টের দুঃখভোগের অপূর্ণ অংশ যেমনটি দেখা যায় সীলমোহরের ফাঁকা অংশ পূরণ করতে মোম ব্যবহার করা হয় এবং তারপরই সেই মোম ব্যাবহার করে মোহরাঙ্কন করা হয়। অথবা, তিনি খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কথা বলেন নি, তিনি বলেছেন খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ। দুঃখভোগের যে অংশ অপূর্ণ রয়েছিল তা তিনি পূর্ণ করেছেন। তাঁকে খ্রীষ্টের জন্য যে দুঃখ ভোগ করতে বলা হয়েছে তার মাত্রা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। আর তিনি সেই পর্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে সম্মত ছিলেন। তাই তিনি তখনো যে যাতনা বাকি রয়ে গিয়েছিল তা পূর্ণ করছিলেন এবং তাঁর লেখাতে তিনি তাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন।

২) তিনি খুবই কাছের প্রচারক ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র জনসভায় প্রচার করতেন না, বরং তিনি এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, এক লোক থেকে আরেক লোকের কাছে প্রচার করতে যেতেন। “তাঁকেই আমরা ঘোষণা করছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক মানুষকে সচেতন করছি ও প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছি, যেন প্রত্যেক মানুষকে খ্রীষ্টে পরিপক্ক করে উপস্থিত করি” (২৮ পদ); প্রত্যেক লোকেরই সতর্ক হওয়া এবং শিক্ষা লাভ করা জরুরী। আর তাই সকলকেই তাঁর শিক্ষা লাভ করার সুযোগ করে দিন। লক্ষ্য করি,

প্রথমত: আমরা যখন কাউকে তাঁর খারাপ দিক বা ভুল সম্পর্কে সতর্ক করি তখন আমাদের অবশ্যই উচিৎ কোনটি সঠিক সে বিষয়ে শিক্ষা দেয়া। সতর্ক করা এবং শিক্ষা দেয়াকে পাশাপাশি রাখতে হবে। মানুষকে অবশ্যই সমস্ত প্রজ্ঞার বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: এর জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সব ধরণের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে এবং সকলের একই ধরণের মনোভাব বজায় রাখতে হবে, অন্যদের সহ্য করার দক্ষতা থাকতে হবে এবং অন্যদেরও শেখাতে হবে যেন সকলে একই মনোভাবাপন্ন হয়। হযরত পৌলের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল “যেন যত লোক পরিপক্ক, যার মানে খ্রীষ্টের জ্ঞানে পরিপক্ক, তাদের

সকলেরই যেন একই মনোভাব থাকে” (ফিলিপীয় ৩:১৫), যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিত হয় (২ তীমথিয় ৩:১৭)। অথবা, খ্রীষ্ট যখন মহিমান্বিত অবস্থায়, তাঁর নিজের কাছে মণ্ডলীকে উপস্থিত করবে, তখন যেন তারা পুরস্কার পাবার যোগ্য হয় (ইফিষীয় ৫:২৭)। এবং তাদেরকে যেন সেই আত্মা দেয়া হয়, যে আত্মা কেবল পরিপক্ক লোকেরা পেয়েছিল (ইব্রাণী ১২:২৩)। লক্ষ্য করুন, প্রচারকদের এই উদ্দেশ্য থাকা উচিৎ যেন যতজন খ্রীষ্টের বিষয়ে শোনে ততজনই পরিত্রাণ পায় এবং আত্মিক উন্নতি লাভ করে।

তৃতীয়ত: তিনি ছিলেন একজন পরিশ্রমী প্রচার কারী। যিনি ব্যাথা সইতেন। তিনি ইতস্ততঃ করতেন না বা তাঁর কাজ অবহেলার সাথে করতেন না। “এই উদ্দেশ্যেই তাঁর যে মহাশক্তি আমার মধ্যে সপরাক্রমে কাজ করছে, সেই শক্তি অনুসারে প্রাণপণ পরিশ্রমও করছি (২৯ পদ)। তিনি পরিশ্রম করতেন এবং প্রাণপনে চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন কঠিন সময়েও তিনি অধ্যাবসায়ের সাথে কাজ করতেন। খ্রীষ্টের দয়ায় তিনি সমস্ত কষ্ট সইতেন এবং অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে চলতেন। লক্ষ্য করুন, যেহেতু খ্রীষ্ট সবচেয়ে ভালভাবে কাজ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেহেতু তিনি অনুগ্রহও লাভ করেছিলেন। ঈশ্বরের শক্তি তার উপর অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। ঈশ্বরের কাজের ক্ষেত্রে আমরা যখন অনেক পরিশ্রম করার চেষ্টা করি, আমরা তখন আমাদের উপর আরো বেশি পরিমাণে ঈশ্বরের সাহায্য আশা করতে পারি (ইফিষীয় ৩:৭)।

৩) যে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছেঃ আমাদের এ সম্পর্কে একটি ধারণা রয়েছে। “তা সেই নিগূঢ়তত্ত্ব, যা যুগযুগানুক্রমে ও পুরুষানুক্রমে গুপ্ত ছিল, কিন্তু এখন তাঁর পবিত্র লোকদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে; গৌরবের আশা” (২৬ পদ)। লক্ষ্য করুন,

১) সুসমাচারের নিগূঢ় তত্ত্ব যুগ যুগ ধরে লুকানো ছিল। বছরের পর বছর ধরে এবং বহু পুরুষ ধরে তা সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীগুলোকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছিল এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হচ্ছিল সঠিক জিনিসটির আগমনের জন্য আর সেই মণ্ডলীগুলো স্থিরিকৃত বিষয়গুলো ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারত না (২ করিন্থীয় ৩:১৩)।

২) সেই নিগূঢ়তত্ত্ব এখন পূর্ণ রূপ পেয়েছে, এটি পবিত্র লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছে অথবা একদম পরিস্কারভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেই আবরণ দিয়ে মোশির মুখ ঢাকা ছিল, খ্রীষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে সেই আবরণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে (২ করিন্থীয় ৩:১৪)। সুসমাচারের আওতাধীনে থাকা সবচেয়ে ক্ষুদ্র বিশ্বাসী যাদেরকে পবিত্র লোক বলে ডাকা হয়েছে, তারাও ব্যবস্থার সময়কার সবচেয়ে মহান নবীদের চেয়ে বেশি বুঝে থাকে। স্বর্গ-রাজ্যের সবচেয়ে ছোট যে, সেও তাদের চেয়ে বড়। “তোমরা তা পাঠ করলে খ্রীষ্ট বিষয়ক নিগূঢ়তত্ত্বে আমার যে অভিজ্ঞতা তা বুঝতে পারবে। আগের যুগের মানুষের কাছে সেই নিগূঢ়তত্ত্ব এভাবে জানানো হয়নি, যেভাবে এখন পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তার পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদীদের কাছে পাঠানো হয়েছে” (ইফিষীয় ৩:৪,৫)। সেই নিগূঢ়তত্ত্ব কি? তা হল অযিহূদীদের লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছে দেয়া। সুসমাচারের আশ্চর্য শিক্ষা যা

আগে গোপন রাখা হয়েছিল তা এখন প্রকাশ করা হয়েছে এবং সকলের কাছে উন্মুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে যে, এর মধ্য দিয়ে যিহূদী এবং অযিহূদীদের মধ্যে যে দেয়াল গড়ে উঠেছিল সেই দেয়াল গুড়িয়ে দেয়া হল এবং যারা এতদিন অজ্ঞতা এবং পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত ছিল সেই অযিহূদীদের পৃথিবীতে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে তাদেরকেও সুসমাচারের অধীনে আনা হল: "ফলত সুসমাচারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যীশুতে অযিহূদীরা উত্তরাধিকারের সহভাগী, দেহের একই অঙ্গের সহভাগী ও প্রতিজ্ঞার সহভাগী হয়" (ইফিষীয় ৩:৬); এটা সেই নিগূঢ়তত্ত্ব, যেখানে এই বাক্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, "তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট গৌরবের আশা"। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট হচ্ছেন আমাদের মহিমা বা গৌরবের প্রত্যাশা। আমাদের প্রত্যাশার ভিত্তি হল ঈশ্বরের বাক্য খ্রীষ্ট। অথবা সুসমাচারের প্রকাশ, এটি মেনে চলার প্রণালী এবং এর প্রকৃতি। আমাদের প্রত্যাশার প্রমাণ হল আমাদের অন্তরে বসবাসরত খ্রীষ্ট অথবা আমাদের আত্মার পবিত্রকরণ। আর এর সবই হল আমাদের স্বর্গ-রাজ্যের মহিমার প্রস্তুতি।

এই উদ্ধারের প্রতি যারা আগ্রহী তাদের দায়িত্ব: "যদি তোমরা বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল হয়ে স্থির থাক এবং সেই সুসমাচারে প্রত্যাশা থেকে বিচলিত না হও যা তোমরা শুনেছ" (২৩ পদ), আমাদের অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসে স্থির এবং অটল থাকতে হবে এবং সুসমাচারের প্রত্যাশা থেকে যেন দূরে সরে না যাই সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের হৃদয়কে অবশ্যই সংকল্পবদ্ধ করতে হবে যেন শত পরীক্ষা আসলেও বিচলিত না হই, আমাদের অবশ্যই সুস্থির এবং অবিচল হতে হবে (১ করিন্থীয় ১৫:৫৮) এবং আমাদের প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল করে ধরতে হবে (ইব্রীয় ১০:২৩)। লক্ষ্য করুন, আমরা যখন আমাদের বিশ্বাস বজায় রেখে, দৃঢ়ভাবে এবং আরও গভীরভাবে আমাদের জীবনের পথ চলি কেবলমাত্র তখনই এর সমাপ্তিতে ভাল ফল আশা করতে পারি। আমাদের কখনোই বিনাশের জন্য সরে পরা উচিৎ নয়, বরং প্রাণ রক্ষার জন্য বিশ্বাসের লোক হতে হবে (ইব্রাণী ১০:৩৯)। আমাদের অবশ্যই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যেও মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে হবে যেন আমরা জীবন মুকুট এবং বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ পাই (১ পিতর ১:৯)।

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ২

১) কলসীয়দের জন্য প্রেরিত পৌল তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (পদ ১-২

২) তিনি আবার সেটা পুনর্বার উল্লেখ করেছেন (৫ পদ)।

৩) তিনি কলসীয়দের মধ্যে থাকা যিহূদী ভণ্ড শিক্ষকদের সম্পর্কে তাদের সর্তক করেছেন (৪,৬,৭ পদ) এবং অযিহূদী দার্শনিকদের সম্পর্কেও (পদ ৮-১২)।

৪) তিনি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের গৌরব তুলে ধরেছেন (১৩-১৫ পদ)।

৫) পরিশেষে আবার যিহূদী শিক্ষক, স্বর্গদূতদের উপসনাকারীদের সম্পর্কে তাদের সাবধান করেছেন (১৬-২৩ পদ)।

কলসীয় ২:১-১২ পদ

আমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারি প্রেরিত পৌলের মৌলিক চিন্তা চেতনা ছিল কলসীয় এবং লায়দেকিয়ার অন্যান্য মণ্ডলীগুলোকে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য যে, যাদের নিয়ে পৌলের চিন্তার ব্যাপক অংশ জুড়ে যারা জড়িয়ে আছে তাদের সাথে পৌলের কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। প্রেরিত পৌল কলসীয়তে কখনো যান নি এবং সেখানে মণ্ডলী গঠনের যে পরিকল্পনা ছিল সেটাও তাঁর করা কোন পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু ঐ মণ্ডলীর পরিচর্যার উদ্দেশ্যে এখানে পৌলের যে মনোভাব লক্ষ্য করা যায় তাতে মনে হয় যেন ঐ মণ্ডলীর দেখাশোনা করার জন্য পৌলই একমাত্র ব্যক্তি। *"কেননা যদিও আমি দৈহিকভাবে অনুপস্থিত, তবুও আত্মায় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি এবং আনন্দ-পূর্বক তোমাদের সুশৃঙ্খলা ও খ্রীষ্টে বিশ্বাসরূপ সুদৃঢ় গাঁথুনি দেখতে পাচ্ছি" (৫ পদ)। এখানে* লক্ষ্য করি,

(১) হযরত পৌল এই মণ্ডলীগুলোকে নিয়ে ভাবেতন যে, তিনি "প্রাণপন" কথটি এখানে ব্যবহার করেছেন এবং প্রভুতে সাড়াদানের বিষয়ে তাদেরকে নিয়ে পৌলের দুশ্চিন্তা ছিল। এখানে পৌল হলেন তাঁর উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত অনুসারী যে গুরু আমাদেরকে নিয়ে সর্বদা চিন্তা করেছেন এবং আমাদের জন্য দুঃখ সহ্য করেছেন।

(২) একইভাবে আমরা বিশ্বাসে, আশা ও ভালবাসায় তাদের সহভাগীতায় ঐ সকল মণ্ডলী তথা মণ্ডলীর সদস্যদের সাথে যুক্ত থাকতে পারি যাদের আমরা ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না এবং যাদের সাথে আমাদের কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। আমরা তাদের সম্পর্কে ধারণা করতে পারি, প্রার্থনা করতে পারি এবং পরস্পরের জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারি। দূরত্ব যতই হোক এবং যাদের আমরা সরাসরি সাক্ষাৎ করি নি আমরা স্বর্গে তাদের সাক্ষাৎ পাব। কিন্তু–

প্রথমত: এটি এমন কি বিষয় ছিল যা প্রেরিত পৌল ঐ সকল সদস্যদের কাছে আশা করেছিলেন? (২ পদ) *আমি চাই যেন তাদের অন্তরে উৎসাহ পায়, তারা ভালবাসায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে জ্ঞানের নিশ্চয়তারূপ সমস্ত ধনে ধনী হয়ে উঠে, যেন ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে জানতে পায়।* এটি ছিল আত্মিক মঙ্গল যা তিনি ঐ সকল সদস্যদের নিকট আশা করেছিলেন। তিনি বলেন নি যে, তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে, খুশী হবে, ধনী হবে, মহৎ হবে এবং তারা সফলতা অর্জন করবে; কিন্তু চেয়েছেন যেন তারা অন্তরে উৎসাহ পায়। মনে রাখবেন, আত্মার পরিপূর্ণতাই হল সত্যিকারের পূর্ণতা এবং নিজের ও অন্যান্য সকলের জীবনের জন্য এটিই কামনা করা দরকার।

(১) এক সময় আমাদের জ্ঞান পিতা-ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের রহস্য সম্পর্কে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। যখন আমরা আরও পরিস্কারভাবে, স্পষ্টভাবে, যথারীতি খ্রীষ্টের সত্যকে জানতে পারি তখনি আমাদের আত্মা পূর্ণতা পায়। ঐ রহস্যকে জানা, যা পূর্ব থেকেই লুকায়িত ছিল, কিন্তু এখন সেটা প্রকাশিত হয়েছে যে পিতা ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট বা ঐ গুপ্ত রহস্য পরজাতীয়দের খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আহ্বান করার জন্য পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। পিতা এবং খ্রীষ্ট কর্তৃক তা পবিত্র সুসমাচারে প্রকাশ করা হয়েছে, এটি শাস্ত্রে দুর্ঘটনাবসতঃ উল্লেখ করা হয় নি বা এটি আমাদের গ্রহণ করা শিক্ষার মত গতানুগতিক কোন বিষয় নয় কিন্তু এর দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং এর অর্থ ও কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করার রহস্যময় একটি বিষয়। আর আত্মিক জীবনে কৃতকার্য হওয়ার জন্য, পূর্ণতা লাভের জন্য এ কাজটি আমাদের যে কোন অবস্থায় করা উচিৎ।

২. কখন আমাদের বিশ্বাস ঐ নিগুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা ও সাহসী সত্য স্বীকার নিয়ে বৃদ্ধি পায়:

(১) প্রমাণ সমূহের প্রতি একটি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা, অথবা একটি স্থায়ী বিচার ব্যবস্থা, সুসমাচারের মহান সত্য, কোন সন্দেহ বা প্রশ্নবিদ্ধ না করে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে আলিঙ্গন করা, যেন তা নিশ্চয়তাপূর্ণ বার্তা এবং পৃথিবীর সব থেকে বড় পাওয়া।

২) যখন আমরা এটি স্বাধীনভাবে স্বীকার করি, তাহলে এটাই নয় যে, আমরা শুধু অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি কিন্তু আমরা প্রস্তুত যখন আমাদের আহ্বান করা হয় আমরা মুখে স্বীকার করি কারণ আমরা আমাদের প্রভু ও পবিত্র ধর্মকে নিয়ে লজ্জিত নই এবং কি আমাদের শত্রু শয়তানের কোন চাপ ও যন্ত্রণার মধ্যে থাকলেও না। এটাকে বলে "জ্ঞানের নিশ্চয়তায় ধনবান"। মহৎ জ্ঞান ও স্থির বিশ্বাস আত্মাকে সমৃদ্ধি দেয়। এই হল মহান ঈশ্বরের চোখে ধনী, বিশ্বাসে ধনবান এবং আসল সম্পদের মনিব (লূক ১২:২১, ১৬:১১, যাকোব ২:৫)।

৩. এটা আমাদের দিলের সান্ত্বনাকে উপচে পড়বার মত: *আমি চাই যেন তারা অন্তরে উৎসাহ পায়*। আমাদের অন্তর তখনই সমৃদ্ধি লাভ করে যখন আমাদের অন্তর আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ হয় (রোমীয় ১৫:১৩), সকল প্রকার কষ্টের মধ্যেও সান্ত্বনা রয়েছে এবং যখন আমাদের সকল সান্ত্বনা হারিয়ে যায় তখনো আমরা সদাপ্রভুকে নিয়ে আনন্দ করতে পারি, (হবক্কুক ৩: ১৭, ১৮)।

৪. আমাদের দিলে লাভবান হওয়া থেকে আমাদের বিশ্বাসী ভ্রাতৃবর্গের সাথে আরও বেশি আন্তরিক সহভাগীতা রয়েছে: *যেন ভালবাসায় এক হয়*। পবিত্র ভালবাসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের হৃদয়কে পরস্পারিক বন্ধনে যুক্ত করে এবং আমাদের অন্তরের পরম শান্তির জন্য বিশ্বাস ও ভালবাসা উভয়ের ভূমিকা সমান। আমাদের বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, ভালবাসা যতটা উদ্দিপ্ত হবে, আমাদের আনন্দও ততটুকু অসীম হবে। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি এখানে খ্রীষ্টকে তুলে ধরেছেন (২ পদে): তাঁর সচরাচর স্বাভাবেই তিনি খ্রীষ্টের সম্মানার্থে এই মন্তব্য করেছেন (৩ পদ): খ্রীষ্টের *মধ্যেই সব জ্ঞান ও বুদ্ধি লুকায়িত আছে*। তিনি আরও বলেছেন: *ঈশ্বও চেয়েছিলেন যেন তার সকল পূর্ণতা খ্রীষ্টের মধ্যে থাকে* (১:১৯)। এখানে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন যে, তার সব জ্ঞান ও বুদ্ধির গুপ্ত রহস্য তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা রয়েছে, যেহতু তিনি মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। আমরা লক্ষ্য করি, খ্রীষ্টের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির গুপ্তধন লুকায়িত আছে; আমাদের না দেয়ার জন্য নয়, বরং আমাদেরই জন্য রয়েছে। যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হতে চায় তারা অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে চাইতে হবে। আমাদের জন্য খ্রীষ্টের কাছে যে ধন লুক্কায়িত আছে তার জন্য আমাদের কষ্ট করতে হবে এবং তা বের করতে হবে। তিনিই হলেন আমাদের কাছে মহান ঈশ্বরের জ্ঞান (১ করিন্থীয় ১: ২৪,৩০)।

দ্বিতীয়ত: তাদের নিয়ে (৫ পদে) পৌলের উদ্বেগের পুর্নরাবৃত্তি ঘটেছে: এখনে লক্ষ্য করি,

(১) আমরা আত্মায় ঐ সকল মণ্ডলীও বিশ্বাসীদের মাঝে উপস্থিত হতে পারি, যেখানে আমরা দৈহিকভাবে উপস্থিত হতে পারি না। কারণ প্রেরিত-সাধুদের সহাভাগীতা হল আত্মিক বিষয়। প্রেরিত পৌল কলসীয়দের সুন্দর আচরণ ও খ্রীষ্টে স্থির বিশ্বাস সম্পর্কে শুনেছিলেন। পৌল তাদেরকে বলেছেন: খুব সহজেই তাদের মধ্যে নিজেকে কল্পনা করতে পারেন এবং তাদের ভাল চালচলনের কথা শুনে আনন্দিত হয়েছেন।

(২) বিশ্বাসী জীবনের ধারাবাহিকতা ও স্থির থাকার বিষয় হল পরিচারকের আনন্দের বিষয়। তারা আনন্দ পান যখন সহ-বিশ্বাসীগণ আত্মিক নিয়ম মেনে চলে ও তাদের চালচলনে খ্রীষ্টীয় মতাদর্শ প্রকাশের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে।

(৩) খ্রীষ্টে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও কথাবার্তা যত নম্র হবে বিশ্বাসী হিসেবে জীবন-যাপন করতে ও বিশ্বাসের দ্বারা চলতে তা ততটাই সাহায্য করবে (২ করিন্থীয় ৫:৭, ইবরানী ১০:৩৮)। প্রেরিত পৌল (৪ পদে) কলসীয় বিশ্বাসীদের প্রতারিত না হওয়ার জন্য সতর্ক করেছেন: *এই কথা বলছি, যেন কেউ মন ভুলানো যুক্তিতর্ক দিয়ে তোমাদেরকে না ভুলায়,* এবং ৮ পদে: *দেখো, দর্শন বিদ্যার অসার প্রতারণা দ্বারা কেউ যেন তোমাদেরকে বন্দী করে নিয়ে না যায়।* প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের পূর্ণতা ও সুসমাচারের চরম শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতার বিষয়ে অত্যন্ত জোর দিয়েছেন যেন, মন ভুলানো যুক্তি, দর্শনবিদ্যার অসারতার দ্বারা যারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসকে কলুষিত করতে চায় তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। এখানে আমরা আরও লক্ষ্য করি,

(১) পবিত্র-আত্মাকে ধ্বংস করার শয়তানের পথ হল বিশ্বাসীদের ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আর প্রতারণায় ভুলানো অর্থ হল তাদের আত্মাকে ধ্বংস করা (২ করিন্থীয় ১১:৩)। সে যদি আমাদের ছলনায় ভুলাতে না পারে তাহলে আমাদেরও ধ্বংসও করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের ভুল ও বোকামির দ্বারা আমরা পরাজিত হই।

(২) শয়তানের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যই হল প্রলোভন দিয়ে ভুলিয়ে ধ্বংস করা। প্রলোভনে পরাজিত হওয়া যে কতটা বিপদ ডেকে আনতে পারে তা জানা: যারা মিথ্যা বলে প্রতারিত করার অপেক্ষায় ছিল তাদের প্রলোভনে, ছদ্মবেশী প্রতারণায় এবং শয়তানের কৌশল ও মায়াবী মন্দ কাজের দ্বারা অনেকের জীবনই ধ্বংস হয়েছিল। রোমীয় ১৬:১৮ পদে রয়েছে "*মিষ্টি ও তোষামোদের কথা দিয়ে তারা সরলমনা লোকদের ভোলায়।*" যেখানে তারা আপনাকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধ পরিকর সেখানে আপনাকে অবশ্যই শয়তানের চাটুকারীতা, প্রলোভনের বিরুদ্ধে, সতর্কতার সাথে জেগে থাকতে হবে যেন তারা কোন উপায়েই আপনাকে প্রতারিত করতে না পারে। "পাপীরা যদি তোমাকে বিপথে নিয়ে যেতে চায়, তোমরা রাজি হয়ো না" (হিতোপদেশ ১:১০)। এখানে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি যে–

প্রথমত: ৫, ৬, ৭ পদ অনুসারে মিথ্যা প্রতারকদের বিরুদ্ধে একটি সার্বভৌম শক্তিশালী ক্ষমতা কাজ করে: অতএব তোমরা যেমন প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে গ্রহণ করেছ, "তেমনি তাঁরই মধ্যে তোমরা জীবন-যাপন কর;" এখানে লক্ষ্য করি:

(১) সব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্তত এই বিষয়গুলোতে মিল রয়েছে– যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, মহান ভাববাদী, সদাপ্রভুর ইচ্ছাপূরণের জন্য মনোনীত মানুষ, তিনিই মহাপুরোহিত, অভিশাপ ও পাপের মুক্তিদাতা; যিনি নিজের জীবন দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত করেছেন, রাজাদের রাজা হিসেবে তাঁকে আমরা সর্বদা শ্রদ্ধা করি। তাঁকে গ্রহণ করেছি, তাঁর বাধ্য হয়েছি এবং আমাদের সকল শক্তি-সামর্থকে কাজে লাগাতে মধ্যমণি হিসেবে খ্রীষ্টকে স্থান দিয়েছি।

(২) যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল; খ্রীষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করা, যেন তাদের কাজ খ্রীষ্টের নীতি সদৃশ হয় এবং তাদের কথোপকথন যেন গ্রহণযোগ্য হয়। যেহেতু আমরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছি বা আমরা তারই হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেহেতু আমাদের প্রতিদিনের জীবন-যাপন তাঁরই সাথে করতে হবে এবং তাঁর সাথে আমাদের দৃঢ় সহভাগীতা রাখতে হবে।

(৩) আমরা যতই খ্রীষ্টের সন্নিধ্যে চলাচল করবো, ততই আমরা *তাঁর মধ্যে গভীরভাবে ডুবে গিয়ে তাঁরই মধ্যে গড়ে উঠতে থাকব*। একটি সুন্দর আলোচনা হল একটি সুন্দর বিশ্বাসের ভিত্তি। যদি আমরা তারই মধ্যে জীবন-যাপন করি, তাঁর সাথে বদ্ধমূল হব; আর আমরা যতই বদ্ধমূল হব, ততই আমরা তাঁর মধ্যে বেড়ে উঠতে পারব: খ্রীষ্টের *মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে তারই মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া*। এখানে লক্ষ্য করা যাক– আমরা তাঁর মধ্যে বেড়ে উঠতে পারি না, যদি না আমরা তাঁর সাথে বদ্ধমূল হতে না পারি। আমাদের অবশ্যই জীবন্ত বিশ্বাস নিয়ে তাঁর সাথে যুক্ত হতে হবে, তাঁর চুক্তির প্রতি আন্তরিক হতে হবে; অতঃপর

আমরা সব বিষয়ে তার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবো। "যে শিক্ষা তোমরা পেয়েছ.... খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের মতবাদ ভিত্তিক যে নির্দেশনা তোমাদের দেয়া হয়েছে।" লক্ষ করবো যে, জীবনে একটি ভাল শিক্ষা ভালই প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের অবশ্যই ঠিক সেইভাবে বিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়ে বেড়ে উঠতে হবে, যেভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি। লক্ষ্য করি, বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে বেড়ে উঠার জন্য আমাদের অবশ্যই তাঁর সাথে যুক্ত থাকতে হবে, পর্যায়ক্রমে বেড়ে উঠতে হবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। সদাপ্রভুর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের উপায় হল তিনি আমাদের জন্য যা কিছু করেছেন তার জন্য সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানানো। আমাদের যে কোন প্রকার সফলতা, অর্জন, দয়া প্রাপ্তির জন্য তাঁর প্রতি সর্বদা ধন্যবাদের ডালি উৎসর্গ করতে হবে। আমরা আরও লক্ষ্য করি–

দ্বিতীয়তঃ আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আমাদেরকে পরিস্কারভাবে সতর্ক করা হয়েছেঃ *"দেখো, দর্শন বিদ্যার অসার প্রতারণা দ্বারা কেউ যেন তোমাদেরকে বন্দী করে নিয়ে না যায়; তা মানুষের পরম্পরাগত শিক্ষা থেকে আসে, জগতের নিস্ফল রীতি-নীতি থেকে আসে, খ্রীষ্টের কাছ থেকে আসে না।"* এখানে দর্শন শাস্ত্রের কথা উল্লেখ্য আছে, যা হল কার্যকারণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি শাস্ত্র এবং এটি ধর্মীয় চর্চার ক্ষেত্রেও অনেক উপযোগী যেখানে এ শাস্ত্র ঈশ্বরের কাজের দিকে আমাদের ধাবিত করে এবং ঈশ্বর ও তাঁর উপর আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে। কিন্তু বিপরীত দর্শনও রয়েছে যা হল অসার ও প্রতারণা পূর্ণ, যেটা ধর্মের কুসংস্কারে পরিপূর্ণ এবং এই দর্শন মানুষের অর্জিত জ্ঞানকে ঈশ্বরের মহা জ্ঞানের সাথে প্রতিযেগিতায় দাঁড় করায়। আর যখন এটি মানুষকে আকৃষ্ট করে তখনই তাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় আর তারা নিজেদের বিষয়ে অনেকটা কল্পনাতীত চিন্তা করে অথবা এসবকে তার নিজের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয় মনে করে, বা এগুলো হয় তাদের কাছে এক ধরণের লিখিত চিত্রকর্ম মাত্র যেখানে শুধু অসার ও প্রতারণামূলক জ্ঞানের কথা রয়েছে। "*তা মানুষের পরম্পরাগত শিক্ষা থেকে আসে, জগতের নিস্ফল রীতি-নীতি থেকে আসে, খ্রীষ্টের কাছ থেকে আসে না;"* এই বিষয়টিই যিহূদী জাতির রীতিনীতি ও অযিহূদী শিক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয়টি যিহূদী জাতি তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে আসা ঐতিহ্য বলে লালন করে এবং তারা মনে করে এটিই হল এই জগতের মূলতত্ত্ব, সুসমাচার বিস্তৃত অঞ্চলে এটি ছিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রাথমিকও বিষয়; পরজাতীয়রা তাদের আদিকালের ঐ সকল দর্শনশাস্ত্রীয় সূত্র খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের সাথে মিশিয়ে ফেলেছিল এবং উভয়ই তাদের অন্তরকে খ্রীষ্ট থেকে পৃথক করেছিল। যে সকল ব্যক্তিবর্গ তাদের বিশ্বাসকে অন্য কোন অসার গোপন মূলমন্ত্রের সাথে জুড়ে দেয় এবং জাগতিক নিয়মে চলতে থাকে তারাই খ্রীষ্টের বিশ্বাস থেকে ফিরে গিয়েছে। প্রতারকগণ ছিল মূলত যিহূদী ধর্ম-শিক্ষক, যারা মূসার ব্যবস্থা কে খ্রীষ্টের নিয়মের সাথে যুক্ত করে ধরে রাখার চেষ্টা করতো, কিন্তু এটা ছিল সত্যিই খ্রীষ্টীয় নিয়মের প্রতিদ্বন্দ্বি এবং বিপরীতার্থক একটি বিষয়। এখানে প্রেরিত পৌল দেখিয়েছেন যে–

১. আমরা খ্রীষ্টের সাথে রয়েছি এবং খ্রীষ্টই হল পুরতন নিয়মের ঐ সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

(১) সে সময় কি মহাপবিত্র স্থানে ঈশ্বরের দৃশ্যমান কোন উপস্থিতি ছিল, যেটিকে আমরা মিলন-তাম্বু বলি? ঠিক যেমন খ্রীষ্টকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি (৯ পদ): *"কেননা খ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে"*। ব্যবস্থার অধীন থাকার সময় মহান ঈশ্বরের উপস্থিতি ছিল ব্যবস্থা সিন্দুকের দুই করূবের মাঝখানে, এখানে একটি মেঘ এসে আবাস তাম্বুকে ঢেকে রাখত; কিন্তু এখন এই উপস্থিতি আমাদের ত্রাণকর্তার মধ্যে বাস করে, যিনি ছিলেন আমাদের স্বভাবের, যার হাড়-মাংস ছিল আমাদেরই হাড়-মাংস এবং আরও পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনিই হলেন পিতা-ঈশ্বর। তা দৈহিকভাবে তাঁর মধ্যে বাস করে; কিন্তু এমন নয় যে, দেহ আত্মার বিরুদ্ধে কিন্তু দেহ হল সেই ছায়ার বিরুদ্ধে। ঈশ্বরের সকল বৈশিষ্ট্য সত্যিকারভাবে খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছে। এটি গঠন বা আকৃতিগত দিক থেকে নয়; কারণ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মানুষ এবং সম্পূর্ণ ঈশ্বর।

(২) ব্যবস্থার অধীন হওয়ার জন্য তাদের কি তক্‌ছেদ করানো হয়েছিল? খ্রীষ্টে আমাদের তক্‌ছেদ করানো হয়েছে: *"ধার পাপ-স্বভাব ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে তাঁরই মধ্যে তোমাদের* তক্‌ছেদ *করানো হয়েছে, এই* তক্‌ছেদ *কোন মানুষের হাতে করানো হয় নি, খ্রীষ্ট নিজেই তা করেছেন" (পদ ৯)।* আমাদের দিয়ে নতুন এটি প্রজন্ম সৃষ্টি করার জন্য আমাদের কিভাবে তক্‌ছেদ করানো হয়েছিল? *কিন্তু "অন্তরে যে যিহূদী সে-ই আসল যিহূদী"।* আসল তক্‌ছেদ করানোর কাজ অন্তরের মধ্যেই হয়, (রোমীয় ২:২৯)। এরজন্যই খ্রীষ্ট এসেছেন এবং এটিই বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা। *এই* তক্‌ছেদ *কোন মানুষের হাতে করানো হয় নি;* এটি জগতে সৃষ্ট কোন কিছুর দ্বারা সম্ভব হয় নি, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের আত্মা ও ঈশ্বরের দ্বারা হয়েছে। আমাদের জন্ম হয়েছে পবিত্র আত্মায় (যোহন ৩:৫)। আর এটি হল– *"পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুন জন্ম দান করে ও নতুন ভাবে সৃষ্টি করে তিনি আমাদের অন্তর ধুয়ে পরিষ্কার করলেন, আর এভাবেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন" (তীত ৩:৫ পদ)।* এটি এমনভাবে গঠিত যে, যা আমাদের দেহকে পাপ থেকে দূরে রাখে, যেটি আমাদের জীবনের পাপ মুক্ত করে এবং নতুন জীবন দেয়, এটা শুধু বহ্যিক কোন আচার-অনুষ্ঠানের বিষয় নয়। এটা তোমাদের শরীর থেকে ময়লা দূর করে তা নয়; ঈশ্বরের কাছে এটা একটা পরিস্কার বিবেকের সাড়া (১ পিতর ৩:২১)। আর এটা শুধু নির্দিষ্ট কোন পাপ মুক্ত করার জন্যই যথেষ্ঠ নয়, বরং আমাদের সমস্ত পাপপূর্ণ দেহকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। আর– "পুরানো আমিকে খ্রীষ্টের সংগে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হয়েছে যেন পাপের দাস হয়ে আর আমাদের থাকতে না হয় (রোমীয় ৬:৬)। খ্রীষ্টকে তক্‌ছেদ করানো হয়েছিল, এই জন্য করা হয়েছিল যে, আমরা যেন তার সাথে যুক্ত থাকতে পারি, আমরা যেন তার সেই কার্যকরী অনুগ্রহের অংশীদার হতে পারি যেটি পাপের দেহ থেকে আমাদের দেহকে পৃথক করতে পারে। আবার, যিহূদী জাতি তাদের আনুষ্ঠানিক নিয়মের দ্বারা নিজেদের পরিপূর্ণ মনে করতো; কিন্তু আসলে আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছি (পদ ১০)। সেটি ছিল অসম্পূর্ণ, ছলনাপূর্ণ একটি বিষয়: *প্রথম ব্যবস্থাটা যদি নিখুঁত হতো তবে তো দ্বিতীয় ব্যবস্থার কোন দরকার হতো না (ইব্রীয় ৮:৭)। ব্যবস্থার মধ্যে যা আছে তা ভবিষ্যতের সব উন্নতির বিষয়ে ছায়ামাত্র; তাতে সত্যিকারের মহান বিষয়গুলো নেই (ইব্রীয় ১০:১)। কিন্তু ঐ* সকল বিষয়ের পূর্ণতা পেয়েছে যীশু খ্রীষ্টের সুখবরের মধ্য দিয়ে,

পাপের জন্য যোগ্য উৎসর্গের দ্বারা, মহান ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার মধ্য দিয়ে। এটিই হল সকল ব্যবস্থার ক্ষমতা ও মস্তকস্বরূপ। পুরাতন নিয়মের পুরোহিতের পৌরহিত্যের পবিত্রতা খ্রীষ্টের মধ্যে আছে, দায়ূদ রাজার রাজ্যের মত, যেটি ছিল পুরাতনের নিয়মের অধীনে সবচেয়ে উন্নত ব্যবস্থার অধীন, আর এর কারণেই যিহূদী জাতি নিজেদরকে পরিপূর্ণ মনে করতো।

২. খ্রীষ্টের সাথে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগীতার সাথে আমরাও যুক্ত আছি: "*ফলত তোমাদেরও বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে কবরপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন সেই ঈশ্বরের শক্তির উপর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমাদেরও খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থাপিত করা হয়েছে (১২ পদ)।* আমরা তাঁর সাথে মরেছি এবং পুনরুত্থিত হয়েছি, আর সেটা হয়েছে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে। সেখানে চিহ্নস্বরূপ বা আনুষ্ঠনিকতায় বাপ্তিস্মের মত চিহ্ন বা আনুষ্ঠানিকতার এমন কিছুই ছিল না যা এই মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে প্রকাশ করে। খ্রীষ্টের ক্রুশের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোন কিছুর কি দৃশ্যমান অস্তিত্ব ছিল? তিনি বলেছেন যে, তোমাদের তক্‌ছেদহাত দিয়ে করানো হয় নি; তিনি আরও বলেছেন– এটা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দ্বারা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বাপ্তিস্ম এটাই প্রকাশ করে যে, আমরা প্রভুর সাথে মরেছি, যেহতু বাপ্তিস্ম হল চুক্তির সীল এবং আমাদের পাপের মৃত্যুর প্রতিদানস্বরূপ, আর আমরা খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হয়েছি আর এটা হল ধর্মিকতায় বেঁচে থাকার সলীমোহর অথবা আমাদের নতুন জীবনের চিহ্ন। মহান ঈশ্বর বাপ্তিস্মের দ্বারা তাঁর সাথ আমাদের যুক্ত করেছেন, আর আমরা বাপ্তিস্মের দ্বারা তাঁর লোকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, তাঁর দয়াতে পাপী অবস্থায় মৃত্যুর পরিবর্তে ধার্মিকতায় বেঁচে আছি, অথবা বলতে পারি পুরাতন 'আমি'কে বাতিল করে নতুন 'আমি'কে পরিধান করেছি।

কলসীয় ২:১৩-১৫ পদ

প্রেরিত পৌল এখানে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অধিকারের বিষয় তুলে ধরেছেন: যা ছিল যিহূদীদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে, অনেক মহান।

প্রথমত: খ্রীষ্টের মৃত্যু হল আমাদের জীবন: "*আর তোমরা অপরাধে ও তক্‌ছেদ না করার দরুন মৃত ছিলে, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদেরকে খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবিত করেছেন এবং আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন" (পদ ১৩)।* পাপের মধ্যে থাকা হল আত্মিকভাবে মৃত অবস্থায় থাকা। যারা পাপের মধ্যে রয়েছে, তারা পাপে মৃত অবস্থায় রয়েছে। আর মৃত্যু যেহতু আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে সুতরাং বলতে পারি যে, আত্মার মৃত্যু হল ঈশ্বর এবং তাঁর মহা অনুগ্রহ থেকে পৃথক হওয়া। দেহের মৃত্যু হল দেহের পচন হওয়া, তাই পাপ হল পচন বা আত্মাকে নীতিভ্রষ্ট করা। যখন একজন মানুষ মারা যায় তখন তার নিজের শক্তিতে তার নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না, তাই একজন সাধারণ পাপী মানুষ হল অত্যন্ত অসহায়; যদিও তার প্রকৃতিগত শক্তি রয়েছে, বা জন্মগত জাগতিক নিয়মের ক্ষমতা

রয়েছে, কিন্তু তার আত্মিক শক্তি নেই, যতদিন না সে নতুন জীবন লাভ করে বা নতুন জগতে না আসে। এটি মূলত অ যিহূদীদের ভাষায় বুঝতে পারি, যারা খারাপ কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। "*জন্মের দিক থেকে তোমরা তো অযিহূদী....মনে রেখো, আগে তোমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে আলাদা ছিলে; জাতি হিসাবে ইস্রায়েলীয়দের যে অধিকার তোমরা সেই অধিকারের বইরে ছিলে; ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির জন্য যে কয়টি প্রতিজ্ঞাযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন তার সংগে তোমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তোমাদের কোন আশা ছিল না; আর এই পৃথিবীতে তোমরা ঈশ্বর ছাড়াই ছিলে" (ইফিষীয় ২:১১,১২)।* তক্ছেদ-না-করানোর কারণে তারা তাদের পাপের মধ্যে মৃত ছিল। এর থেকে বুঝতে পারি আত্মিক তক্ছেদনা করানো বা জাগতিক অসম নৈতিকতা কি হতে পারে, এবং এটি দেখিয়েছে যে, আমরা ব্যবস্থার দ্বারা মৃত এবং মৃত অবস্থায় রয়েছি। ব্যবস্থা দ্বারা মৃত, যেন তার কুকর্মের দ্বারা তার শস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকে বলা হয় মৃত ব্যক্তি, কারণ ইতিমধ্যে তার মৃত্যু দণ্ডাদেশ রায় দেয়া হয়েছে। তাই পাপী যারা পাপের দ্বারা দোষী তারা ব্যবস্থার বিচারাধীন এবং তাদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে (যোহন ৩:১৮)। ব্যবস্থার অধীনে মৃত্যুর কারণ হল দৈহিকভাবে তক্ছেদ না করানোর ফল। একটি পাপেপূর্ণ অন্তরকে তক্ছেদ না করানো অন্তর বলা হয়। এটই আমাদের অবস্থা। এখন আমরা যারা পাপে মৃত ছিলাম তারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে জীবিত হয়েছি, এটি হল পাপের শক্তি ও রাজত্বকে ধ্বংস করে পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার কার্যকর চুক্তি। *মৃত্যু থেকে তার সাথে জীবিত হওয়া– খ্রীষ্টের* সাথে আমাদের যুক্ত হওয়া ও তাঁর সাদৃশ্য হওয়া। খ্রীষ্টের মৃত্যুর অর্থ হল পাপের মৃত্যু; খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হল আমাদের আত্মাকে পুনর্জীবন দান করা।

দ্বিতীয়ত: তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি: *তিনি আমাদের পরিত্রাণ দিয়ে আমাদের পাপের দাবী দাওয়া দূর করে দিয়েছেন।* অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করা হলে, অপরাধী জীবন পায়: এবং এই জন্যই খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, একইভাবে মৃত্যু হল; আমাদের পাপের জন্যই খ্রীষ্টকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল এবং আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার জন্যই তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল (রোমীয় ৪:২৫)।

তৃতীয়ত: আমাদের বিরুদ্ধে যত দাবি-দাওয়া আমাদের বিপথে নেয়ার চেষ্টা করতো সে সবই তিনি তুলে নিয়েছেন। *"যে আইনগত দাবী-দাওয়া আমাদের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে ছিল তা মুছে ফেলেছেন। তিনি সেই দাবী-দাওয়া প্রেক দিয়ে ক্রুশে লটকিয়ে দূর করে দিয়েছেন" (১৪ পদ)*। আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব:

(১) ঐ সকল দাবী-দাওয়া ছিল পাপের দোষে আমাদের শাস্তি বাধ্যবাধকতার দাবী। ব্যবস্থার অভিশাপ হল আমাদের বিরুদ্ধে দাবী, যেমনটি লেখা হয়েছিল দানিয়াল পুস্তকে বেল্‌শৎসরের দেওয়ালে। "*সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছে"।* এটাই ছিল সেই দাবী যা ছিল আমাদের বিরুদ্ধে ও আমাদের বিপরীতে; এটি ছিল আমাদের অনন্ত ধ্বংসের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এটি দূর করা হয়েছিল যখন আমাদের খ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণ করেছিলেন। *খ্রীষ্ট সেই অভিশাপ নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন,* (গালাতীয় ৩:১৩)। যারা পাপের জন্য অনুতাপ করে তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাদের সকলের উপর থেকে এই অভিশাপ তিনি তুলে নিয়েছেন। "আমার

পিতা আমার উপরেই সেই বোঝা তুলে দিয়েছেন।” আমাদের বিরুদ্ধের সকল বিচার তিনি তুলে নিয়েছেন। যখন তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল, সেই অভিশাপকেও একই সাথে বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং আমাদের সকল অন্যায়কে খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর সাথে ক্রুশে দেয়া হয়েছে। যখন আমরা আমাদের প্রভু যীশুর মৃত্যুকে স্মরণ করি, দেখি তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছে, তখন আমাদের স্মরণ করা করা উচিৎ যে, এরই দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধের সকল দাবী-দাওয়াকে তুলে নেয়া হয়েছে। অন্য কথায়–

(২) আমাদের অবশ্যই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে; ব্যবস্থার দাবী-দাওয়া, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগৃহ বা *মোশির ব্যবস্থার আদেশ ও নিয়ম* সেই দাবী ধরে রেখেছিল (ইফিষীয় ২:১৫)। এই বিষয়টিই যিহূদীদের জোয়লীস্বরূপ হয়েছিল এবং পরজাতীয়দের মধ্যে বাঁধার দেয়াল তৈরি করেছিল? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট *সেই দাবী-দাওয়া প্রেক দিয়ে ক্রুশে লটকিয়ে দূর করে দিয়েছেন*; এটিই ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতাকে বাতিল করে দিয়েছে, যেন সকলে এর অসারতা দেখতে পায় এবং আনন্দিত হতে পারে। যা সত্যি তা যখন আসে তখন তার ছায়া চালে যায়। এটা বিলোপ হয়ে যায়; (২ করিন্থীয় ৩:১৩) এবং ঈশ্বর এই ব্যবস্থাকে নতুন ঘোষণা করে আগের ব্যবস্থাকে পুরানো বলে অচল করে দিলেন (ইব্রীয় ৮:১৩)। এর অর্থ হল হল পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরানো ব্যবস্থাকে এবং তার বন্ধনকে ছিন্ন করা হয়েছে, অর্থাৎ পেরেক দ্বারা ঐ বিরোধকে বিদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ খ্রীষ্ট অন্ধকার জগতের সমস্ত শক্তির উপরে আমাদের জন্য একটি গৌরবময় বিজয় অর্জন করেছিলেন: *“আর তিনি আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকলের ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে ক্রুশেই সেই সমস্তের উপরে বিজয়-যাত্রা করে তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন” (১৫ পদ)*। যেহেতু ব্যবস্থার নিয়ম আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ ছিল তাই শয়তানের শক্তিও আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। তিনি ঈশ্বরের সাথে বিচারকের মত ছিলেন, তাঁর বিচারের হাত থেকে একটি মূল্য দিয়ে আমাদের তিনি মুক্ত করেছেন; ঘাতক শয়তানের হাত থেকে তিনি তাঁর আরও মহান হাত দ্বারা আমাদের মুক্ত করেছেন। ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারা শয়তান ও নরকের সকল ক্ষমতাকে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে। এখনেই রয়েছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞার বিষয়; যে নরকের শক্তিকে ধ্বংস করা, খ্রীষ্টের নির্যাতন ভোগ শয়তানের মস্তক চূর্ণ করেছে (আদিপুস্তক ৩:১৫)। বিষয়টি হল খুবই গর্বের এবং জাক্‌জমকপূর্ণ: চলুন এবার একটু বিপরীত দিকে যাই এবং মহৎ দিকটি লক্ষ্য করি। ত্রাণকর্তা তাঁর মৃত্যুর দ্বারা বিজয় লাভ করেছিল। লক্ষ্য করি যে, তাঁর কাটার মুকুট গৌরবের মুকুটে পরিণত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে অকেজো করে দিয়েছিলেন, শয়তানের শক্তিকে নিস্ক্রিয় করেছিলেন, তিনি বিজয়ী হয়ে তাদের পরাজিত করেছিলেন, খোলামেলাভাবে তাদের তুচ্ছ করে প্রদর্শন করেছেন, মানুষের সামনে তাদের লজ্জা উন্মোচন করেছেন, মানুষ ও স্বর্গদূতদের সামনে তাদের প্রদর্শন করেছেন। শয়তানের রাজ্য কখনোই এমন মরণ আঘাতের সম্মুখিন হয় নি যে আঘাত খ্রীষ্ট করেছিলেন। তিনি তাদেরকে রথের চাকার সাথে শক্ত করে বেধেছিলেন এবং বিজয়ের পথে যাত্রা করেছিলেন ও সাধারণ একটি জয়ের জন্য ইঙ্গিত করেছিলেন, যিনি গৌরবময় হয়ে ফিরে এসেছিলেন। ......“*তাদের উপর বিজয় যাত্রা করলেন”;* তাঁর

একমাত্র ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা; অথবা আমরা যা পাঠ করলাম; তার মধ্য দিয়ে, তাঁর নিজস্ব শক্তির দ্বারা।

কলসীয় ২:১৬-২৩ পদ

প্রেরিত পৌল এখানে যথার্থ একটি উপদেশ দিয়ে অধ্যায়ের উপসংহারে এসেছেন, যা তিনি পূর্বোক্ত আলোচনায় থেকে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত: এখানে যিহূদী শিক্ষদের শিক্ষার দিকে মনযোগ দেয়ার ব্যপারে সাবধান করা হয়েছে, অথবা যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর ব্যবস্থার জোয়াল চাপিয়ে দেয়: *অতএব ভোজন বা পান, বা উৎসব, বা অমাবস্যা, বা বিশ্রামবার, এই সমস্ত বিষয়ে কেউ তোমাদের বিচার না করুক* (১৬ পদ)। মোশির ব্যবস্থার নিয়মগুলো মাংস ও দিবসের পার্থক্য নিয়ে গঠিত। এটি ফুটে উঠেছে রোমীয় ১৪ অধ্যায় জুড়ে, সেখানে অনেক লোক ছিল যারা ঐ সকল বিরোধপূর্ণ বিধানগুলোকে ধরে রেখেছিল: কিন্তু এখানে প্রেরিত পৌল দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্ট আসার পর থেকে ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন বাতিল করা হয়েছে, আমাদের আর সেগুলো পালন করার কোন প্রয়োজন নেই। "যেহতু ঈশ্বর নিজেই এ বিষয় আমাদের উপর চাপিয়ে দেন নি, সুতরাং কোন মানুষ ও আপনার উপর এটি চাপিয়ে দিতে পারবে না; যদি ঈশ্বর আপনাকে মুক্ত করেন, তাহলে কেউ যেন আপনাকে ঐ জোয়ালীতে জড়াতে না পারে।" আর এটিই হল মহৎ বিষয় কারণ এই বিষয়গুলো *তো আগামী বিষয়ের ছায়ামাত্র (১৭ পদ)। এখানে এমন* ইঙ্গিত দেয় যে, তাদের কোন সত্যিকার মূল্য ছিল না কিন্তু এখন তা করা হয়েছে। কিন্তু দেহ হল খ্রীষ্টের দেহ: দেহ, যেটি ছিল সবকিছুর ছায়া সেটি চলে এসেছে; এবং আনুষ্ঠানিক আচার অনুষ্ঠান যা চলছিল তা ছিল খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের ছায়া মাত্র, এগুলো পরিষ্কারভাবে চিহ্ন বহন করেছিল যে, খ্রীষ্ট এখনো আসে নি এবং তাঁর সুসমাচার এখনো প্রকাশিত হয় নি। আমরা যে খ্রীষ্টের সুসমাচারের অধীন রয়েছি এখন তার গৌরব লক্ষ্য করি; উপরে ব্যবস্থার নিয়মে তাদের যা ছিল: সেগুলো ছিল ছায়ামাত্র, কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে প্রকৃত অস্তিত্ব।

দ্বিতীয়ত: পরজাতীয় দার্শনিকদের শিক্ষার বিষয়ে পৌল তাদের সতর্ক করেছিলেন, যারা ঈশ্বর ও তাদের মধ্যস্থতাকারী রূপে স্বর্গদূতদের উপাসনা করা সম্পর্কে শিক্ষা দিত: *যারা নিজের শরীরকে কষ্ট দেয় ও স্বর্গদূতদের উপাসনা করে এমন কোন ব্যক্তি তোমাদেরকে বিজয়-মুকুট থেকে বঞ্চিত না করুক;* (পদ ১৮)। লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, স্বর্গদূতদেরকে আমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করা প্রকৃত অর্থে সঠিক বিষয় নয়, এটি ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে আমাদের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে; কিন্তু, যদিও এখানে নম্রতা দেখানো হয়েছে, এটা এক প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা, কোন আদেশ পালনের নম্রতা নয়; সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, এটি অনিশ্চিত: এখানে যে সম্মান দেখানো হয়েছে তা শুধু খ্রীষ্টের ই প্রাপ্য কিন্তু দুঃখের বিষয় হল সেই সম্মান দেয়া হচ্ছে এক সৃষ্টিকে। এছাড়া, যে ধারণার ভিত্তিতে এটি প্রচলন করা হয়েছে তা শুধুমাত্র মানুষের তৈরি অলৌকিক কোন বিষয়

নয়– অহমিকার ধারণাটি এসেছে মানুষের কাছ থেকে, যা কোন মানুষকে কোন ধরণের যথার্থ জ্ঞান বা নিশ্চয়তা ছাড়াই একটি বিষয়ে মগ্ন হতে সাহসী করে, মনস্থির করে তোলে: "*সে যা যা দেখেছে বলে মনে করে সেগুলোতেই বিচরণ করে, নিজের মানবীয় মনের গর্বে বৃথা গর্বিত হয়*"– তারা স্বর্গদূতদের ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়ার ভান করে, তাদের সম্মানের কার্য সকল, যেসব ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন; তাই সেখানে যেহতু নম্রতার বিষয়টি রয়েছে, সেই নীতিতে সত্যিকারের গর্বের বিষয়ও রয়েছে। সে ধারণাগুলো চাপিয়ে দেয়ার কারণ হল তাদের জাগতিক তৃপ্তি লাভ করা, তারা নিজেদের অন্য যেকোন লোকের তুলনায় জ্ঞানী প্রমাণ করতে আগ্রহী। গর্ব যার ভিত্তিতে রয়েছে, অসংখ্য ত্রুটি ও অরাজকতা এবং যদিও অনেক মন্দ কার্যক্রম রয়েছে যেখানে নম্রতার অনেক বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়। যারা এগুলো করে তারা তাদের মাথাকে ধরে রাখে না, (১৯ পদ)। তারা করে খ্রীষ্টের সম্পর্ক ছিন্ন করে, যিনি হলেন মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী। যখন কোন একজন সদস্য খ্রীষ্টকে ব্যতীত অন্য কাউকে মধ্যস্থাতাকারী তৈরি করে, এটা খ্রীষ্টকে সবচেয়ে বেশি নিন্দারপাত্র করে তোলে, যিনি হলেন আমাদের মণ্ডলীর মস্তক। যখন মানুষ খ্রীষ্টকে ত্যাগ করে চলে যায়, তখন তাঁরই মত একজনকে ধরে যা তাদেরকে কোন স্থিরতা দিতে পারে না; *কিন্তু সেই মাথাকে শক্ত করে ধরে রাখে না, যে মাথার পরিচালনায় সমস্ত দেহ,গ্রন্থি ও বন্ধন দ্বারা পরিপুষ্ট ও সংযুক্ত হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে*। এখানে লক্ষ্য করি,

(১) খ্রীষ্ট যীশু শুধু আমাদের মণ্ডলীর কার্যক্রমের প্রধানই নন, কিন্তু এটিকে প্রভাবিত করার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা তাঁর সাথে বন্ধনে যুক্ত, যেমন দেহের অনেকগুলো অংশ মাথার সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, এবং তাঁর থেকে বেঁচে থাকার জন্য সকল প্রকার পুষ্টি পায়।

(২) খ্রীষ্টের দেহ হল বৃদ্ধিমান দেহ: *এটি ঈশ্বরের ইচ্ছামত বেড়ে উঠে*। একজন নতুন শিশু বেড়ে উঠে, আর পরিবেশের অনুগ্রহ হল বেড়ে উঠা, যদি না সেখানে কোন দুর্ঘটনাজনিত বাঁধা না থাকে। – *ঈশ্বরের ইচ্ছামত বেড়ে উঠা*– হল ঈশ্বরের অনুগ্রহে বেড়ে উঠা, যে অনুগ্রহের মনিব হলেন ঈশ্বর; অথবা যিহূদীদের সাধারণ ধ্যান ধারণা মত, ব্যাপক ও প্রাচুর্যপূর্ণ বৃদ্ধি। *যাতে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় তোমরা পরিপূর্ণ হও (ইফিষীয় ৩:১৯)।* একই রকম আর একটি পদ দেখি; "*সবকিছুতে বেড়ে উঠে খ্রীষ্টের মত হব। তিনিই তে শরীরের মাথা।... গোটা শরীরটাই মাথার পরিচালনায় বেড়ে উঠে এবং ভালবাসার মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে (ইফিষীয় ৪:১৫,১৬ পদ)।*

তৃতীয়ত: তিনি তাদের সাবধান করা জন্য কিছু রীতিনীতির কথা বলেছেন; *তোমরা যখন পৃথিবীর নিষ্ফল রীতি-নীতি ছেড়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছ, তখন কেন পৃথিবীর লোকদের মত এসব নিয়মের অধীন হচ্ছ?* (২০ পদ)। যদি আপনি একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তাহলে আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন পালনের ব্যাপারে আপনার মৃত্যু হয়েছে, কেন আপনি আবার সেগুলোর অধীন হচ্ছেন? এ বিষয়ে লক্ষ্য করি– *ধরো না, খেয়ো না, ছুঁয়ো না (২১,২২ পদ)।* ব্যবস্থার নিয়মে মৃত দেহ স্পর্শ করার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকতার কিছু দোষণীয় দিক রয়েছে, বা পূজার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেও; বা

নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ার ব্যাপারে ইত্যাদি অনেক বিষয়ে এবং যে সকল বিষয়ের সাথে মৃত জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের নিজেদের বা যারা তাদের ব্যবহার করে ও তাদের মারা যেতে দেখে তাদের রক্ষা করার মত নিজস্ব অন্তর্নিহিত কোন মূল্য নেই, অথবা যেটা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসকে কলুষিত করে, তাদের ঐতিহ্যগত বা মানুষের আদেশ নিষেধ ছাড়া তাদের অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই। *এগুলো দেখতে মনে হয় বেশ জ্ঞানে পূর্ণ কারণ কিভাবে এবাদত করা যায়, নম্রতা দেখানো যায় এই নিয়মগুলো থেকে জানা যায়।* তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের সাথে মূসার ব্যবস্থার নিয়ম-কানুনের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রতিবেশীর তুলনায় নিজেদের আরও বেশি জ্ঞানী মনে করে। তারা মানে করে এটি সঠিক, বা কিছুটা হলেও সঠিক হবে; কিন্তু, হায়! এই প্রদর্শিত জ্ঞান কেবলমাত্র ছলনার সৃষ্টি। তাই তারা বিভিন্ন খাওয়া-দাওয়া থেকে লোকদের বিরত করে, দৈহিক আনন্দ উপভোগের ব্যাপারে তাদের মনে কষ্ট দিয়ে লোকদের অবহেলা করে, কিন্তু এসব বিষয়ের মধ্যে সত্যিকারের এবাদত বলতে কিছু নেই। তাই সুসমাচারে আমাদের সত্যে ও আত্মায় ঈশ্বরের এবাদত করতে শিক্ষা দেয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়, এবং খ্রীষ্টকে ধ্যান করার মধ্য দিয়ে কিন্তু কোন স্বর্গদূতকে নয়। এখানে দেখুন,

(১) খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মূসা নবীর ব্যবস্থা থেকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে এবং ঐ জোয়ালের বাধন থেকে মুক্তি পেয়েছে যা ঈশ্বর নিজেই তাদের উপর চাপিয়েছিলেন।

(২) নিয়মের বশিভুতকরণ, বা ঈশ্বরের উপাসনার সাথে মানুষের মতামত যুক্ত করা সম্পূর্ণভাবে নিন্দনীয় এবং তা সুসমাচারের মুক্তি ও স্বাধীনতার বিরোধী বিষয়। প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদের বলেছেন– খ্রীষ্ট আমাদের অধীন করেছেন যেন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি, সেজন্য তোমরা স্থির থাক যেন কেউ আবার তোমাদের দাস বানাতে না পারে, (গালাতীয় ৫:১)। তাদের এরূপ অবস্থা খ্রীষ্টের কর্তৃত্বকে লঙ্ঘন করে, মণ্ডলীর মস্তক, এবং *তিনি এটা করেছিলেন যেন এই দুটিকে দিয়ে তিনি নিজেই একটি নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, আর এভাবেই যেন সেই দু'য়ের মধ্যে শান্তি হয়* যখন খ্রীষ্ট পুরানো নিয়মটাকে অকেজো করেছিলেন (ইফিষীয় ২:১৫)।

(৩) এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র জ্ঞান জাহির করে, কিন্তু সত্যিই মূর্খতা। সত্যিকারের জ্ঞান হলে সুসমাচারের শিক্ষার সাথে সাদৃশ্য থাকবে এবং সম্পূর্ণ খ্রীষ্টে বাধ্য হবে, খ্রীষ্টই একমাত্র মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ হবেন।

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ৩

১) এখানে প্রথমে পৌল পৃথিবী থেকে আমাদের দৃষ্টি তুলে নিয়ে স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ করার জন্য উপদেশ দিলেন, (১-৪ পদ)।

২) তিনি আমাদের উপদেশ দিলেন যেন আমরা আমাদের পাপের বিষয়ে মনস্তাপ করি, তিনি এ জন্য অনেক উদাহরণ দিলেন (৫-১১ পদ)।

৩) তিনি পারস্পরিক ভালবাসা এবং করুণার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করলেন (১২-১৭ পদ)।

৪) শেষে তিনি আমাদের অন্যান্য দায়িত্ব যেমন স্বামী এবং স্ত্রীর দায়িত্ব, পিতা-মাতা এবং সন্তানের দায়িত্ব, প্রভু এবং মনিবের দায়িত্ব (১৮-২৫ পদ) সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করলেন।

কলসীয় ৩:১-৪ পদ

পত্রের পূর্বের অংশগুলোতে পৌল বর্ণনা করেছেন যে, খ্রীষ্টের কাছ থেকে আমরা কি ধরণের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি এবং আমাদের কাছ থেকে ব্যবস্থার বোঝা তুলে নেওয়া হয়েছে সেই ব্যাপারে। কিন্তু এই অংশে এসে তিনি আমাদের নতুন জীবনে করণীয় কাজগুলোর ব্যাপারে তুলে ধরেছেন। যদিও আমাদেরকে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার দায়ভার থেকে মুক্ত করা হয়েছে, তার মানে এই নয় যে, আমরা যেমন খুশি তেমনভাবে জীবন-যাপন করতে পারবো। আমাদেরকে যে কোনো পরিস্থিতিতে সুসমাচারের বাধ্যতায়, ঈশ্বরের সাথে আরো নিবিড়ভাবে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। তিনি এই কথা বলে শুরু করলেন যে, তাদের হৃদয়কে এই পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে উর্দ্ধস্থানের দিকে নিবদ্ধ করতে হবে: "তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছ"। খ্রীষ্টের সাথে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করে তোলা আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখের বিষয়। পুনরুত্থিত হবার অর্থ হল খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছি। তাঁর সাথে একীভূত হয়ে ও যোগাযোগ সর্ম্পক স্থাপনের মাধ্যমে আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য ও পবিত্রকৃত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে গৌরবান্বিত করা হবে। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে, আমাদেরকে সেই উর্ধ্বস্থানের বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই আরেকটি পৃথিবী যেটার স্থায়ীত্ব অনন্তকাল সেটার বিষয়ে অনেক মনোযোগ দিতে হবে। স্বর্গকে আমাদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। মহান

ঈশ্বরের অনুগ্রহের সন্ধান করতে হবে। বিশ্বাস, আশা এবং পবিত্র ভালবাসার মধ্য দিয়ে সেই উপরস্থ পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। সেই যোগাযোগকে নিয়মিতভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য যত্নবান হয়ে কাজ করে যেতে হবে যেন স্বর্গীয় সুখভোগের জন্য আমাদের উপাধি এবং যোগ্যতা সমুন্নত থাকে। আর এসব করার কারণ সেখানে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। খ্রীষ্ট আমাদের সবচেয়ে ভাল বন্ধু এবং আমাদের স্বর্গীয় সুখের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সেখানে আগে গেছেন, আর আমাদেরকে স্বর্গের সর্বোচ্চ মর্যাদা আর সম্মান তিনি দিয়েছেন। তাই আমাদের সবসময় অনুসন্ধান করতে হবে এবং তিনি আমাদের জন্য অনেক মূল্য দিয়ে যা ক্রয় করেছেন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন করতে হবে। আমাদের নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশু এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে যেমন জীবন-যাপন করে গেছেন এবং স্বর্গ বর্তমানে যেভাবে বাস করেন, ঠিক সেইভাবে জীবন-যাপন করা উচিৎ।

প্রথমত: তিনি দায়িত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করলেন: *"উর্ধ্বস্থ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দাও, পৃথিবীর বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিও না"* (২ পদ)। লক্ষ্য করুন, উর্ধ্বস্থ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া হল সেই বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিক হওয়া, সেগুলোকে ভালবাসা এবং সেগুলোর উপর আমাদের আকাঙ্খাকে নিমগ্ন রাখা। আমাদের অবশ্যই সেসব বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হতে হবে, সবকিছুর উপরে সেগুলোকে রাখতে হবে। আমাদেরকে সেগুলো ভোগ করার জন্য প্রস্ততি নেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। রাজা দায়ূদ এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, *"সদাপ্রভুর কাছে আমি একটি বিষয় যাচঞা করেছি, আমি তারই খোঁজ করবো, যেন জীবনের সমুদয় দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি, সদাপ্রভুর সৌন্দর্য দেখবার জন্য, ও তাঁর মন্দিরে খোঁজ করার জন্য"* (গীতসংহিতা ২৭:৪)। আমাদের আত্মিক মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে (রোমীয় ৮:৬) *"কারণ যারা পাপ স্বভাবের ইচ্ছামত চলে তাদের ফল হল মৃত্যু, কিন্তু পবিত্র আত্মার ইচ্ছামত যারা চলে তাদের ফল হল জীবন ও শান্তি"* এবং নিজেদের জন্য একটি উত্তম দেশের অর্থাৎ স্বর্গের সন্ধান করতে হবে (ইব্রীয় ১১:১৪,১৬)। আমাদের কখনোই জাগতিক বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিৎ হবে না বা তাদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আশা করাও উচিৎ নয়। তার চেয়ে বরং আমাদের স্বর্গীয় বিষয়গুলোর উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কারণ স্বর্গ এবং পৃথিবী একটি আরেকটির বিরুদ্ধে। একই সাথে এই দুটো কখনো অবস্থান করতে পারে না। আমরা কখনোই দুটো বিষয়ের উপর একই ধরনের মনোযোগ দিতে পারবো না, একটি অবশ্যই আরেকটি থেকে বেশি মনোযোগ কেড়ে নেবে।

দ্বিতীয়ত: তিনি এর পেছনে তিনটি যুক্তি বা কারণ নির্দেশ করলেন, (৩,৪ পদ)।

১) কারণ আমরা মৃত্যুবরণ করেছি, এর অর্থ হল জাগতিক জীবনের এই বস্তুগত বিষয়গুলো থেকে মুক্ত হয়েছি। আমরা খুবই বড় একটি দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে রয়েছি। কারণ আমরা খ্রীষ্টের সাথে মৃত্যুবরণ করেছি এবং আমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরেতে গুপ্ত রয়েছে। প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পৃথিবীর কাছে ক্রুশবিদ্ধ এবং পৃথিবী প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে ক্রুশবিদ্ধ (গালাতীয় ৬:১৪)। আর আমরা যদি পৃথিবীর কাছে মৃত্যুবরণ করেই থাকি এবং

এর মধ্যে আমাদের আনন্দ খুঁজে পাই তবে অবশ্যই আমাদের এর উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিৎ। পৃথিবীর সম্মুখে আমাদের মৃত অবস্থায় থাকতে হবে, অনড় এবং প্রভাবহীনভাবে।

২) আমাদের সত্যিকারের জীবন অন্য পৃথিবীতে রাখা আছে। *"কেননা তোমরা তো মৃত্যুবরণ করেছ এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরেতে গুপ্ত রয়েছে"* (৩ পদ)। নতুন মানব সেখানে জীবন কাটাবে। সে স্বর্গ হতে জন্মলাভ করেছে এবং লালিত হয়েছে। তার জীবন সেখানে গিয়েই পরিপূর্ণ হবে। সেই জীবন খ্রীষ্টের সাথে গুপ্ত আছে। আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তা গুপ্ত রাখা হয় নি বরং আমাদের জন্য তা নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে গুপ্ত রাখা হয়েছে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবন খ্রীষ্টের সাথে গোপন রাখা আছে কারণ "আমি জীবিত আছি; এজন্য তোমরাও জীবিত থাকবে" (যোহন ১৪:১৯)। বর্তমানে খ্রীষ্ট গুপ্ত অবস্থায় আছেন অথবা এমন অবস্থায় আছেন যেখান থেকে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। কিন্তু আমাদের জন্য এটি একটি বড় সান্ত্বনা যে, আমাদের জীবন তাঁর সাথে আছে এবং বেশ নিরাপদে রাখা আছে। আর এই কারণে আমরা তাঁকে না দেখেই ভালবাসা করার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাই এবং আমাদের জন্য যে অনন্ত জীবন গচ্ছিত রাখা আছে তাঁর জন্য আনন্দ করতে পারি (১ পিতর ১:৫)।

৩) কারণ আমরা আশা করি খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কালে আমাদের আনন্দের পূর্ণতা ঘটবে। আমরা যদি এখন এখানে খ্রীষ্টীয় শুদ্ধতা অনুযায়ী আমাদের জীবন যাপন করি, তখন খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের আসল জীবন, সেই খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন, তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে মহিমায় প্রকাশিত হব (৪ পদ)। লক্ষ্য করুন,

১) খ্রীষ্টই বিশ্বাসীদের জীবন। *"আমি আর জীবিত নই, খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত আছেন"* (গালাতীয় ২:২০)। তিনিই খ্রীষ্টীয় জীবনের মূলনীতি এবং সমাপ্তি। তিনি আমাদের মধ্যে তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে বাস করেন এবং আমরা তাঁর মধ্যে বাস করি আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে। কারণ, "আমার পক্ষ জীবন খ্রীষ্ট" (ফিলিপীয় ১:২১)।

২) খ্রীষ্ট আবার আসবেন। এখন তিনি গুপ্ত অবস্থায় আছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে আছেন। কিন্তু তিনি স্বর্গের সমস্ত জাক্‌জমক সহকারে, স্বর্গদূতদের সাথে পিতার প্রতাপে আবার আসবেন (মার্ক ৮:৩৮; লুক ৯:২৬)।

৩) আমরাও তাঁর সাথে সে সময় মহিমায় প্রকাশিত হব। তাঁর সাথে প্রকাশিত হওয়া খুবই মহিমাপূর্ণ হবে। যারা বিশ্বাস করেছে তাদের সকলের মধ্যে মহিমান্বিত হবার জন্য তিনি আসবেন (২ থিষলনীকীয় ১:১০)। তাছাড়া তাঁর সাথে আগমন করা এবং অনন্তকাল তার সঙ্গে থাকাও গৌরবজনক হবে। খ্রীষ্ট যীশু যখন দ্বিতীয়বার আসবেন, তখন সমস্ত বিশ্বাসী ধার্মিকদের একটি সম্মেলন ঘটবে। যাদের জীবন এখন খ্রীষ্টের সাথে লুকানো আছে, সেই জীবন নিয়ে তারা খ্রীষ্টের মহিমার সাথে প্রকাশিত হবেন (যোহন ১৬:২৪)। আমরা যদি সেই রকম সুখ আশা করি তবে কি আমাদের স্বর্গীয় বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিৎ নয়? এই পৃথিবীতে কি এমন আছে যা আমরা ভালবাসতে পারি? আর সেখানে কি নেই যে, আমরা আমাদের হৃদয়কে সেখানে পৌঁছতে দিতে চাইব না? আমাদের মাথা

সেখানে আছে, আমাদের বাড়ি সেখানে, সম্পদও সেখানে এবং আমরা আশা করি যে, আমরা সেখানে সারা জীবন থাকতে পারবো।

কলসীয় ৩:৫-৭ পদ

প্রেরিত পৌল কলসীয়দেরকে উপদেশ দিলেন যেন তারা স্বর্গীয় রাজ্যের বিষয়সমূহের অনুসন্ধান করার পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা যে পাপ, সেই পাপের বিষয়ে কৃচ্ছসাধন করতে বললেন। যেহেতু উর্দ্ধের বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া আমাদের দায়িত্ব সেহেতু দুনিয়াবী সকল বিষয়কে ধ্বংস করা আমাদের অবশ্য করণীয়। “তা ধ্বংস কর” এর অর্থ হল, যিহূদী থাকাকালীন সময়ে তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত পাপাচার প্রবেশ করেছিল তা প্রশমিত কর। সেগুলোকে হত্যা কর, দমন কর, ঠিক সেভাবে, যেভাবে তুমি আগাছা কিংবা পরজীবী ক্ষতিকর পোকা-মাকড়কে ধ্বংস করে থাক, অথবা যে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তোমাকে আঘাত করে সেই শত্রুকে যেভাবে দমন করতে, ঠিক সেইভাবে সেই সব খারাপ অভ্যাসকে দূর কর। *“তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত দুনিয়াবী বিষয় সকল রয়েছে”*- হতে পারে তা আমাদের জাগতিক শরীর যা পৃথিবীতে আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ... অথবা তা হল আমাদের অন্তরের খারাপ অংশ যা আমাদের জাগতিক বিষয়গুলোর প্রতি, মৃত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি টেনে নেয় (রোমীয় ৭:২৪)। তিনি খোলাসা করে বলেন–

প্রথমত: মানবিক চাহিদা, যার জন্য মানুষ বহু আগে থেকেই পরিচিত– পতিতাগমন, অশুচিতা, মোহ, কুঅভিলাষ এবং লোভ– এইসব ইন্দ্রিয়গত ক্ষুধা এবং শারীরিক অশুচিতা যা তারা আগেকার জীবনে প্রশ্রয় দিয়েছিল, আর তা ছিল খ্রীষ্টীয় জীবন এবং স্বর্গীয় আশার ভীষণ রকম অন্তরায়।

দ্বিতীয়ত: *“পৃথিবীর ভালবাসা এবং লোভ, এই সমস্ত তো এক রকম মূর্তিপূজা”*। এর মানে হল, জাগতিক বিষয়াদী এবং সুখভোগের প্রতি অত্যাধিক ভালবাসা, নিজের অন্তরে এসব সম্পর্কে অনেক বেশি মূল্যায়ন করা, সেগুলোকে লাভ করার জন্য অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা করা, সেগুলোকে যথাযথভাবে উপভোগ করার জন্য অতিরিক্ত ব্যতিব্যস্ত থাকা, সেগুলোকে হারিয়ে ফেলার ব্যাপারে অত্যাধিক ভয় এবং অপরিমিত কষ্ট পাওয়া। লক্ষ্য করুন, লালসা একটি আত্মিক মূর্তিপূজা। যে ভালবাসা এবং সম্মান শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য, তা জাগতিক বিষয়কে দিয়ে দেয়া অন্যায়। ঈশ্বরের চোখে এটি মারাত্মক বিদ্বেষমূলক কাজ এবং তা ঈশ্বরকে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে রাগিয়ে দেয়। সেই রাগ আমরা যতটুকু চিন্তা করতে পারি তার চেয়েও অনেক বেশি। এটা খুবই লক্ষণীয় একটি বিষয় যে, ভাল নবীরা কিতাবে বিভিন্ন ধরনের পাপের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন যেসব গুনাহে মানুষ স্বাভাবিকভাবে পতিত হয় কিন্তু সেখানে এমন একটি উদাহরণ নেই যে, কোন ভাল মানুষ বা নবীকে লোভ লালসার পাপের কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি এসব পাপের ধ্বংসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন (৬,৭ পদ)।

১) কারণ, আমরা যদি সেগুলোকে ধ্বংস না করি, তবে সেগুলোই আমাদের ধ্বংস করে দেবে। "এই সকলের কারণে অবাধ্যতার সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ উপস্থিত হয় (৬ পদ)"। দেখুন, স্বভাবগতভাবেই আমরা কম-বেশি প্রত্যেকেই অবাধ্যতার সন্তান। শুধুমাত্র অবাধ্যতার সন্তানই নই, বরং পাপের ক্ষমতার অধীন এবং স্বাভাবিকভাবেই অবাধ্য হতে চায়। *"দুষ্টরা গর্ভ হতেই বিপথগামী, তারা জন্ম হতেই মিথ্যা বলতে বলতে ভুল পথে যাতায়াত করে"* (গীতসংহিতা ৫৮:৩)। অবাধ্যতার সন্তান হওয়ার ফলে আমরা ক্রোধের সন্তান (ইফিষীয় ২:৩)। ঈশ্বরের ক্রোধ অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে নেমে আসে। যারা ব্যবস্থার অনুশাসন অনুসারে চলে না, তারা নিজেদের কাঁধে শাস্তি ডেকে আনে। তারা বিধর্মী এবং পৌত্তলিক অবস্থায় যে সব পাপ করতো, তিনি বিশেষভাবে সেসব পাপের কথা বলেছেন। তারা সেসময় অবাধ্যতার সন্তান ছিল। সেইসব পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছিল এবং ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের উপর নেমে এসেছিল।

২) আমাদের সেসব পাপ ধ্বংস করা প্রয়োজন কারণ সেসব পাপ আমাদের মধ্যে জীবিত থাকে। "আগে যখন তোমরা ঐ রকম জীবন-যাপন করতে তখন তোমরাও এই সকলের মধ্যে চলতে" (৭ পদ) লক্ষ্য করুন, আমরা আগে পাপের মধ্যে জীবন-যাপন করতাম, এটিই আমাদের পাপ পরিত্যাগ করার জন্য একটি উপযুক্ত কারণ। আমরা আগে ভুল পথে চলতাম, তাই এখন যেন আমরা সে পথে আর না চলি। আমরা পূর্বে যে জীবন যাপন করতাম, সে জীবন অযিহূদীদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারতো, সে জীবন ছিল কামনায় পূর্ণ জীবন (১ পিতর ৪:৩)। যারা অন্ধকার রাজ্যের কাজ করে বেড়ায় তাদের মধ্যে বসবাস করা কিন্তু তাদের সংস্পর্শে না আসাটা খুবই কঠিন কাজ। এটি যেন কাদার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া এবং পায়ে মাটি না লাগানোর মত। যারা মন্দ কাজ করে বেড়ায়, চলুন আমরা তাদের কাছ থেকে দূরে থাকি।

কলসীয় ৩:৮-১১ পদ

আমাদের যখন অপরিমিত লালসাকে ধ্বংস করতে হবে, তখন আমাদের অপরিমিত খারাপ স্বভাবগুলোকেও ত্যাগ করতে হবে। *"কিন্তু এখন তোমরাও রাগ, ক্রোধ, হিংসা, নিন্দা– এসব ত্যাগ কর"* (৮ পদ)। কারণ এই স্বভাবগুলো পাক- বাক্যের শিক্ষার পরিপন্থী। এছাড়াও আমাদের অমার্জিত নাপাকীতা দূর করে ফেলতে হবে। সুসমাচার আমাদের আত্মাকে দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী করে তোলে এবং আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে সঠিক জিনিস নির্বাচন করতে সাহায্য করে। রাগ এবং ক্রোধ খারাপ কিন্তু হিংসা নিকৃষ্ট। কারণ এটি আরো গভীরের বিষয়। হিংসা রাগকে বাড়িয়ে তোলে এবং স্থায়ী করে দেয়। দুষিত নীতিগুলো ঝেড়ে ফেলার সাথে সাথে তাদের থেকে উৎপন্ন নিন্দাকেও ঝেড়ে ফেলতে হবে। সমস্ত রকম খারাপ আলাপ বলতে এখানে শুধু ঈশ্বরের বিষয়ে খারাপ আলাপের কথা বলা হয় নি, বরং অন্য লোকদের বিরুদ্ধে বলা খারাপ কথাকে বোঝানো হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে খারাপ বাক্য বলা সম্পর্কে অথবা তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার কথা বলা হয়েছে।

খারাপভাবে তাদের নাম বা সুনাম ব্যবহার করাকে বুঝানো হয়েছে। কুৎসিত আলাপ মানে ইন্দ্রিয়াসক্ত অমার্জিত আলাপচারিতা, যা খারাপ মানসিকতা সম্পন্ন হৃদয় থেকে আসে এবং যারা সেই বাক্য শোনে তাদের অন্তরেও একই রকম মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মিথ্যাকে দূর করতে বলা হয়েছে। *"একজন অন্য জনের কাছে মিথ্যা কথা বলো না"* (৯ পদ) কারণ মিথ্যা সত্যের নিয়ম এবং ভালবাসার নিয়মের বিরোধিতা করে। এটি একই সাথে অনৈতিক এবং নিষ্ঠুর। এটি স্বভাবগতভাবে মানবজাতির মাঝে বন্ধুত্ব এব আস্থা ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যা আমাদেরকে শয়তানে পরিণত করে তোলে, যে কিনা সমস্ত মিথ্যার জনক এবং শয়তানের একটি বড় অংশ তখন আমাদের আত্মার মধ্যে আসন গেড়ে বসে এবং আমাদের মধ্যে তার প্রতিচ্ছবি প্রতিপলিত হয়। আর তাই আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, *"কেননা তোমরা পুরানো মানুষকে তার কাজসুদ্ধ কাপড়ের মত ত্যাগ করেছ এবং একজন নতুন মানুষকে পরিধান করেছ"* (১০ পদ)। তাই যেহেতু খ্রীষ্টের স্বার্থে এবং তার কারণে আমরা আমাদের পাপকে ঝেড়ে ফেলে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হয়েছি, তাই অবশ্যই আমাদের পাপ এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। যারা তাদের পুরাতন ব্যক্তিত্বকে তাদের কাজশুদ্ধ খুলে ফেলে নতুন ব্যক্তিত্বকে পরিধান করেছে তাদের যে শুধু ভাল নীতি অনুসারে চলতে হবে তা নয় বরং সবার সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রেখেও চলতে হবে। বলা হয়েছে নতুন মানুষটি জ্ঞানে নতুন হয়ে উঠেছে। কারণ একটি অজ্ঞ আত্মা কখনো ভাল আত্মা হতে পারে না। "প্রাণ জ্ঞানবিহীন হলে মঙ্গল নেই" (গীতসংহিতা ১৯:২)।

ইচ্ছা এবং অনুরাগের নতুনীকরণ এবং অনুধাবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কাজ করে থাকে। ঈশ্বর যখন এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন প্রথমেই আলো তৈরি করেছিলেন। এর পরেই তিনি তাঁর নিজের মত করে মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষের জন্য এটি খুবই সম্মানজনক বিষয় যে, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজ ছুরতে নিস্পাপ অবস্থায় তৈরি করেছিলেন। কিন্তু পাপের কারণে সেই ছুরত নষ্ট হয়ে গেল। তাই আবার অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে সেই মানুষকে নিষ্কলঙ্ক করার প্রয়োজন হল। যেন পবিত্রকৃত বা নিষ্কলঙ্ক হওয়ার পরে যেন সে সেই আদমের মত নতুন হয়ে ওঠে যাকে প্রথম দিন বানানো হয়েছিল। পবিত্র হবার এই নতুন সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন গ্রীক বা যিহূদী, তক্‌ছেদ করানো বা না করানো, বর্বও, স্কুথীয় বা দাস বা স্বাধীন হতে হবে এমন কোন শর্ত বা সুযোগ-সুবিধা নেই (১১ পদ)। বিভিন্ন দেশ, পরিবেশ বা জীবনের নানাবিধ পরিস্থিতি এই ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। একজনকে ধার্মিক হবার জন্য যতটুকু কাজ করতে হবে, অন্য সবাইকেই ততটুকু কাজ করতে হবে। একজন ঈশ্বরের কাছ থেকে যতটুকু অনুগ্রহ লাভ করবে, অন্য সবাই ঠিক ততটুকুই সুবিধা লাভ করবে। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে সমস্ত বিভেদ তুলে দেবার জন্য এসেছিলেন যেন সকলে একই সমান্তরালে একই দায়িত্ব এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ায়। আর খ্রীষ্ট সর্বেসর্বা এই কারণে খ্রীষ্ট সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সবকিছু, তাদের একমাত্র প্রভু এবং ত্রাণকর্তা , তাদের সবার আশা এবং সুখ। যারাই ধার্মিকতা লাভ করেছে, অন্য সব ধার্মিক লোকদের সাথে সমান মর্যাদার অধিকারী হবে, বাহিরের লোকেরা তাদেরকে যেভাবেই দেখুক না কেন। আর তাদের জন্য খ্রীষ্টই সর্বেসর্বা, তিনি আলফা এবং

ওমেগা, শুরু এবং শেষ: তিনি তাদের কাছে সবকিছু।

কলসীয় ৩:১২-১৭ পদ

প্রেরিত পৌল এখানে পরস্পর ভালবাসা এবং সহানুভূতি প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করেছেন। "করুণার অন্তর পরিধান কর" (১২ পদ)। আমাদের শুধু রাগ এবং ক্রোধ ত্যাগ করলেই চলবে না (যেমন ৫ পদে বলা আছে), বরং সেই সাথে দয়া এবং সহানুভূতিকে ধারণ করতে হবে। শুধু মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকা জানলেই হবে না, সেই সাথে কিভাবে অন্যের প্রতি মঙ্গল সাধন করা যায়, তাও শিখতে হবে।

প্রথমত, এ প্রসঙ্গে তিনি এখানে যেসব যুক্তি তুলে ধরেছেন তা খুবই প্রভাব ফেলবার মত। *"তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত জন, তাঁর পবিত্র ও প্রিয় লোক হিসেবে পরিধান কর"*। লক্ষ্য করুন,

১) যারা ধার্মিক এবং ঈশ্বরের মনোনীত অর্থাৎ ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন, এবং পবিত্র আর ঈশ্বরের প্রিয়... সবারই এ ধরনের লোক হবার জন্য প্রচেষ্টা থাকা উচিৎ।

২) যারা ঈশ্বরের মনোনীত জন, তাঁর পবিত্র ও প্রিয় লোক, তাদের এমন আচরণ করা উচিৎ যা তাদের সাথে মানায়, এবং তারা যেন তাদের যে সান্ত্বনা এবং সম্মান দেবার জন্য মনোনীত করা হয়েছে তারা যেন সেই সম্মান না হারান। তারা যখন ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক এবং মানুষের সামনে নম্র এবং ভালবাসাপূর্ণ হন তখনই তারা তাদের আচরণে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রত্যেককেই যে জিনিসগুলো পরিধান করতে হবে–

১) অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি: 'করুণার অন্তর', ভালবাসায় পূর্ণ করুণা। যারা করুণায় পূর্ণ হয়, তারা সকল বিষয়েই করুণাপূর্ণ হন। *"তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তেমনি তোমরাও দয়ালু হও"* (লূক ৬:৩৬)।

২) 'দয়ার ভাব' আর তা আমাদের বন্ধুদের প্রতি এবং যারা আমাদের ভালবাসে। ভদ্রোচিত ব্যবহার আমাদেরকে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হতে সাহায্য করে। কারণ সুসমাচার শুধু আমাদের অন্তরকে নরমই করে না, সেই সাথে তা মধুরও করে তোলে এবং যেভাবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে, সেভাবে অন্যদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বকেও বাড়িয়ে তোলে।

৩) 'নম্রতা'। নম্রতা আমাদেরকে উপরোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলতে এবং আমাদের ঔদ্ধত্তকে দমনে রাখতে সাহায্য করে। আমাদেরকে নম্র ব্যবহার করার পাশাপাশি নম্র হৃদয়েরও অধিকারী হতে হবে। *"আমার কাছে শিক্ষা কর, কারণ আমি মৃদুশীল এবং নম্রচিত্ত"* (মথি ১১:২৯)।

৪) 'মৃদুতা'- যারা আমাদের প্রতি গলাবাজি করে তাদের প্রতি মৃদুতা দেখাতে হবে। আমাদের কখনোই রাগ, অসম্মান, অবহেলা ইত্যাদির কারণে অন্যদের প্রতি আক্রমনাত্বক

হওয়া উচিৎ নয়।

৫) 'সহিষ্ণুতা'- যারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেই চলে তাদের প্রতি। *"ভালবাসা চিরসহিষ্ণু, ভালবাসা মধুর"* (১ করিন্থীয় ১৩: ৪)। অনেকেই তাদের জীবনে আসা ছোট ছোট পরীক্ষায় উৎড়ে যান কিন্তু বড় ধরণের পরীক্ষায় পিছিয়ে পরেন। কিন্তু আমাদের স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের জন্য দীর্ঘ কষ্ট এবং যাতনা সহ্য করতে হবে। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যন্ত্রনা ভোগ করেছিলেন। আমাদেরও তেমনি দীর্ঘ যন্ত্রনা ভোগ করার চর্চা রাখা উচিৎ।

৬) পারস্পরিক সহনশীলতা, সমস্ত রকম অসুস্থতা বা অপারগতার ক্ষেত্রে আমাদের পারস্পরিক সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে। *"পরস্পর সহনশীল হও"*। আমাদের সব ধরণের মানুষের সাথে বসবাস করতে হয়। আর তাই যারা আমাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে তাদেরকেও আমাদের মানিয়ে চলতে হবে। তাদের সামনে আমাদের নিজেদের জীবন দিয়ে ভাল কিছু উপস্থাপন করতে হবে।

৭) পরস্পর ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকা: "যদি কাউকেও দোষ দেবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর"। আমরা যখন এই পৃথিবীতে থাকি তখন নানা রকম খারাপীতে আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ থাকে এবং পরস্পর বিবাদের জন্য তেমন কোন গুরুতর উপলক্ষের প্রয়োজন পরে না। এমনকি ঈশ্বরের বাছাই করা লোকদের মাঝেও ঝগড়ায় জড়িয়ে পরার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। পৌল এবং বার্ণবার মধ্যেও একটি কঠিন মতোবিরোধ হয়েছিল এবং তাঁরা একে অপরকে ছেড়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫:৩৯)। একই ঘটনা দোখ পৌল এবং পিতরের মধ্যেও (গালাতীয় ২:১৪), কিন্তু এ ধরণের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হল অন্যকে ক্ষমা করে দেয়া। আমাদের মনে কোন রকম অভিযোগ রাখা যাবে না এবং কোন ধরণের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেবার ইচ্ছাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। আর এর কারণ হল– "প্রভু যেমন তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনি ক্ষমা কর"। খ্রীষ্ট আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, অন্যদেরকে আমাদের ক্ষমা করার জন্য এর চাইতে আর কিই বা বড় কারণ থাকতে পারে! এটি একটি যুক্তি যে, খ্রীষ্ট সবার পাপ ক্ষমা করতে পারতেন তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতা বলে, সেই সাথে আমরা যেন অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করি তারও একটি উদাহরণ। আমরা যদি আমাদের অন্যায়ের ক্ষমা চাই ঈশ্বরের কাছ থেকে তবে আমাদেরও অন্যদের অন্যায় ক্ষমা করতে হবে– *"আর আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা কর যেমন আমরাও নিজ নিজ অপরাধীদের ক্ষমা করেছি"।*

দ্বিতীয়ত, এই সবকিছুর উপরে, আরও কিছু বিষয়ের জন্য তোমাদের পরামর্শ দিতে চাই।

১. ভালবাসা পরিধান কর (পদ ১৪): আর এই সব গুণগুলোর উপরে ভালবাসা পরিধান কর *charity: epi pasi de toutois*— সব গুণগুলোর উপরে:- এইগুলো হোক তোমাদের উপরের জামা, পাঞ্জাবী, এগুলোই হোক তোমাদের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের চিহ্ন। অথবা এগুলোই আমাদের প্রধান গুণাবলী– "আর বিশ্বাসের সঙ্গে সদ্‌গুণ ও সদ্‌গুণের সঙ্গে ভাইদের প্রতি স্নেহ ও ভাইদের প্রতি স্নেহের সঙ্গে ভালবাসা যোগ করতে পার" (২ পিতর ১:৫-৭)। তিনি বিশ্বাসকে ভিত্তি হিসাবে দেখিয়েছেন এবং ভালবাসাকে প্রধান পাথর আখ্যা

দিয়েছেন আর এটি হল পূর্ণতার বন্ধন, এগুলো হল সকল সুখী সমাজের গঠন উপকরণ, খ্রীষ্টীয় জবনের ঐক্য স্থাপিত হয় পরস্পরের সাথে সর্বসম্মতিক্রমে একমত হওয়া ও পরস্পর ভালবাসার মধ্য দিয়ে।

(২) মহান ঈশ্বরের শান্তির কর্তৃত্বের হাতে আমাদের নিজেদের সমর্পন করা দরকার। খ্রীষ্টের *শান্তি তোমাদের অন্তরে কর্তৃত্ব করুক (১৫ পদ)*, এটাই হল আপনার সাথে ঈশ্বরের শান্তির সহাবস্থান এবং তার গ্রহণ করার ও অনুগ্রহের চেতনাস্বরূপ: অথবা তোমদের মধ্যে শান্তির বিন্যাসও বলা যেতে পারে: একটি শান্তির আত্মার কাছে শান্তি থাকে এবং এটিই শান্তি দান করে। একেই বলা হয় সদাপ্রভুর শান্তি। কারণ এটি হল তাঁরই কাজ। শুধু তাদের জন্য যারা তাঁর মধ্যে বাস করে, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য হল ধার্মিকতা ও শান্তিময়। রোমীয় ১৪:১৭ আয়াত– *"কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পানে নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মায় আনন্দ।"* এই শান্তিকে আপনার হৃদয়ে কর্তৃত্ব করতে দিন। সেখানে পরিচালনা ও শাসন করুক– যেন একজন আম্পায়ারের মত আপনার জীবনের সব বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। যাকে বল হয় এক দেহ। এই শান্তির জন্যই আমাদের ডাকা হয়েছে, সদাপ্রভুর শান্তিই হল আমাদের জন্য বিশেষ দয়া, আর ভাইদের সাথে শান্তিতে থাকা হল আমাদের দায়িত্ব। এক দেহে মিলিত থাকা হল একে অন্যের সাথে শান্তিতে থাকা: ঠিক যেমন একটি সাধারণ শরীর (১ করিন্থীয় ১২:২৭)। কারণ । *"কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পানে নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মায় আনন্দ।"* আমাদের মধ্যে এই শান্তি সুবিন্যাস্ত থাকার জন্য আমাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। মহান সদাপ্রভুর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃ তজ্ঞতা উৎসর্গ হল এমন একটি চমৎকার কাজ যেন এই কাজটি মানুষের সামনে আমাদেরকে শান্ত ও আনন্দময় করে তোলে। সামান্য কোন বিষয় বা মহত্ব নিয়ে একে অন্যকে হিংসা না করে বরং তার দয়ার দানের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ যেটি সাধারণভাবে তোমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে।

(৩) খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক (১৬ পদ): সুসমাচার হল খ্রীষ্টের কথা বা বাণী, যা আমাদের সকলের কাছেই এসেছে, কিন্তু এটাই শেষ নয়; তা আমাদের মধ্যে বাস করতে হবে। আমাদের বাসায় রাখতে হবে কিন্তু তা একজন গোলামের মত নয় বরং মালিকের মত। যার অধিকার থাকবে আদেশ করার, নির্দেশনা দেয়ার। আমাদের সকল পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা তাঁর কাছ থেকে আসা দরকার। সামনের দিনগুলোতে আমাদের জাগতিক শরীর, শক্তি, অনুগ্রহ ও শান্তি সব যেন আমাদের গৃহের প্রভুর কাছ থেকে আসে। অবশ্যই আমাদের মধ্যে বাস করবে, এটি আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে সবচেয়ে দক্ষ ও সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁর সাথে অবশ্যই আমাদের পরিচিতি থাকতে হবে যা আমাদের মঙ্গলের জন্য খুবই দরকার। *কাজেই তুমি শোন আর নিজের জীবনে তা কাজে লাগাও* (ইয়োব ৫:২৭)। এটি অবশ্যই প্রচুররূপে আমাদের মধ্যে বাস করা দরকার: সেটি শুধু নামে নয় বরং উত্তমরূপে বাস করতে হবে। অনেকের অন্তরে খ্রীষ্টের বাক্য বাস করে কিন্তু সেটা নামে মাত্র; এটা তাদের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না, তাদের প্রভাবিতও করে না। যখন সদাপ্রভুর বাক্য আমাদের অন্তরে প্রচুররূপে থাকে তখন

আমাদের আত্মিক জীবন স্বার্থক হয়। আমাদের মধ্যে কানায়, কানায় পূর্ণ হয়; এবং এই সমস্ত বাক্য হল খ্রীষ্টের দয়া। এটিই হল সর্ব বিজ্ঞতা। সঠিক বিজ্ঞতা প্রয়োগের প্রকৃত অফিস হল আমাদের নিজের জীবনে কাজে লাগানো। খ্রীষ্টের বাক্য আমাদের অন্তরে বাস করতে দিতে হবে, তা শুধু আকাশ-কুসুম কল্পনার জন্য নয়, নিজে মহান ডাক্তার বা কবিরাজ হওয়ার জন্য নয় বরং প্রজ্ঞায় ও বিজ্ঞতায় একজন খাঁটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হবার জন্য ও সকল বিষয়ে আমরা যেন বিজ্ঞতার সন্তান হিসেবে পরিচয় তুলে ধরতে পারি সেজন্য।

(৪) একে অন্যকে শিক্ষা দেয়ার ও সতর্ক করার জন্য: এটি আমাদেরকে সকল দয়ার মধ্যে বেড়ে উঠতে ভূমিকা রাখবে; সেহেতু আমরা অন্যদের জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে নিজেদের ধারালো করছি এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে গঠন করার দ্বারা নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করছি। আমাদের এবাদত ও আরাধনায় পরস্পরকে সাবধান করা উচিৎ। লক্ষ্য করি যে, গীতসংহিতার গীত গাওয়া শাস্ত্রে এক প্রকার নিয়ম রয়েছে; *psalmois kai hymnois kai odais* দায়ূদের গীত, এবং তাঁর আত্মিক কবিতাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাওয়ার জন্য প্রতিমার সামনের সকল বাজে ও অসার উপাসনার চেয়ে অনেক বেশি এগুলো উপযোগী। ধর্মীয় গীতগুলো মনে হয় এমন কিছু ভাব আবেগের দ্বারা বেষ্টিত যা মহৎ কিছু গড়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু যখন আমরা গীতসংহিতার গান করি তখন আমাদের অন্তরের কণ্ঠ ছাড়া অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করি না, উপরন্তু আমরা যথার্থভাবে তার গানের দ্বারা প্রভাবিত হই এবং সত্যের উপাসনার দ্বারা আরও নিগুঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করতে পারি। গীতসংহিতার গানে শিক্ষার পাশাপাশি প্রশংসারও নির্দেশ দেয়, আমরা শুধু নিজেদের উৎসাহিত করবো না, কিন্তু একে অন্যকে শিক্ষা দিয়ে সতর্ক করতে হবে; আমরা একসাথে জেগে উঠবো এবং অন্যদের নির্দেশনা দান করবো।

(৫) আর সবকিছুই খ্রীষ্ট যীশুর নামে কর (পদ ১৭): তাঁর আদেশ মত, তাঁর সাথে একমত হওয়া, তাঁর ক্ষমতার অধীনতা, তাঁর গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর ক্ষমতার উপর নির্ভর করা, যেন কোন্‌টি সঠিক ও কোন্‌টি ভুল তা জেনে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা-ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো: লক্ষ্য করি−

(১) সবকিছুতে আমাদের ধন্যবাদ কারা উচিৎ: *"সব সময় সব কিছুর জন্য আমাদের যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর"* (ইফিষীয় ৫:১০)। সর্বদা সব বিষয়ে ধন্যবাদ জানানো।

(২) খ্রীষ্টকেই অবশ্যই আমাদের সকল প্রশংসা ও প্রার্থনার মধ্যস্থতাকারী হতে হবে। আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পিতা-ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি, প্রসংসা করি। (ইফিষীয় ৫:২০) সব সময় সব কিছুর জন্য আমাদের যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর, যারা খ্রীষ্টের নামের মাধ্যমে সবকিছু করে তারা কখনো পিতা-ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে যায় না।

কলসীয় ৩:১৮-২৫ পদ

ইফিষীয় পত্রে যেমন পৌল অন্যান্যদের প্রতি বিশ্বাসীদের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তিনি কলসীয়দেরও সেই রকম শিক্ষা দিয়ে অধ্যায়ের সমাপ্ত করলেন। যে পত্রে ঈশ্বরের স্বর্গীয় অনুগ্রহের বিষয়ে যত বেশি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এবং খ্রীষ্ট ঈসাকে উজ্জলভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেই পত্রে অন্যদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব -কর্তব্যগুলোকেও তত বেশি জোর দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই, আমাদের সুসমাচারের ধর্মের প্রতি দায়িত্ব এবং সুখ-সাচ্ছন্দগুলোকে কখনো আলাদা করে দেখা উচিৎ নয়।

প্রথমত, এই অংশটি আরম্ভ হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্যকে নিয়েঃ *"স্ত্রীরা, তোমরা নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা হও, যেমন প্রভুতে উপযুক্ত"* (পদ ১৮)। বাধ্য হওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। এটি একই শব্দ যেটি আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষের অধীনতা স্বীকার করার বিষয়ে বুঝায়। প্রত্যেকটি আত্মা শক্তিশালী হোক এবং সশ্রদ্ধ বাধ্যতাকে প্রকাশ করা (রোমীয় ১৩:১)। কেনন ঈশ্বরের নিরূপিত না হলে কেউ কতৃত্বেও অধিকার পায় না এবং যেসব কর্তৃপক্ষ আছেন, ঈশ্বরই তাদের নিযুক্ত করে থাকেন। প্রত্যেকটি আত্মা যেন সেই সর্বশক্তিমানের বশিভূত হয়, এবং বাধ্যতাপূর্ণ আচরণ করে (ইফিষীয় ৫:২৪,৩৩)। কারণ হল, আদমকে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল, পরে হাওয়া আর আদম ছলনায় ভুলে নি কিন্তু হাওয়া ভুলেছিল এবং বিপথে গিয়েছিল (১ তিমথীয় ২:১৩,১৪)। তিনি ছিলেন সৃষ্টির প্রথম কিন্তু যারা শাস্ত্র লঙ্ঘন করেছে তাদের শেষে। প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট এবং স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ স্বামী, আর খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে নয়, বরং স্ত্রীলোক পুরুষ থেকে এসেছে। আর স্ত্রীর জন্য পুরুষ সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রী লোকের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতিক নিয়ম ও কার্যকারণ আমাদের মেনে নিতে হবে। সেই সাথ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা। কিন্তু বাধ্য হতে হবে, কঠোর মালিকের মত বা সৈরশাসকের মত নয়, যারা তার ইচ্ছা পালন করবে তারা আনন্দের সাথে করবে। কিন্তু স্ত্রী একজন স্বামীর প্রতি, নিজ স্বামীর প্রতি যে তার সবচেয়ে বেশি কাছের, তার বাধ্য হওয়ার জন্য একটি কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আর এটিই প্রভুর ইচ্ছা, এটাই বন্ধন তৈরি করে, এ দায়িত্বের জন্য তারা বাধ্য হবে। উদ্দেশ্য হল যথাসময়ে ঈশ্বর ও তার কর্তৃত্ব ও তার নিয়মের বাধ্য হওয়া। অন্যদিকে স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীকে ভালবাসতে হবে, এবং কটু ব্যবহার করা চলবে না (পদ ১৯)। তারা অবশ্যই বিশ্বস্ত ও নম্র মনোভাব নিয়ে ভালবাসা করবে, ঠিক যেমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবাসা করেন এবং মণ্ডলীর জন্য নিজের জীবনও দান করলেন (ইফিষীয় ৫:২৫, ২৪, ৩২)। *তোমরা যারা স্বামী, তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীকে ভালবাস*, এবং তারা কোন মতেই স্ত্রীর প্রতি তিক্ততার রূপ ধারণ করবে না। তাদের সাথে কথায় ও কাজের মধ্যে কোন ধরণের কঠোর আচরণ করবে না, কিন্তু তোমরা দয়ার ভালবাসা করতে বাধ্য হও। *কারণ পুরুষের জন্যই স্ত্রীর সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু স্ত্রীও পুরুষ ছাড়া নয় আবার পুরুষ ও স্ত্রী ছাড়া নয়, আবার স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পুরুষ এসেছে। (১ করিন্থীয় ১১:৯,১১,১২)।*

দ্বিতীয়ত, শিশু ও পিতা মাতার দায়িত্ব-কর্তব্যঃ সন্তানেরা, তোমরা সমস্ত বিষয়ে পিতা-মাতার বাধ্য হও, কেননা তা-ই প্রভুতে তুষ্টিজনক (পদ ২০) শিশুরা অবশ্যই নিজ নিজ

পিতামাতার আদেশ পালনের জন্য আগ্রহী হবে। পিতা-মাতা যেভাবে চান তারা সেভাবে চলবে, যেন তারা প্রাকৃতিক ভাবেই সেই ক্ষমতা পেয়েছে এবং তারা শিশুদের চেয়ে নির্দেশ প্রদানের জন্য অনেকাংশে যোগ্য। প্রেরিত পৌল ইফিষীয় ৬:২ পদে তাদেরকে পিতামাতাকে সম্মান করার পাশাপাশি তাদের প্রতি বাধ্য হতে বলেছেন। তারা অবশ্যই বাবা মাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিবে যেন তাদের জীবনের বাধ্যতা অবশ্যই তাদের চেতনা ও নম্রতা ভরা অন্তর থেকে এমনিতেই চালিত হয়। আর এটিই ঈশ্বরের কাছে বেশি আনন্দের ও গ্রহণযোগ্য বিষয়; আর এটাই প্রথম হুকুম যার সাঙ্গে প্রতিজ্ঞা রয়েছে, (ইফিষীয় ৬:২)। এর সাথে একটি সুস্পষ্ট প্রতিজ্ঞা যুক্ত রয়েছে; পিতা-মাতার বাধ্য সন্তানরা সফল হবে এবং এই পৃথিবীতে তারা দীর্ঘ জীবন পাবে। বাধ্য সন্তানদের অবশ্যই মঙ্গল হবে এবং তারা দীর্ঘায়ু লাভ করবে। আর পিতা-মাতাদেরও নম্র হতে হবে যেমন সন্তানেরা তাদের বাধ্য হয়, (পদ ২১)। বাবারা তোমরা সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, যেন তারা নিরুৎসাহিত হয়ে না পড়ে। তোমাদের কর্তৃত্বের ক্ষমতা নিয়ে তোমরা তাদের উপর কঠোর শাসন কায়েম করো না কিন্তু দয়া ও নম্রতার সাথে আচরণ কর যেন তারা যন্ত্রণার মধ্যে না থাকে, তাদের দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহিত না হয়। কঠোর শাসনে বেড়ে উঠা সন্তানেরা আরও কঠোর হয়ে উঠে। বাবা-মাদের কঠোর আচরণ ও হঠকারিতা শিশুদের জীবনের জন্য বাঁধাস্বরূপ হয় ও তাদের বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটায় (ইফিষীয় ৬:৪০)।

৩. দাস ও মনিব: *দাসেরা, যারা এই পৃথিবীতে তোমাদের প্রভু, তোমরা তাদের বাধ্য হও; চাক্ষুষ সেবা দ্বারা মানুষকে তুষ্ট করার মত নয়, কিন্তু অন্তঃকরণের সরলতায় প্রভুকে ভয় করে বাধ্য হও,* (পদ ২২)। দাসেরা অবশ্যই তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবে এবং অবশ্যই তাদের মনিবের আদেশের প্রতি বাধ্য হতে হবে, যেন তারা তারা তাদের স্বর্গীয় পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করছে। লোক দেখানোর জন্য নয়, মানুষকে খুশি করার জন্য নয়, শুধু মনিব উপস্থিত থাকা অবস্থায় নয় বরং তাদের মনিব যখন অনুপস্থিত থাকে তখনো। তাদের অবশ্যই পরিশ্রমী হতে হবে। এক অন্তকরণে, ঈশ্বরতে ভয় রেখে– কোনরূপ স্বার্থপর বা ভণ্ডামী না করে, যারা সদাপ্রভুকে ভয় করে তারা সদাপ্রভুর সম্মানের জন্য আচরণ করবে। লক্ষ্য করি, মহান ঈশ্বরের কর্তৃত্বকারী অন্তরের প্রতিটি মানুষ তাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সফল হবে। যে দাস সদাপ্রভুকে ভয় করে সে তার মনিবের অনুপস্থিতিতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাবে, কারণ তারা জানে যে, তারা সদাপ্রভুর দৃষ্টির নিচে রয়েছে। আদিপুস্তক ২০:১১ পদ লক্ষ্য করুন; *তখন অব্রাহাম বললেন, আমি ভেবেছিলাম এই স্থানের লোকদের ঈশ্বরের প্রতি ভয় নেই, অতএব এরা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে হত্যা করবে।* কারণ আমি ভেবেছিলাম এই এলাকার লোকদের ঈশ্বরের প্রতি ভয় নেই। নহিমিয় ৫:১৫ পদ, ...আমি তাদের মত করতাম না কারণ, আমি ঈশ্বরকে ভয় করতাম। তাই তোমরা যাই কর না কেন মনপ্রাণ দিয়ে কর, (পদ ২৩)। আনন্দের সাথে কর, অলসতা করো না। অথবা খুশি হয়ে করো বিরক্ত হয়ে নয়, ঈশ্বরের সম্মুখে কর যিনি তোমাকে এই অবস্থায় রেখেছেন। তোমরা যেন মানুষের জন্য নয় বরং সদাপ্রভুর জন্য করছো। এটি দাসের কাজকে আরও মহান করে তোলে যখন সে সদাপ্রভুর সম্মুখে তার গৌরব ও তার প্রতি বাধ্যতার বিষয় চিন্তা করে কাজ করে, শুধুমাত্র মানুষের জন্য বা মানুষের কাছে দায়ী বলে

কাজ করে না। লক্ষ্য করি, আমরা যখন মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে আমাদের দায়িত্ব পালন করি সত্যিই তখন আমরা সদাপ্রভুর প্রতি তা করি। আমি দাসদের উৎসাহের জন্য বলছি যে– একজন্য সৎ ও বিশ্বস্ত দাস তার দাসীর জন্য তাকে স্বর্গ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে না। *কেননা তোমরা জান, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা উত্তরাধিকাররূপ প্রতিদান পাবে; তোমরা প্রভু খ্রীষ্টের ই সেবা করছো; (পদ ২৪)*। খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে তোমরা তোমাদের মনিবের সেবা কর, যেন তোমরা খ্রীষ্টের ই সেবা করছ, এবং তিনিই তোমাদের যোগ্য বেতন দিবেন: শেষ সময়ে তোমরা গৌরবময় পুরস্কার লাভ করবে। যদিও তোমরা এখন দাস, তোমরা সেই পুত্রের উত্তরাধিকারী হবে। অন্যদিকে– *বস্তুত যে অন্যায় করে, সে তার অন্যায় কাজের প্রতিফল পাবে; আর প্রভু কারো মুখাপেক্ষা করেন না, (পদ ২৫)।* এটিই হল ন্যায় বিচারক ঈশ্বর, যে কেউ তাদের মালিকের প্রতি অন্যায় করবে তাদের বিচারের অধীন করা হবে, হতে পারে তারা মালিকের অগোচরে সে অন্যায়টি করেছে। তাদের অবশ্যই চরম শাস্তি দেয়া হবে এবং বিশ্বস্তদের পুরস্কৃত করা হবে; অন্যদিকে যদি মনিব অন্যায় করে– তাদের প্রতি কোন মমতা দেখানো হবে না। এই পৃথিবীর বিচার ন্যায় বিচার হবে নিখুঁত ও নিরপেক্ষ, এটি দাস ও মনিবকে সমানভাবে ওজন করবে; সেখানে বাহ্যিক কোন মর্যাদা বা তক্‌ছেদ করানোর দ্বারা বিচারে পক্ষপাতের কোন সম্ভাবনা নেই। বিচার সভায় সবাই একই সারিতে দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবে।

সম্ভবত এই সকল দায়িত্বের প্রতি প্রেরিত পৌলের ব্যক্তিগত কোন শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে; তাই তিনি ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে এ বিষয়ে উল্লেখ্য করেছেন। অন্য ধর্মাম্বলীদের সাথে, হোক সে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী, একজন তক্‌ছেদ করানো লোক বা ধর্মান্তরিত অযিহূদী লোক, যেখানেই অমিল রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সম্পর্কের দ্বারা তাদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হয়েছে সেই সকল কাজেও। আর যদি এমন অবস্থা সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে এটি অবশ্যই একজন বিশ্বাসীর প্রতি অন্য একজন্য বিশ্বাসীর উত্তম কাজ যেখানে দু'জনেই একই খ্রীষ্টের শিষ্য। যদি এটি সর্বত্রই বিস্তৃতি লাভ করে তাহলে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ এই পৃথিবীকে কতই না সুন্দর করে তুলবে; আর এটি প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতিটি বিষয়ে, জীবনের প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতই না প্রভাব ফেলবে!

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ৪

১) পূর্বের অধ্যায় শেষ করে এখানে এসে প্রেরিত পৌল মনিব বা কর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলে চলেছেন (১ পদ)।

২) তিনি প্রার্থনার দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন (২-৪) এবং যারা আমাদের সহচর্যে থাকে বা আমরা যাদের সাথে যোগাযোগ করে থাকি, তাদের সাথে যথোচিত ব্যবহার করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন (৫,৬ পদ)।

৩) সব শেষে তিনি তাঁর কতিপয় বন্ধুদের বিষয়ে সম্মানজনক সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর এই পত্রখানা শেষ করলেন (৭-১৮ পদ)।

কলসীয় ৪:১ পদ

প্রেরিত এই অংশে চাকর/দাসদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এই ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী অধ্যায়েই আলোচনা করেছেন এবং সম্ভবত সেই আলোচনার জের ধরেই এখানে অতিরিক্ত কিছু বিষয় আলোচনা করেছেন। এখানে আমরা খেয়াল করতে পারি,

১) তাদের প্রতি অবশ্যই ন্যায়বিচার করতে হবে: "দাসদের প্রতি ন্যায় ও সৎ ব্যবহার কর" (১ পদ), শুধু দৃঢ় ন্যায়বিচার হলেই হবে না, তার সাথে যুক্ত থাকতে হবে সৎ এবং দয়ার মনোভাব। তাদের প্রতি তোমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হও এবং তোমাদের চুক্তি সৎভাবে অনুসরণ কর। তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের সাথে প্রবঞ্চনা করো না, তাদের মজুরির ব্যাপারেও বঞ্চিত করো না (যাকোব ৫:৪)। তারা যতটুকু কাজ করতে সক্ষম তাদের দ্বারা তার চেয়ে বেশি কাজ করানো উচিৎ নয়। তাদের উপর অপ্রয়োজনীয় বোঝাও চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়, তাদের জন্য যেভাবে উপযুক্ত, ঠিক সেই রকম ব্যবহারই করুন, তাদেরকে সঠিক খাবার এবং চিকিৎসা দিন, সেইসাথে যদিও তারা অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে আসতে পারে কিংবা অনেক নিচু কাজও তাদের করতে হতে পারে তথাপি তারা যেন আনন্দের সাথে কাজ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া উচিৎ এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১) এইসব করার পেছনে একটি কারণ রয়েছে: "এই কথা জেনো যে, তোমাদেরও এক প্রভু স্বর্গে আছেন"। পৃথিবীতে যারা মনিব রয়েছেন, তাদেরও আরো একজন মনিব রয়েছেন। তাঁরাও আরো একজন মহান মনিবের সেবা করেন। আমরা নিজেরা নিজেদের

প্রভু নই, আমাদেরও আমাদের মনিবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক সেই কারণে অধস্তন চাকরদের সাথে এমন ব্যবহার করুন ঠিক যেমন ব্যবহার আপনি আপনার প্রভুর কাছ থেকে আশা করেন, আর যারা ঈশ্বরকে প্রভু বলে স্বীকার করেন, তাদের অবশ্যই এই বিষয়টি খেয়ালে রাখতে হবে। মনিব এবং দাস উভয়ই বস্তুতঃ একই প্রভুর সেবা করে থাকে এবং সেই দিক থেকে উভয়কেই একইভাবে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে শেষে জবাবদিহি করতে হবে। "তোমরা তো জান যে, তাদের এবং তোমাদের একই প্রভু এবং তিনি স্বর্গে আছেন" (ইফিষীয় ৬:৯)।

কলসীয় ৪:২-৪ পদ

পূর্ববর্তী পদের সাথে যদি এই পদগুলোর সংযোগ সাধন করা হয়, তবে আমরা লক্ষ্য করতে পারবো যে, অধীনস্ত দাসদের জন্য প্রার্থনা করা মনিবদের অন্যতম দায়িত্ব। হঠাৎ হঠাৎ নয়, সেই প্রার্থনা হতে হবে প্রতিদিন অথবা "প্রার্থনায় নিবিষ্ট থেকে"। শুধু চাকরদের প্রতি দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ন থাকলেই চলবে না, বরং ঈসায়ী, তথা ধর্মীয় দায়িত্বও তাদের প্রতি পালন করতে হবে। তাদের শরীরের ভাল-মন্দের প্রতি যেমন খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক তেমনি তাদের আত্মার প্রতিও যত্নশীল হতে হবে। যেহেতু তাদের পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই আপনার সাফল্য আসে সেইজন্য তাদের উপর আপনার প্রভাবের উপযুক্ত ব্যবহারের বিষয়ে আপনার জবাবদিহিতার কথা চিন্তায় রাখতে হবে কারণ তাদের উপর ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ সেই অনুগ্রহের ব্যবহার করতে হবে। প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকা সকলের দায়িত্ব। প্রার্থনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখুন, অন্যান্য কাজের চাপে প্রার্থনায় সময় দেয়া থেকে বিরত হবেন না। আপনার এই দায়িত্বের প্রতি আপনার হৃদয়কে নিবিষ্ট রাখুন, পথভ্রষ্ট হবেন না বা থেমে যাবেন না। শেষ পর্যন্ত জেগে থেকে প্রার্থনা চালিয়ে যান। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রার্থনা করার সমস্ত সুযোগ কাজে লাগানো উচিৎ। সেই সাথে তাদের নির্দিষ্ট কিছু সময় বের করে নেয়া উচিৎ যাতে করে তারা যতদূর সম্ভব পারিপার্শিক সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং নিজেদেরকে সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলে বেষ্টিত করে এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে নিবিষ্ট রাখতে পারে– ধন্যবাদ সহকারে, অথবা যে অনুগ্রহ তারা লাভ করেছে তার বিষয়ে বিনীতভাবে স্বীকার করে। ধন্যবাদ আদায় প্রার্থনার অন্যতম বিশেষ অংশ হওয়া প্রয়োজন - "*আর সেই সঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর*" (৩ পদ)। মণ্ডলীর লোকদের তাদের মণ্ডলীর নেতাদের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের হৃদয়ে সর্বদা তাদের নেতৃত্বদানকারী নেতাদেরকে স্থান দিতে হবে যেন তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে সবসময় উপস্থিত থাকতে পারেন। যেমনটি তিনি অন্যান্য যায়গায়ও বলেছেন, "যখন তোমরা নিজেদের জন্য প্রার্থনা কর, তখন আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে ভুলে যেও না," (ইফিষীয় ৬:১৯; ১ থিষ ৫:২৫; ইব্রীয় ১৩:১৮) *ঈশ্বর আমাদের মুখের দরজা খুলে দেবেন* - এর অর্থ হল– হয় সুযোগ তৈরি করে দাও, নতুবা নিজেই প্রচার কর (যেমনটি তিনি বললেন, *একটি মস্ত সুযোগ আমাদের জন্য তৈরি হয়েছে,* ১ করি ১৬:৯)। অথবা হয় আমাকে শক্তি-সামর্থ এবং সাহস দাও, বা স্বাধীনতা এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে আমাকে উপযুক্ত করে তোল। তাই

তিনি বলেন, আমার জন্যও প্রার্থনা কর যেন মুখ খুলবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া হয়, যাতে আমি সাহসপূর্বক সুসমাচারের সেই নিগূঢ় তত্ত্ব জানাতে পারি" (ইফিষীয় ৬:১৯) । এর মানে হয় সুসমাচারের একদম গভীর শিক্ষা যেখানে খ্রীষ্ট হলেন প্রধান (পৌল একে ইঞ্জিলের সেই নিগূঢ় তত্ত্ব) বলে অভিহিত করেন (ইফিষীয় ৬:১৯)। অথবা অযিহূদী পৃথিবীতে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করাকে তিনি বলেছেন নিগূঢ় তত্ত্ব, যাকে তিনি বছরের পর বছর ধরে লুক্কায়িত নিগূঢ় তত্ত্ব (১ অধ্যায় ২৬) এবং *খ্রীষ্ট বিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্ব* (ইফিষীয় ৩:৪ পদ) বলেছেন। কারণ, এটি এখন চুক্তিবদ্ধ বিষয়। তিনি রোমে দুর্ধর্ষ বিরোধিতাকারী বিদ্বেষপূর্ণ যিহূদীদের দ্বারা বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তাই তিনি মণ্ডলীর লোকদের বললেন, যেন তারা তার জন্য প্রার্থনা করে যাতে তিনি যেন হতাশ না হন কিংবা তার দুঃখভোগের কারণে তাঁর কাজ থেকে বিচ্যুত না হন। "যেন আমার যেমন বলা উচিত তেমনি তা প্রকাশ করতে পারি" (৪ পদ)। অর্থ, আমি সেই নিগূঢ় তত্ত্ব যারা শুনতে পায় নি, তাদের জানাতে পারি, তাদেরকে তা সহজভাবে বোঝাতে পারি। আমার যেভাবে সেই কাজ করা উচিৎ "প্রত্যেকের কাছে আমি সেই সুসমাচার পৌঁছাতে পারি এবং প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করতে পারি" ঠিক সেইভাবে আমি যেন তা করতে পারি (১ অধ্যায়)। তিনি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার যা কিছু আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তার হয়ে তারা প্রার্থনা করে। সবাই যেমন জানে, তেমনি পৌলও জানতেন কেমন করে কথা বলতে হয়, কিন্তু তারপরও তিনি তাদেরকে তার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন যেন তিনি উপযুক্ত কথা বলতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উঁচু স্তরের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরও সাধারণ শ্রেণীর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করা প্রয়োজন। প্রধান বক্তাদের জন্যও প্রার্থনা প্রয়োজন যেন ঈশ্বর তাদের মুখের দরজা খুলে দেন এবং তাদের যা বলা প্রয়োজন তা যেন তারা বলতে পারেন।

কলসীয় ৪:৫-৬ পদ

প্রেরিত পৌল তাদের উৎসাহ দিলেন যেন তারা যাদের সাথে ওঠাবসা করে, যারা বিধর্মী, অথবা বিশ্বাসী নয় এমন লোক যারা তাদের মধ্যে বসবাস করে এমন লোকদের সাথে যেন তারা বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার সাথে আচরণ করে (৫ পদ): তোমরা বাইরের লোকদের প্রতি বুদ্ধিপূর্বক আচরণ কর। তাদের সাথে যখন কথাবার্তা বলবেন তখন সাবধান থাকুন, যেন তাদের দ্বারা আপনি ক্ষতিগ্রস্থ না হন কিংবা তাদের কোন প্রথা আপনাকে প্রভাবিত করতে না পারে; কারণ– খারাপ সঙ্গ ভাল বিবেককে নষ্ট করে দেয়। এমনকি আমাদের দ্বারা যেন তাদের কোন ক্ষতি না হয়, ধর্মের বিষয়ে তাদের যে অন্ধ বিশ্বাস তা যেন বৃদ্ধি না পায় কিংবা তারা যেন কোনভাবেই আমাদের অপছন্দ না করে সেজন্যও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হ্যাঁ, তাদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু পারেন তাই করুন, নিজের ধর্মকে তাদের সামনে তুলে ধরার প্রতিটি সুযোগের ব্যবহার করুন। "সুযোগ কিনে নাও" এর অর্থ হল তাদের প্রতি ভাল কিছু করার জন্য প্রতিটি সুযোগের উন্নয়ন ঘটানো এবং আপনার সময়কে সঠিক কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা। যথাসময়ে অন্যের মঙ্গল সাধনের

সুযোগের ব্যবহার করা আমাদের ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। আরও বলা হয়েছে, "*সেইজন্য তোমরা কিভাবে চলছ সেই বিষয়ে সাবধান হও, অজ্ঞানের মত না চলে জ্ঞানবানের মত চল। বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, কেননা, এই কাল মন্দ*" (ইফিষীয় ৫:১৫,১৬)। যেন তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ তারা না পায়, অথবা তাদের খারাপ স্বভাব তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত না হয়। মন্দ কাল বলতে বুঝানো হয়েছে বিপদজনক অথবা সমস্যাসংকুল এবং কষ্টদায়ক। অন্যদের সাথে মেশার সময় সাবধান থাকতে হবে "তোমাদের কথাবার্তা সব সময় অনুগ্রহ সহযুক্ত হোক" (৬ পদ)। সকলের সাথে যেমন অবিশ্বাসীদের সাথে, তেমনি বিশ্বাসীদের সাথে। আপনাদের কথপোকথন হতে হবে একজন উপযুক্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর মত– এমন যা অন্যকে সচেতন করে তোলে, ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত। সেই কথপোকথন যে সব সময় অনুগ্রহের কথা হবে, তা নয় কিন্তু তা হবে সবসময় অনুগ্রহে পরিপূর্ণ। হতে পারে আমরা যে সব বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা খুবই প্রাত্যহিক কিন্তু তা অবশ্যই দয়াপূর্ণ এবং খ্রীষ্টীয় ভদ্রতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে– তা হবে 'লবণ দ্বারা স্বাদযুক্ত' খাবারের মত। আমাদের কথাবার্তায় অনুগ্রহ হচ্ছে লবণের মত যা একে দামী করে তোলে এবং একে পাপ থেকে দূরে রাখে। যেন "কাকে কেমন উত্তর দিতে হয় তা যেন তোমরা জানতে পার" একটি উত্তর কোন একজনের জন্য উপযুক্ত হতে পারে আবার আরেক জনের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে (হিতোপদেশ ২৬:৪,৫ পদ)। আমাদের প্রজ্ঞার প্রয়োজন যেন যারা আমাদের ধর্ম নিয়ে নেতিবাচক প্রশ্ন তোলে তাদের প্রত্যেককে আমরা বিশেষভাবে উত্তর দিতে পারি, আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি দেখাতে পারি এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা বা আমাদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা থেকে সুযোগ নিতে চাওয়াটা যে কতটা অযৌক্তিক তা প্রমাণ করতে পারি। "কেউ যদি তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার কথা জিজ্ঞেস করে, তাকে উত্তর দিতে সবসময় প্রস্তুত থাক। কিন্তু নম্রতা ও ভয় সহকারে উত্তর দিও, সৎ বিবেক রক্ষা করো (১ পিতর ৩:১৫)।

কলসীয় ৪:৭-১৮ পদ

পত্রের শেষে পৌল তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে সম্মান জানিয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সেই সম্মান এত মহান যে, ঈশ্বরের সুসমাচারে তাদের নাম লিপিবদ্ধ হল। পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত যেখানেই এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানে তাদের নামও উল্লেখ করা হবে।

প্রথমত: তিনি তুখিকের সম্বন্ধে বললেন, যার মাধ্যমে তিনি এই পত্রখানা পাঠিয়েছিলেন (৭ পদ)। তিনি লিখিতভাবে সেই মণ্ডলীর লোকদের কাছে তার বিষয়ে জানান। তুখিক সেই সব কথা নিজের মুখেই বলতে পারবেন এবং খুব ভালভাবেই তা করতে পারবেন বলে পৌল তার উপর আস্থা রাখেন। তিনি জানতেন যে, তুখিকের মুখ থেকে তার বিষয়ে খবরা-খবর পেয়ে তারা কেমন খুশি হবে। মণ্ডলী সব সময় ভাল পরিচারকদের ব্যাপারে খবর জানতে আগ্রহী এবং তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর না নিয়ে থাকতে পারে না। তিনি

তুখিককে "প্রভুতে প্রিয় ভাই, বিশ্বস্ত পরিচারক" বলে ডেকেছেন। পৌল নিজে একজন মহান প্রেরিত ছিলেন, তিনি একজন পরিচারককে তার ভাই এবং খুব কাছের প্রিয় ভাই হিসেবে জয় করেছিলেন। কাউকে বিশ্বস্ত হিসেবে পাওয়া খুবই উপভোগ্য, এই গুণটি একজনকে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার পাত্র হিসেবে তুলে ধরে। "এবং ঈশ্বরতে সহ-দাস", পরিচারকেরা খ্রীষ্টের দাস এবং একে অন্যের সহ-গোলাম। যদিও তাদের কাজের ধরণ আলাদা এবং তাদের দায়িত্বও আলাদা তথাপি তাদের একজনই প্রভু আছেন। লক্ষ্য করুন, যখন পরিচারকরা একে অন্যের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ এবং যত্নশীল হন, সেইসাথে যে কোন উপায়ে একে অন্যকে সমর্থন করে এবং অন্যের সম্মানকে বাড়িয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করে তখন সুসমাচারের সৌন্দর্য এবং শক্তি অনেক বেড়ে যায়। তিনি তাদের কাছে তাকে শুধু তার সম্পর্কে বলার জন্যই পাঠান নি বরং তার কাছে তাদের সম্পর্কে খবর সরবরাহ করার জন্যও পাঠিয়েছিলেন।

তোমাদের কাছে তাঁকে এই কারণে পাঠালাম যেন তোমরা জানতে পার যে, আমরা কেমন আছি এবং তিনি যেন তোমাদের অন্তরে উৎসাহ দান করেন (৮ পদ)। তিনি ভেবেছিলেন, তারা যেমন তার সম্পর্কে সহানুভূতি জানাতে বাধ্য তেমনি তিনিও তাদের প্রতি সহানুভুতিশীল হতে বাধ্য। প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও সহ-ঈমানদারদের একই রকমের উপলব্ধি থাকাটা খুবই সান্ত্বনাদায়ক একটি ব্যাপার।

দ্বিতীয়ত, ওনীষিমের ব্যাপারেঃ "আর বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই ওনীষিমকেও তাঁর সঙ্গে পাঠালাম, যিনি তোমাদেরই এক জন (৯ পদ)।" তাকে রোম থেকে তুখিকের সাথে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তিনি পৌলের সাথে বন্দী ছিলেন, (ফিলিপীয় ১০)। তিনি ফিলীমনের দাস ছিলেন। তিনি সেই মণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন কিন্তু পরিচারক ছিলেন না। তিনি তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে রোমে গিয়েছিলেন এবং পরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। আর এখন তাকে ফিলীমনের কাছে পত্র দিয়ে আবার পাঠানো হয়েছে এবং ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিচিত করে দেয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন, যদিও তিনি তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। তারা একই সুযোগের অংশীদার এবং একই পুরস্কারের অধিকারী হয়। ঈশ্বরের একজন সামান্য দাস ছিলেন এবং খারাপভাবে জীবন যাপন করতেন, তবুও মন ফেরানোর পর পৌল তাকে বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। জীবনের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কিংবা পূর্বেকার জীবনের সবচেয়ে জঘন্য কাজও দায়িত্বশীল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দেয়া সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাস দ্বারা যারা বিশ্বাস তরে তাদের সকলের প্রতি বর্তে– কারণ প্রভেদ নেই (রোমীয় ৩:২২)। যিহূদী বা গ্রীক, দাস বা স্বাধীন, নর আর নারীর মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলে এক হয়েছ, (গালাতীয় ৩:২৮)। এ সময়টি ছিল সম্ভবত ওনীষিমের বিশ্বাস করা এবং ফিলীমনের কাছে ফেরত পাঠানোর কিছু সময় পরে, আর সেই সময়ে তিনি পরিচারকের কাজ বা প্রচারের কাজে যোগ দেন, এটি আমরা বুঝতে পারি কারণ পৌল তাকে তার ভাই বলেছেন।

তৃতীয়ত, আরিষ্টার্খ, পৌলের একজন সহবন্দী। যারা একসাথে সেবাকাজ এবং যাতনাভোগে অংশ নেয়, তাদের সকলেরই একই পবিত্র ভালবাসায় আবদ্ধ থাকা উচিৎ।

যারা পৌলের সাথে কারাদণ্ড ভোগ করেছিল এবং যারা তাঁর সাথে কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের প্রতি পৌলের বিশেষ ধরনের মমতা ছিল।

চতুর্থত, বার্ণবার আত্মীয়, মার্ক; ইনি সম্ভবত সেই মার্ক যিনি তার নিজের নামে একটি সুসমাচার লিখেছিলেন। "তিনি যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হন তবে তাঁকে গ্রহণ করো। পূর্বে বার্ণবার ভাগ্নে মার্ককে নিয়ে বার্নাবাসের সাথে পৌলের মতভেদ হয়েছিল। "পৌল মনে করেছিলেন যে, তাকে তাদের সঙ্গে নেয়া উচিৎ নয়। কারণ এই ব্যক্তি পাম্ফুলিয়াতে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে কাজে যান নি (প্রেরিত ১৫:৩৮)। তিনি সে সময় মার্ককে আর কাজে নেন নি বরং সীলকে নিয়েছিলেন। কারণ মার্ক তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আর এখন পৌল তাঁর সাথে যে শুধু মিটমাট করে ফেললেন তা নয়, সেই সাথে মণ্ডলীকে আদেশ দিলেন, তারা যেন মার্ককে সম্মান দেখায়, এর মধ্য দিয়ে তিনি একজন সত্যিকারের খ্রীষ্টীয় ক্ষমার আত্মার উদাহরণ দিলেন। যদি লোকেরা কোন অন্যায় করেই ফেলে তবে তাদের সেই অন্যায় মনে রাখা উচিৎ নয়। আমাদের অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দেবার সাথে সাথেই তাদের অন্যায় ভুলে যেতে হবে। "ভাইয়েরা, যদি কেউ কোন অপরাধে ধরা পড়ে, তবে যারা আত্মিক, তোমরা তেমন ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর। তোমরা নিজের বিষয়ে সতর্ক থেকো যেন তোমরাও পরীক্ষাতে না পড়" (গালাতীয় ৬:১)।

পঞ্চমত: এখানে যীশু নামে আরেক জনের কথা পাওয়া যায়। এটি হিব্রু যশুয়া নামের গ্রীক অনুবাদ। (ইব্রীয় ৪:৮) "বস্তুত: যিহোশূয় যদি তাদেরকে বিশ্রাম দিতেন, তবে ঈশ্বর তার-পর অন্য দিনের কথা বলতেন না"। ত্রাণকর্তার সম্মানার্থে সম্ভবত তিনি তার নাম পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। তাকে যুষ্ট নামে ডাকা হত। অথবা যীশু তার যিহূদী নাম ছিল (তিনি একজন তক্‌ছেদ করানো যিহূদী ছিলেন) এবং যুষ্ট তার রোমান নাম ছিল। "তক্‌ছেদ-করানো লোকদের মধ্যে কেবল এই কয়েক জন ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে আমার সহকারী; এঁরা আমার সান্ত্বনাজনক হয়েছেন।"

লক্ষ্য করুন, প্রেরিত পৌল কি ধরণের পবিত্র লোক এবং পরিচারক সঙ্গীদের নিয়ে আনন্দিত ছিলেন! একজন ছিলেন তাঁর দাস, একজন ছিলেন তার সহ-বন্দী এবং তারা সকলেই ছিলেন তার সহকর্মী যারা পরিত্রাণের স্বাদ লাভ করবার পরে অন্যদের পরিত্রাণের জন্য প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। উত্তম প্রচারকেরা তাদের সহকর্মীদের (যারা মহান ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে) নিয়ে সব সময় আনন্দিত থাকেন। তাদের বন্ধুত্ব এবং ভাবের আদান-প্রদান সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এবং খারাপ পরিস্থিতিতে নতুন শক্তি যোগায়।

"ইপাফ্রা তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, তিনি তো তোমাদেরই এক জন, খ্রীষ্ট যীশুর দাস; তিনি সব সময় প্রার্থনায় তোমাদের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করছেন, যেন তোমরা পরিপক্ক হও ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক।"

ষষ্ঠত, ইপাফ্রা (১২ পদ) আর ইপাফ্রিয় একই ব্যক্তি। "তিনি তো তোমাদেরই এক জন", অর্থাৎ তোমাদের মণ্ডলীর একজন। ... তিনি তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, অথবা,

প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। "তিনি সব সময় প্রার্থনায় তোমাদের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করছেন"। বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করার বিষয়টি ইপাফ্রা প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে শিখেছিলেন। লক্ষ্য করুন,

১) তিনি কিভাবে প্রার্থনা করতেন! তিনি প্রার্থনায় শ্রম দিতেন, মল্লযুদ্ধ করতেন এবং সবসময় তাদের জন্য প্রার্থনায় মল্লযুদ্ধ করতেন। যারা প্রার্থনায় ফলপ্রসূ হয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, তারা প্রার্থনায় কষ্টভোগ করতেন। আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমাদের অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করতে হবে। শুধু আমাদের জন্য যখন করবো, তখন যে তা করতে হবে তা নয়, বরং অন্যদের জন্য যখন প্রার্থনা করবো, তখনো তা করতে হবে। এ রকম ঐকান্তিক প্রার্থনাই স্বার্থক প্রার্থনা যা "মহা শক্তিযুক্ত এবং কার্যকরী" (যাকোব ৫:১৬) এবং আমরা আরো দেখি, এলিয় দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করলেন যেন বৃষ্টি না হয় এবং তিন বছর সেখানে বৃষ্টি হয় নি (১৭ পদ)।

২) তাঁর প্রার্থনার বিষয়বস্তু কি ছিল: "যেন তোমরা পরিপক্ক হও ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক"। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, পরিপক্ক হয়ে নিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাই আমাদের এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের জন্য আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা হওয়া উচিৎ। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যেন তার নৈতিক শাসন মেনে চলে এবং তাঁর আনুগত্য লাভ করে তাঁর রাজ্যের আনন্দময় জীবনের অধিকারী হয়। আমাদের তাঁর এই মহান ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে, একাগ্র চিত্তে এবং দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। প্রেরিত ইপাফ্রার সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে কলসীয় মণ্ডলীর লোকদের জন্য তাঁর মনে গভীর অনুভুতি ছিল। "আমি তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি" অর্থ: আমি তার সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে, তোমাদের জন্য তার বিশেষ চিন্তা রয়েছে, আর তিনি তোমাদের জন্য যা কিছু করেন না কেন তা তোমাদের জন্য তার মঙ্গল ইচ্ছা থেকেই আসে। শুধু তাদের জন্যই নয়, তার সেই গভীর অনুভুতি সেই মণ্ডলীকে ছাড়িয়ে যাঁরা লায়দিকেয়াতে ও যাঁরা হিয়রাপলিতে আছেন তাদের জন্যও বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাঁর নিজের মণ্ডলীর লোকদের সুযেগ-সুবিধা দেখার পাশাপাশি তিনি প্রতিবেশী এলাকাগুলোর বিশ্বাসীদের প্রতিও দায়িত্বশীল ছিলেন।

সপ্তমত, তিনি আর একজন ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করেছেন যার নাম লূক, তাঁকে তিনি "প্রিয় চিকিৎসক" বলে সম্বোধন করেছেন। ইনি সেই ব্যক্তি যিনি একটি সুসমাচার লিখেছিলেন এবং প্রেরিতের প্রিয় চিকিৎসক ছিলেন এবং প্রেরিতের সার্বক্ষণিক সাথী ছিলেন। খেয়াল করুন, তিনি একাধারে একজন চিকিৎসক এবং সুসমাচার প্রচার কারী ছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট নিজেও একই সাথে শিক্ষা দেবার পাশাপাশি অসুস্থদের সুস্থ করতেন। তিনি সমস্ত মণ্ডলীর প্রধান প্রবক্তা এবং সেই সাথে একজন মহান চিকিৎসক। *দীমা, তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।* লূক সকলের প্রিয় চিকিৎসক ছিলেন যিনি তাঁর গুণাবলী দিয়ে নিজেকে তাঁর বন্ধুদের কাছে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিলেন। পরিচারকদের জন্য চিকিৎসা সেবা দেবার যোগ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যার মধ্য দিয়ে তারা অন্যদের

বিশেষভাবে সেবা করতে পারেন এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে বেশি বেশি শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন।

অষ্টমত, দীমা। তিমথীর কাছে দ্বিতীয় পত্রটি লেখার আগে এই পত্রখানা লেখা হয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নাই। সেখানে আমরা দেখতে পাই "কেননা দীমা এই বর্তমান যুগকে ভালবাসতে আমাকে ত্যাগ করেছে এবং থিষলনীকীতে গেছে" (২ তিমথীয় ৪:১০)। কেউ কেউ মনে করে থাকেন, এই পত্রটি পরে লেখা হয়েছে, আর যদি তাই হয়, তবে এটি একটি চমৎকার প্রমাণ যে, যদিও দীমা পৌলকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন, তথাপি তিনি খ্রীষ্টকে ছেড়ে যান নি। কিংবা তিনি কিছু সময়ের জন্য পৌলকে ছেড়ে গিয়েছিলেন এবং পরে নিজের ভুল শুধরে আবার ফিরে এসেছেন। পৌল তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং নিজের ভাই বলে গণ্য করেছেন। আর যদি এমন হয় যে, তিনি এই পত্রটি আগে লিখেছেন, তবে এটা প্রমাণিত হয় যে, দীমা কেমন গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক ছিলেন, তার পরেও তিনি পরবর্তীতে বিদ্রোহ করেছিলেন! এমন অনেক লোক আছে যারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক সম্মানের আসনে বসেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে ভীষণ লজ্জাজনকভাবে ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– "তারা আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে হয়েছে; কিন্তু আমাদের লোক ছিল না; কেননা যদি আমাদের হত তবে আমাদের সঙ্গে থাকতো; কিন্তু তারা বের হয়ে গেছে, যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সকলে আমাদের নয়" (১ যোহন ২:১৯)।

নবমত, কলসীর প্রতিবেশী মণ্ডলী লায়দিকেয়া-নিবাসী ভাইদেরকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌল তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তাদের আদেশ করেছেন যেন এই পত্রটি লায়দিকেয়া মণ্ডলীতে যেন পড়া হয় (১৬ পদ), অর্থাৎ লায়দিকেয়া মণ্ডলীতে এই পত্রের একটি অনুলিপি পাঠাতে হবে যেন সেখানে উপস্থিত সমাবেশে সবার সামনে তা পড়া হয়। অনেকে মনে করেন, লায়েদিকেয়া মণ্ডলীতে আরো একটি পত্র দেয়া হয়েছিল এবং তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল তারাও যেন সেটি পাঠ করে– "এবং লায়দিকেয়া থেকে যে পত্র পাবে, তা যেন তোমরাও পাঠ কর"। যদি সে রকমই হত, তবে সেটা হারিয়ে গেছে এবং ক্যানন হবার সময় তা খুঁজে পাওয়া যায় নি। কারণ যতগুলো পত্র লেখা হয়েছিল তার সব সংরক্ষণ করা হয় নি। "যীশু আরও অনেক কাজ করেছিলেন, সেসব যদি এক এক করে লেখা হত, তবে আমার মনে হয়, লিখতে লিখতে এত কিতাব হয়ে উঠতো যে, পৃথিবীতেও তা ধরতো না" (যোহন ২১:২৫)। কিন্তু অনেকে মনে করেন এটা সেই পত্র, যা ইফিষীয়দের কাছে লেখা হয়েছিল, যেটি এখনো বর্তমান।

দশমত: নুম্ফা নামে এমন একজন লোকের কথা বলা হয়েছে যিনি কলসীতে বাস করতেন এবং যার বাড়িতে একটা মণ্ডলী ছিল। অর্থাৎ সেই পরিবারটি একটি ধার্মিক পরিবার ছিল যেখানে প্রতিদিন উপাসনার কিছু কিছু অংশ পরিচালিত হত, অথবা যখন বাহিরে লোকসম্মুখে এবাদত করা নিষিদ্ধ ছিল বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল এমন সময় বিভিন্ন বাড়িতে মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। তেমনি উপাসনাকারীদের একটি অংশ সেখানে মিলিত হতেন, সাহাবীরাও এভাবে মিলিত হতেন (যোহন ২০:১৯)। এছাড়া প্রেরিত পৌলকেও

আমরা দেখতে পাই তার ভাড়া করা ঘরে প্রচার করেছেন (প্রেরিত ২৮:২৩, ৩০)। এ বিষয়গুলোকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পারবো, পৌল তার পত্রে কি চমৎকারভাবে তার উদ্দীপনা ও নৈতিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

দশমত: কলসী মণ্ডলীর একজন পরিচারক আর্খিপ্পের কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে যেন তারা আর্খিপ্পকে তার দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। "আর আর্খিপ্পকে বলো, তুমি প্রভুতে যে পরিচারকের পদ পেয়েছ তা সম্পন্ন করার দিকে মনোযোগ দিও"। যেন তার দায়িত্বের প্রতি আরো যত্নবান এবং পরিশ্রমী হয়, তাদের অবশ্যই প্রধান কাজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যও তাদের মনোযোগ অন্যদিকে চলে যাওয়া উচিৎ নয়। লক্ষ্য করুন,

১) যে পৌরহিত্যের দায়িত্ব আমাদের দেয়া হয়েছে তা অনেক বড় সম্মানের বিষয়। কারণ তা ঈশ্বরের নামে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর আদেশে তাঁর পক্ষ থেকেই তা দেয়া হয়েছে।

২) যারা এই দায়িত্ব পেয়েছে তাদের অবশ্যই সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। যারা তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করে, সেই দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করে, তাদের জন্য করুণ পরিণতি অপেক্ষা করছে।

৩) মণ্ডলীর লোকদের তাদের পরিচারকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিৎ এবং তাদের এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা উচিৎ। আর্খিপ্পকে বলো, যে পরিচারকের পদ পেয়েছ তা সম্পন্ন করার দিকে মনোযোগ দাও, এখানে কোন সন্দেহ নেই যে, তা করতে হবে শালীনতা এবং সম্মান সহকারে, গর্ব এবং অহংকারের সাথে নয়।

একাদশমত, তিনি নিজের বিষয়ে লিখেছেন "এই শুভেচ্ছা আমি পৌল নিজের হাতে লিখলাম। আমার বন্দী অবস্থার কথা মনে রেখ। তিনি তাঁর পত্রের বাকি অংশ লেখার জন্য অনুলেখকের সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু শুভেচ্ছার এই অংশটুকু তিনি নিজের হাতে লিখেছিলেন। "আমার বন্দী অবস্থার কথা মনে রেখ" তিনি বলেন নি যে, মনে রেখ আমি একজন জেলবন্দী আর আমার জন্য রসদ পাঠাও, কিন্তু তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মনে রেখ, আমি অযিহূদীদের একজন প্রচার কারী হিসেবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। "অতএব, প্রভুতে বন্দী আমি এই বিনতি করছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তার যোগ্যরূপে চল" (ইফিষীয় ৪:১)। "অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্তী হোক"। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, সমস্ত মঙ্গল, অনুগ্রহের ফল এবং এর সমস্ত কিছুর প্রভাব তোমাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তোমাদের সাথে থাকুক। তার এই শুভেচ্ছা প্রেরণাকে শতগুনে বাড়িয়ে দেয়।